শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি (M.Th)

মডিউল ২

ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব

The John Knox Institute
of Higher Education

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2021 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert D. McCurley is minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church, in Taylors, South Carolina, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing), Presbytery of the United States of America.

greenvillepresbyterian.com

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল এবং বক্তৃতার সূচক

মডিউল ১

বৃহৎ ভূমিকা (Prolegomena: The Doctrine of First Principles) – প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব

মডিউল ২

ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা..... ১

২। আমিত্বের স্বভাব, সীমা এবং ঈশ্বর কে জানার মাধ্যম..... ৮

৩। ঈশ্বরের নিজস্ব নাম..... ১৪

৪। ঈশ্বর আছেন..... ২১

৫। ঈশ্বরের নিজস্ব স্বভাব, প্রথম ভাগ..... ২৮

৬। ঈশ্বরের নিজস্ব স্বভাব, দ্বিতীয় ভাগ..... ৩৩

৭। ঈশ্বরের নিজস্ব স্বভাব, তৃতীয় ভাগ..... ৪০

৮। ত্রিত্ব ঈশ্বর..... ৪৮

৯। ঈশ্বরের আদেশ/ফরমান..... ৫৫

১০। পূর্বনির্ধারণ..... ৬০

১১। সৃষ্টি..... ৬৬

১২। ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনা / ঈশ্বরের পূর্ব আয়োজন..... ৭২

মডিউল ৩

মানবতত্ত্ব (Anthropology) – মনুষ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৪

খ্রীষ্টতত্ত্ব (Christology) – খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৫

পরিত্রাণতত্ত্ব (Soteriology) – পরিত্রাণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব (Ecclesiology) - মণ্ডলী সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব (Eschatology) - অন্তিম সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ১

ভূমিকা

এটা ঠিকই বলা হয়েছে যে আপনি যখন ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেন তখন আপনার মনে যা আসে তা আপনার সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সত্য এবং এটি যেন আমাদের বিস্মিত না করে। ঈশ্বর হলেন সর্বপ্রথম, সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহিমান্বিত। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা এবং ঈশ্বরের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঈশ্বরকে জানার, মহিমান্বিত করার এবং উপভোগ করার জন্য বিদ্যমান। যখন মানুষেরা এই ক্রমটিকে উল্টে দেয়-এই ভেবে যে, ঈশ্বর মানুষের জন্যই আছেন, বরং এর বিপরীতে, আমরা মূর্তিপূজা এবং মন্দ জগতে পরিণত হই। বর্তমানে মণ্ডলীর দুর্বলতার সবচেয়ে বড় কারণ হল জীবিত ও সত্য ঈশ্বরের অজ্ঞতা। ঈশ্বরের অগভীর বা বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অসম্মান করে এবং বিশ্বাসীদের অক্ষম করে, যা কলুষিত উপাসনার দিকে পরিচালিত করে, ব্যক্তিগত পবিত্রতা হ্রাস করে এবং খ্রীষ্টের রাজ্য এবং গৌরবের অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য বলিদান পরিষেবার জন্য উদ্যোগের অভাব উৎপন্ন করে। ঈশ্বরকে দেখা এবং জানার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। প্রভু আমাদের পবিত্র শাস্ত্র দিয়েছেন যেন আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সত্য ও সংরক্ষণকারী জ্ঞানের কাছে আসতে পারি।

সাতটি মডিউল বা পাঠের এই সিরিজ আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের একটি পরিচায়ক অধ্যয়নের মাধ্যমে নিয়ে যায়। প্রথম মডিউলের উদ্বোধনী বক্তৃতায়, আমরা এই সাতটি পাঠের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিদর্শন (ওভারভিউ) প্রদান করেছি। প্রথম দুটি মডিউল– যার প্রথমটিতে আমরা প্রথম নীতিগুলির উপর আলোচনা করেছি, যেখানে আমরা দশটি বক্তৃতায় শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বকে সম্পূর্ণ আলোচনা করেছি এবং এই দ্বিতীয়টিতে ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বকে আলোচনা করে– আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অধ্যয়নের সমস্ত কিছুর জন্য মৌলিক নীতিগুলি বা স্বতঃসিদ্ধ প্রদান করে। অন্য সবকিছু তাদের উপর নির্মিত এবং তাদের থেকে প্রবাহিত হয়। ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব অবশ্যই, যুক্তগতভাবে শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের পূর্বে, যেহেতু কিছু জানার পূর্বে সেটি কী তা জ্ঞাত হতে হবে। ঈশ্বর সত্তার মূল এবং সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু আমরা প্রথমে শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু করেছি, কারণ আমরা ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বকে শাস্ত্রে তাঁর স্ব-প্রকাশ থেকে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে-আত্মার দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে জানি। এছাড়া এই কারণেই, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ এর প্রথম অধ্যায় শাস্ত্রের উপর দিয়েই শুরু হয়, তারপরে দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে ঈশ্বর এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের উপর।

এই বর্তমান মডিউলটির উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা, যার অর্থ হল, ঈশ্বর আমাদের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে কী প্রকাশ করেন। সুতরাং আপনি যদি প্রভু কে এই সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চান, তাহলে এই বক্তৃতাগুলি আপনাকে উপকৃত করবে। ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের উপর এই দ্বিতীয় মডিউলের বক্তৃতাগুলি, অন্যগুলির মতো পরিচায়ক মাত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়; এটি আপনাকে একটি ভিত্তি দিয়ে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত যা আপনি আপনার পরবর্তী উচ্চ অধ্যয়নের জন্য গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এগুলি সহজ হবে। আমরা যখন গৌরবের ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা গভীর এবং কঠিন বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করছি। এর জন্য প্রয়োজন শ্রদ্ধা, নম্রতা, অধ্যবসায় এবং অনেক প্রার্থনা, যে প্রভু বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর মহিমার এক ঝলক দেখার জন্য আমাদের চোখ খুলে দেবেন।

আপনি যেমন প্রথম মডিউল থেকে মনে করবেন, ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বরের জ্ঞানকে বোঝায়। সুতরাং বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত ঈশ্বরের জ্ঞানের অধ্যয়নের সাথে এবং তিনি আমাদের বিশ্বাস ও করার জন্য যা প্রকাশ করেছেন

তার সাথে সম্পর্কিত। আমরা লক্ষ করেছি যে এটি "খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকার শিক্ষাতত্ত্ব", এইভাবে এটি আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমাদের জীবনযাপন উভয়কেই সম্বোধন করে। কিন্তু আমরা "ঈশতত্ত্ব" শব্দটিকে আরও সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারি, বিশেষভাবে শুধুমাত্র ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বকে উল্লেখ করে, যা অবশ্যই এই নির্দিষ্ট পাঠের সীমিত সুযোগ। এই কারণেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের মধ্যে এই বিশেষ বিষয়, যাকে বলা হয় "ঈশ্বরের বা ঈশ্বর সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব", কখনও কখনও "স্বকীয় ঈশতত্ত্ব"-ও বলা হয়। এটি স্বয়ং ঈশ্বরের অধ্যয়ন, এর বিপরীতে উদাহরণস্বরূপ মানুষ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা বা খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা বা পরিত্রাণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা বা মণ্ডলী সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অন্যান্য শাখা।

আমরা ঈশ্বর-শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা খোলার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। এই সূচনামূলক বক্তৃতাটি প্রথমত, শাস্ত্রীয়ভাবে গ্রহণ করা দরকার। আপনি স্মরণ করবেন যে যাত্রাপুস্তক ৩৩-এ, আমরা ঈশ্বরের তাঁবু অপসারণের কথা পড়েছি, যা ওল্ড টেস্টামেন্টে তাঁর উপস্থিতির প্রতীক ছিল। তিনি ইস্রায়েলের শিবির থেকে তাঁর তাঁবু সরিয়ে নিচ্ছিলেন এবং লোকদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তাই মোশি বাইরে গিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য দরজায় দাঁড়ালেন। তারপর আমরা যে আদান-প্রদান হয়েছিল তা পড়ি। ঈশ্বরের কাছে মোশির অনুনয়-বিনয় এবং তাঁর লোকেদের জন্য সুপারিশ করার হৃদয়ে, আমরা যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৩-এ এই শব্দগুলি পড়ি– মোশি বলেছেন, "ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্য আমাকে তোমার পথ সকল জ্ঞাত কর, এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা, ইহা বিবেচনা কর।" তার কয়েক পদ পরেই, ১৮ পদে তিনি একই প্রার্থনায় বলছেন, "তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও।"

এই ঘটনা থেকে কিছু বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, অন্য যেকোনো কিছুর চেয়েও বেশি, মোশি ঈশ্বরের উপস্থিতি কামনা করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর ছাড়া প্রতিশ্রুত দেশে এগিয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। মিশরে দাসত্ব থেকে মুক্তির সুবিধা বা দুধ এবং মধু প্রবাহিত একটি দেশের উত্তরাধিকার তার লোকেদের সাথে ঈশ্বরের বসবাসের তুলনায় কিছুই ছিল না।

দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করুন যে তিনি ঈশ্বর এবং তাঁর উপায়গুলি জানার ক্ষমতাকে অনুগ্রহ বলে মনে করেন– এমন কিছু মূল্যবান বিষয় যা অযোগ্য এবং অর্জিত ছিল। সে ঈশ্বরের পথ বুঝতে চায়, কিন্তু ঈশ্বরের পথ দেখা ছিল উচ্চতর ও ভালো কিছুর উপায়। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? তিনি বলেন, "এখন আমাকে তোমার পথ দেখাও, যেন আমি তোমাকে চিনতে পারি।" তিনি যা চেয়েছিলেন তা হল স্বয়ং ঈশ্বরকে জানা।

তৃতীয়ত, তার হৃদয়ের আর্তনাদ ছিল, "আমি তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে তোমার মহিমা দেখাও।" ঈশ্বরের মহিমা দেখা ছিল মোশির পক্ষে সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, ঈশ্বর এই অনুরোধটি মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন যে তাকে একটি পাথরের ফাটলে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে এবং ঈশ্বর মোশিকে নিজ হাত দিয়ে ঢেকে দেবেন, তার পাশ দিয়ে যাবেন এবং তারপর তাকে তার "পশ্চাৎ অংশ" থেকে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ দেখতে সক্ষম করবেন, যেমন অনুচ্ছেদটি বলে। এখন আপনি এই চিত্র সম্পর্কে চিন্তা করুন যা আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে, কারণ অন্যান্য অনেক সংযোগ রয়েছে। যখন আমরা আমাদের কাছে স্বর্গের দৃশ্য তুলে ধরি, তখন আমরা স্বর্গদূতদের আবিষ্কার করি যারা সিংহাসনের চারপাশে ভিড় করে আছে এবং তারা প্রভুর উপাসনা করছে। কিন্তু আপনি যদি মনোযোগ সহকারে তাকান এবং পড়েন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে তারা তাদের মুখ ঢেকে আছে এবং তাদের হাত ঢেকে আছে এবং তাদের পা ঢেকে আছে। এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন মানুষ যারা সম্পূর্ণ পাপহীন, যাদের কখনও কোনো পাপ ছিল না এবং তাদের ঈশ্বরকে দেখার, তাঁর প্রশংসা করার, তাঁর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ পরিচিতির এই আনন্দ রয়েছে এবং তবুও তারা নিজেদের আচ্ছাদিত করছে, তারা যেমন ছিল, ঈশ্বরের মহিমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর তারপরে আপনি পুরাতন নিয়মে আবার মোশির কাছে ফিরে আসুন। মোশি তাম্বুর মধ্যে

যায়; তিনি যিহোবার সাথে দেখা করেন;মেঘের স্তম্ভ নেমে আসে; ঈশ্বর মোশিকে তাঁর মহিমা দেখান; তিনি যখন বেরিয়ে আসেন, তখন লোকেরা ভীত হয়। কেন? কারণ মোশির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঈশ্বরের সাথে তার যোগাযোগের ফলে এটি আলোকিত হয়েছিল। আর তাই মানুষ কী বলল? তারা বলল, "মোশি, আমরা তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারি না;একটা ওড়না দিয়ে তোমার মুখ ঢেকে রাখো"–আপনি স্বর্গের স্বর্গদূতদের সাথে যা দেখেন তার অনুরূপ ভাষা। তাই এখানে যাত্রাপুস্তক ৩৩ -এ, ঈশ্বর মোশিকে পাথরের ফাটলে রেখেছেন, তাকে ঢেকে দিচ্ছেন। কেন? কেননা প্রভু বলেছেন, "কোনও মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের মহিমা দেখে, বেঁচে থাকতে পারে না।" তবুও তাকে একটি আভাস দেওয়া হয়;তাকে ঈশ্বরের মহিমার একটি প্রকাশ দেওয়া হয়েছে।

এই সবই মোশির আর্তনাদের জবাবে, তিনি বলেছিলেন "আমি তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে তোমার মহিমা দেখাও।"

কিন্তু আপনি সেই পরের অধ্যায়ে, যাত্রাপুস্তক ৩৪-এও লক্ষ্য করবেন, আমরা ৫ থেকে ৭ পদে বাকি ঘটনাটি পড়ি। এতে বলা হয়েছে, "তখন সদাপ্রভু মেঘে নামিয়া সেই স্থানে তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিলেন। ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন;পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান।"

সবশেষে, মোশির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। কারণ এর ঠিক পরে, ৪ পদে আমরা পড়ি, "তখন মোশি ত্বরা করিলেন" – তিনি দ্রুত ছিলেন – "তখন মোশি ত্বরা করিলেন, ভূমিতে নতমস্তক হইয়া প্রণিপাত করিলেন।" তাহলে ঈশ্বরের আরও মহিমা দেখার জন্য এবং তাঁর সম্বন্ধে রক্ষাকারী জ্ঞানে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রথম এবং সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া কী? আমরা এই পাঠ্য থেকে শিখি যে ঈশ্বরকে প্রণাম করা এবং উপাসনা করা। এটা সবসময় আমাদের জন্য সত্য হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই বিষয়বস্তুটিকে শিক্ষাগতভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আমরা এটি কয়েকটি পয়েন্টের অধীনে করব। প্রথমত, আমরা ঈশ্বরকে জানার অগ্রাধিকার দেখি। এই প্রথম বক্তৃতায়, আমরা যে সমস্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি তার থিমটি উপস্থাপন করছি। এটি একটি অগ্রাধিকার। আমরা মোশির সাথে যে অগ্রাধিকার এবং প্রধান আকাঙ্ক্ষা দেখেছি তা হল–"আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, আমাকে এখন তোমার মহিমা দেখাও"– সমগ্র বাইবেল জুড়ে ঈশ্বরীয় সাধুদের অভিজ্ঞতায় এটি খুঁজে পাওয়া যায়। যিরমিয় ৯:২৩ থেকে ২৪ পর্যন্ত শুনুন তা কী বলে, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে আমি প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন।" আমরা কিসে গৌরব নেবো? আমরা ঈশ্বরকে চেনার গৌরব করি। পৌল করিন্থের মণ্ডলীর কাছে তাঁর প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র উভয়েই এই বিষয়ে তুলে ধরেছেন। ১ করিন্থীয় ১:৩১ এবং ২ করিন্থীয় ১০:১৭ তে, আমরা পড়ি যে "যেমন লেখা আছে, যে গৌরব করে, সে প্রভুতে গৌরব করুক।" আমরা গীতসংগহিতাতেও একই জিনিস দেখি। একটি ভাল উদাহরণ হল গীতসংহিতা ২৭:৪ এটি দায়ুদের লেখা, ঈশ্বরের নিজের হৃদয়ের মানুষ – এবং তিনি বলেছেন, "আমি প্রভুর কাছে একটি জিনিস চেয়েছি, আমি তা খুঁজব; যেন আমি আমার জীবনের সমস্ত দিন সদাপ্রভুর গৃহে বসবাস করতে পারি।" কেন? "সদাপ্রভুর সৌন্দর্য দেখতে এবং তাঁর মন্দিরে অন্বেষণ করার জন্য।" দাউদ বলেছেন, আমি যেটা চাই সেটার উপরে একটা জিনিস আছে–"প্রভুর সৌন্দর্য দেখতে।"এই বিষয়বস্তু গীতসংহিতার সম্পূর্ণ পুস্তক জুড়ে লেখা আছে। গীতসংহিতা ৪২ এবং ৬৩, ৮৪ এবং অগণিত অন্যান্য। আমরা ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষার গান গাই। যোহন ১৭:৩ -এ যীশুর কথাগুলি চিন্তা করুন: "এবং এটিই অনন্ত জীবন, যেন তারা তোমাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারে, যাকে তুমি পাঠিয়েছ।" যীশু ঈশ্বরকে জানার মধ্যে অনন্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। আপনি ফিলিপীয় ৩:৮ –এ পৌল এবং

তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন এবং আবার ১০ পদেও: "আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি," পৌল বলছেন, আমি যা চাই তা এখানে; বাকি সবকিছুই খ্রীষ্টের জ্ঞানের তুলনায় জাহাজের ওপরে নিক্ষিপ্ত মালপত্রের মতো। তিনি ১০ পদে আরও বলেছেন, "যেন আমি তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হই।" আমরা পৌলের মধ্যে যা পাই তা ঠিক একই বিষয়, যা আপনি যীশুর বর্ণনায় এবং গীতরচক যা বর্ণনা করেছেন, সেইসাথে এই বিষয়টি আমরা যিরমিয় এবং মোশি সেইসংগে আরও অনেক কিছুতে দেখেছি। আসুন আরেকটি উদাহরণ দেখি সুসমাচার থেকে। যোহন ২০:২০ আমাদের প্রভুর পুনরুত্থানের পরে–আমরা পড়ি, "এবং তিনি যখন এই কথা বলেছিলেন, তিনি তাদের কাছে তাঁর হাত এবং তাঁর কুক্ষিদেশ দেখালেন। তখন শিষ্যরা প্রভুকে দেখে আনন্দিত হলেন।" খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর মহিমা দেখার চেয়ে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়৷ এটি আমাদের জন্য একটি অগ্রাধিকার।

ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তির দ্বিতীয় অধ্যায়টি আমরা কীভাবে ঈশ্বর কে এবং ত্রিত্ব ঈশ্বর কে বুঝতে পারি এই শিক্ষার প্রতি উৎসর্গীকৃত এবং আমি আপনাকে এটি দেখতে উৎসাহিত করব। আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এটি উল্লেখ করব। কিন্তু আপনি এটিকে সংক্ষেপে ওয়েস্টমিনস্টার শর্টার ক্যাটেকিজমে দেখতে পাচ্ছেন, যা শিশুদের এই শিক্ষাগুলি শেখার জন্য গঠন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা চতুর্থ প্রশ্নে, "ঈশ্বর কী? ঈশ্বর একজন আত্মা, অসীম, শাশ্বত এবং তাঁর সত্তা, জ্ঞান, শক্তি, পবিত্রতা, ন্যায়বিচার, মঙ্গলময়তা এবং সত্যের মধ্যে অপরিবর্তনীয়।" কতগুলি দেবতা আছে? "একমাত্র একমাত্র, জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর।" এটা প্রশ্ন সংখ্যা ৫। প্রশ্ন ৬, "ঐশ্বরিক সমষ্টির মধ্যে কতজন ব্যক্তি আছেন? ঈশ্বর তিন ব্যাক্তিত্বে প্রদর্শিত, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা; এবং এই তিনজন এক ঈশ্বর, স্বত্বার একই, শক্তি ও মহিমায় সমান।" আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে সেই ক্যাটাকিসম ঈশ্বর কে জানার এই দুর্দান্ত অগ্রাধিকারটি শিশুদের এবং ঈশ্বরের লোকেদের হৃদয় ও মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

তবে আমরা এর চেয়েও এগিয়ে যেতে পারি। আমরা অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু আপনি বিশ্বের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে পারেন, বাগানে ফিরে যেতে এবং গৌরবের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। বাগানে ফিরে যান। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি, ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের জন্য। আমাদের বলা হয়েছে যে তাকে সেই বাগানে রাখা হয়েছে যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করার জন্য রেখাঙ্কিত করেছিলেন। তাই মানুষের তার উদ্দেশ্য এবং সেইসাথে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধাগুলি সবই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এবং তাঁর জ্ঞানে আবদ্ধ। তারপরে আমরা আদিপুস্তক ৩-এ মানুষের পতন দেখতে পাই এবং পাপ মানুষকে এই হতাশ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করে। এর ফলে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষতি এবং বিকৃতি ঘটে, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে, যাতে, আদিপুস্তক ৩:৮ -এ আমরা পড়ি, "পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন।" এখানেই আদম– তিনি সেই কণ্ঠকে ভয় পান যা তিনি আগে ভালোবাসতেন, সেই কণ্ঠস্বর যা তাঁর কাছে ঈশ্বরের মহিমা এবং ইচ্ছার জ্ঞান প্রকাশ করেছিল। এখন, প্রভুর নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে, সে পলায়ন করছে এবং সে প্রভুর কাছ থেকে মূর্খতার সাথে লুকাতে চাইছে। এই ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে প্রাকৃতিক মানুষ। আমরা ১ করিন্থীয় ২:১৪ -তে পড়ি, "কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সেই সকল মূর্খতা; আর সেই সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।" অথবা পরের অধ্যায়ে, ৩:১৮-তে, "কেহ আপনাকে বঞ্চনা না করুক। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এই যুগে জ্ঞানবান বলিয়া মনে করে, তবে সে জ্ঞানবান হইবার জন্য মূর্খ হউক।" সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ঈশ্বর, বাগানে, মানুষকে তাঁর সম্পর্কে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ডিজাইন করেছিলেন এবং এটি পতনের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারপরে আমরা অবশ্যই সুসমাচারে আসি এবং সুসমাচার শেষ পর্যন্ত গৌরবের দিকে নিয়ে যায়। সুসমাচার

হল খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সংরক্ষণের জ্ঞান– ঈশ্বর আসছেন এবং পাপীদের বলছেন তিনি কে এবং তিনি কী সম্পন্ন করেছেন, যেভাবে পাপীদের ঈশ্বরের সাথে সাহচর্যে পুনরুদ্ধার করা হয়, কীভাবে খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘটানো হয়, কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে পাওয়া সত্যিকারের সুসমাচার বিশ্বাসীর জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং ধার্মিকতা এবং পবিত্রতার পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নবীকরণ রয়েছে। সুসমাচার ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনার জ্ঞানের পুনরুদ্ধার প্রদান করে এবং যা অবশ্যই, গৌরব পর্যন্ত অনুসন্ধান করা যেতে পারে। স্বর্গ কী?এবং স্বর্গের আত্মা কী?এটা যীশু খ্রীষ্টের মুখে ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করার সমান। এটি জ্ঞানে সিক্ত এবং ঈশ্বরের চিরকাল ক্রমবর্ধমান জ্ঞান। আপনি বাইবেলের শেষ দিকে ফিরে যান। আমরা আদিপুস্তক ২ ও ৩ এর দিকে তাকিয়েছি। প্রকাশিত বাক্য ২১ এবং ২২ এই শেষ দুটি অধ্যায়ে যান। প্রকাশিত বাক্য ২১:৩ বলে, "পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস;তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।" এখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে আবার বসবাস করছেন। পদ ৭ বলছে, "যে জয় করে, সে এই সকলের অধিকারী হইবে এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব ও সে আমার পুত্র হইবে।" ঈশ্বরের বিশ্বাস, মানুষকে পরাস্ত করার জন্য প্রদত্ত মহান পুরস্কার হল স্বয়ং ঈশ্বর - ঈশ্বরের জ্ঞান। ২৩ পদে, আপনি এটি দেখতে পাবেন, "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই;কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ।" তারপরের অধ্যায় ২২:৪ পদে আমরা পড়ি, "ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে।" সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা অধ্যয়ন, তার নীচে থাকা সমস্ত স্বতন্ত্র শিক্ষাতত্ত্বের সাথে, বাইবেল সঙ্গত খ্রীষ্টীয় অনুসরনের এবং বাইবেলের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের বোধগম্যতার এবং জীবনের জন্য একেবারে মৌলিক। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের হৃদয় ও মনে এটি শিক্ষাগতভাবে বদ্ধমূল দেখতে পাই।

কিন্তু তারপর তৃতীয়ত, আমাদের এই বিষয়বস্তুটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। এটি সংক্ষেপে বিবেচনা করুন। ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে মানুষের কী কী আপত্তি আছে? প্রথমত আপনি প্রায়শই যা শোনেন যে এটা খুব বিমূর্ত; এটি খুব প্রযুক্তিগত; এটা অনেক কঠিন; এটা খুব জটিল। লোকেরা যা বলছে তা হ'ল তারা কিছু সহজ চায়, এমন কিছু যা অবিলম্বে বোধগম্য, এমন কিছু যা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, এমন কিছু যা বোঝার এবং পেতে সক্ষম হওয়ার জন্য তাদের কঠোরভাবে চিন্তা করতে এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে না। ওটার মানে কী? এই ধরনের আপত্তি আছে এমন একজন ব্যক্তির জন্য প্রভাব কী? তারা সত্যিই একটি মিথ্যা ঈশ্বর চান। তারা সত্য ঈশ্বরের জ্ঞানের চেয়ে মিথ্যা ঈশ্বর চায়। কারণ মানুষ সীমিত– তার ক্ষমতাও সীমিত– এবং পাপী। পাপী মানুষ কখনোই অসীম, সীমাহীন, শাশ্বত ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। এটা অসম্ভব! ঈশ্বরের অসীম সত্তার গভীরতা সম্বন্ধে যা জানা আছে তার চারপাশে যদি আপনি যান তবে মানুষের পক্ষে তার মনকে গুটিয়ে রাখা অসম্ভব। আমার মনে আছে আমার এক ছেলে আমার কাছে এসেছিল, যখন সে খুব ছোট ছিল, আর আমাকে সময় এবং অনন্তকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে আসন্ন অনন্তকাল, স্বর্গ এবং নরক সম্পর্কে উপদেশে শুনেছিল এবং সে এটি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন। সে দেখতে এবং বুঝত যে অনন্তকালে, এটি কখনও শেষ হয় না; যে আপনি যদি আমাদের স্বাভাবিক পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে পারেন, যদি আপনি অনন্তকালের মধ্যে একশ ট্রিলিয়ন বছর পেয়ে যান, কারণ এটি চিরতরে চলতে থাকে এবং চলতে থাকে। তাই সে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো, আমরা এটি সম্পর্কে কথা বললাম এবং সে চলে গেল। সে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে এবং সে বলে, "বাবা, আমি যখন ঈশ্বরের অনন্তকাল সম্পর্কে চিন্তা করি এবং আমি এমনকি, অনন্ত জীবন সম্পর্কেও চিন্তা করি, তখন এটি আমার মস্তিষ্ককে আঘাত করে।" আমি মনে মনে ভাবলাম, খুব ভালো, ছেলে। এটা আমাদের মস্তিষ্ককে আঘাত করতে হবে এমন জিনিসগুলি নিয়ে ভাবতে হবে যা এত বড়, এত মহিমান্বিত, এত গৌরবময় যা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত। এই পাঠে আমরা যেমন শিখব, ঈশ্বর অবোধ্য/আমাদের বোধগম্যতার উর্দ্ধে। আমরা তাকে জানি এবং আমরা জানি যে বিশ্বাসী তাকে সত্যই জানে, কিন্তু আমরা তাকে সম্পূর্ণরূপে চিনি না এবং আমরা কখনই ঈশ্বরকে জানতে পারি না যেভাবে তিনি নিজেকে জানেন। আমরা আমাদের জায়গা, আমাদের সীমাবদ্ধতা জানি

এবং যে বিষয়গুলি আমাদের পক্ষে সহজ নয় সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য আমরা অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা চালাতে ইচ্ছুক।

দ্বিতীয় আপত্তি, প্রথমটির মতোই, যারা এসে বলে, "আচ্ছা, যা ব্যবহারিক তা গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছুর মধ্যে এটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে বলুন কিভাবে বাঁচতে হয়, কী বিশ্বাস করতে হবে তা নয়।" ঠিক আছে, এটি সমানভাবে ভয়ানক– সম্ভবত, এটি প্রথম আপত্তির চেয়ে আরও ভয়ানক। বলো কী করে বাঁচবো, কী বিশ্বাস করবো তা নয়? আপনি যদি আগের বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে আপনার উপায়ে কাজ করে থাকেন তবে আপনি জানেন যে আপনি যা বিশ্বাস করেন তা নির্ধারণ করে আপনি কীভাবে জীবনযাপন করেন; যে আমরা এমন নই যাদের ধর্মের এই ধারণা আছে যেটা আমার স্বার্থে কাজ করে, যেটা আমার ব্যবহারিক প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং আমার ব্যবহারিক জীবনকে উন্নত করে। বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সংরক্ষনকারী জ্ঞানের কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এই সবের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখা এবং জানা। এটি নিজেই একটি শেষ; এটি নিজেই একটি পুরস্কার;এটি নিজেই একটি আশীর্বাদ। তাই এটি প্রথমে আসে এবং এটি সবচেয়ে বেশি ভার সম্পন্ন। কিন্তু এটাও সত্য যে ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়া, আপনার ব্যবহারিক জীবন একটি বিপর্যয় হয়ে দাঁড়াবে, কারণ আপনার খ্রীষ্টীয় জীবনে যা ভাঙা এবং পাপপূর্ণ এবং অবাধ্য এবং বিভ্রান্ত হয়েছে তার বেশিরভাগই এক মাত্রায় বা অন্যভাবে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যা হল ঈশ্বর কে সেই বিষয়ে অপর্যাপ্ত জ্ঞান। তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া আমাদেরকে কীভাবে বাঁচতে হবে তা জানিয়ে দেয়।

তৃতীয় একটি আপত্তি হল যে আমাদের কেবল পরিত্রাণের জ্ঞান প্রয়োজন। "হ্যাঁ, আমাদের পাপ সম্পর্কে বলুন, আমাদের বলুন– খ্রীষ্ট সম্পর্কে এবং খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ সম্পন্ন করার জন্য ঈশ্বর কী করেছেন; আমাদের বলুন কিভাবে পাপীদের সেই পরিত্রাণের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এবং এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।" এটিও একটি সমস্যা। কারণ যদি একজন ব্যক্তি এভাবেই চিন্তা করেন, তাহলে তারা বুঝতে পারে না যে পরিত্রাণ কী এবং তারা বুঝতে পারে না যে পরিত্রাণ-এর জন্য কী ঘটে। পরিত্রাণ শুধু পাপের ক্ষমা বা অনন্ত জীবন নয়। পরিত্রাণ ঈশ্বরের সাথে একটি পরিত্রাণের সম্পর্কের মধ্যে আসে। স্বামী কী বলবে, "আমি আমার স্ত্রীকে জানতে চাই না। আমি তার সম্পর্কে জানতে চাই না। আমি তাকে বুঝতে চাই না।" আপনি বলবেন, "আচ্ছা, তাহলে তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ভালোবাসো না।" আপনি হয়ত বলবেন, "এটি স্বামীর পক্ষ থেকে এটি ভয়ানক, অধার্মিক আচরণ।" যে বিশ্বাসী তার স্বর্গীয় স্বামী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাকে ভালবাসতে পারে তার জন্য এটি আর কত বেশি হবে? ভালোবাসার যাকে ভালবাসো তাকে জানার, তাকে দেখতে এবং তার সম্পর্কে চিন্তা করার, তার নিজের শব্দে তার নিজের সম্পর্কে আমাদের যা বলার আছে তা শোনার দাবী করে। এটি পরিত্রাণ এবং শেষ পর্যন্ত, অবশ্যই, গৌরব। ঈশ্বরের জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গভীরতা এবং তাঁর মহিমা দর্শনের সাথে স্বর্গে মহিমা গৃহীত হয়। বলতে গেলে, আমাদের কেবল পরিত্রাণ সম্পর্কে জানতে হবে, বলতে চাই যে আপনি জানেন না যে পরিত্রাণ আসলে কী। আর তাই এটি একটি উপযুক্ত আপত্তিও নয়।

চতুর্থত এবং সবশেষে, আমাদের বাস্তবিকভাবে এটি বিবেচনা করতে হবে। আমরা একটি ওভারভিউ বা ভূমিকা থেকেও কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ চিত্রিত করতে পারি, যেমন আমরা বিবেচনা করছি। প্রথমত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অধ্যয়ন ঈশ্বরের প্রতি বেঁচে থাকার জন্য নিষ্ঠার একটি নম্র কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা অবশ্যই তাঁকে উপাসনা করা এবং তাঁর মহিমা সেবা করার দিকে নিয়ে যায়। আর তাই ঈশ্বরের মতবাদ থেকে প্রবাহিত শীর্ষ ব্যবহারিক প্রয়োগ হল উপাসনা। এটাই আমরা মোশির সাথে দেখেছি। যা আমরা স্বর্গদূতদের সাথে দেখতে পাই– দেবদূতদের প্রধান সুবিধা এবং ব্যস্ততা হল ঈশ্বরের উপাসনা করা। পরিত্রাণ প্রাপ্ত পাপীদের, যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপিত করেছে, তাদের স্বর্গদূতদের মত বিশেষাধিকার দেওয়া হয়, যেন তারা ঈশ্বরের প্রশংসা, উপাসনা, আরাধনা করে। এটি অবশ্যই হবে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, স্বর্গে বিশ্বাসীর কর্মকাণ্ড হবে। আমরা যাত্রাপুস্তক ১৫:১১ অনুসারে বলতে পারি, "হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য? কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী?" প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হল উপাসনা।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের জ্ঞান ধার্মিকতা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। ২ করিন্থীয় ৩:১৮ -এর কথাগুলো চিন্তা

করুন, "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।" আপনি পৌলের পয়েন্ট দেখছেন। আমরা ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের মহিমা-এর "কাচ" বা আয়নায় দেখি এবং আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হই। অন্য কথায়, আমরা যা উপাসনা করি তার মতো হয়ে যাই। গীতসংহিতা ১১৫ এই বিষয়ে কথা বলে। মূর্তিপূজকরা সেই মূর্তির মতো হয়ে যায় যা তারা পূজা করে। ঈশ্বরের লোকেরা জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের মত হয়ে ওঠে, যাকে তারা উপাসনা করে। তাই আমাদের বাইবেল পড়া, আমাদের গীতসংহিতা গাওয়া, আমাদের ঈশ্বরের বাণী প্রচার শোনা, আমাদের প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা, এই সমস্ত উপায় হল আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই এবং যার মাধ্যমে আত্মা তাঁর লোকেদের পবিত্র করে।

তৃতীয়ত, মহান সান্ত্বনা এবং শক্তি রয়েছে যা প্রভুর পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের তত্ত্বশিক্ষা প্রদান করেন। যিশাইয় কঠিন সময়ে বাস করতেন। সেই সময়ে মণ্ডলী একটি বিপর্যয় ছিল, জাতি বিশাল ঝুকির মধ্যে ছিল এবং আপনি যিশাইয় ৪০-এ আসুন এবং প্রভু সেখানে তাঁর লোকেদের জন্য উত্তর প্রদান করেছেন। সেই অধ্যায়ে, তিনি ঈশ্বরের লোকেদের আশা খুঁজে পাওয়ার অনেক উপায় বর্ণনা করছেন। সেই সঙ্গে পদ ৯-এ বলা হয়েছে, "হে সিয়োনের কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিণি! উচ্চ পর্বতে আরোহণ কর; হে যিরূশালেমের কাছে সুসমাচার-প্রচারকারিনি! সবলে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না; যিহূদার নগর সকলকে বল, দেখ, তোমাদের ঈশ্বর!" ইস্রায়েলের শত পরীক্ষা এবং তীব্র অসুবিধার মধ্যে কিসের প্রয়োজন ছিল? প্রভু যিশাইয়কে বলেন, তাদের বল, "দেখ তোমার ঈশ্বর!" এবং তুমি ভাবছো কিভাবে এটি যিশাইয়তে এসেছে। তুমি যখন ঈশ্বরকে দেখতে পাও, তখন কী হয়? তিনি হলেন সেই রাজা যিনি পৃথিবীর বৃত্তের উপরে বসে আছেন এবং আমাদের বলা হয়েছে যে তিনি জাতিগুলিকে "ভারসাম্যের ধূলিকণা" হিসাবে দেখেন, "কিছুর চেয়ে কম" হিসাবে দেখেন যে বাসিন্দারা "ফড়িং"-এর সমান। যখন আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এবং তাঁর মহিমার পক্ষ নিই, তখন হঠাৎ করেই এই বিশাল পর্বত এবং পরীক্ষাগুলি তাদের সমস্ত হুমকি সহ– বড় জাতিগুলি, তাদের সমস্ত শক্তি সহ, বড় মানুষেরা– তারা তাদের সঠিক আকার থেকে ছোট হয়ে যায়; তারা অসীম– কিন্তু খুবই ছোট দেখায়; তারা তুচ্ছ হিসাবে দর্শিত হয়। আপনি যিশাইয় ৪০-এর শেষের দিকে পৌঁছেছেন– আমি এটি আপনার কাছে পড়ার জন্য ছেড়ে দেব– যেখানে মহান উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে ঈশ্বরের লোকেদের তাদের পরীক্ষার মধ্যেও শক্তিশালী করা হবে।

চতুর্থত, ঈশ্বরের মতবাদ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দের উৎস প্রদান করে। এটি গীতসংহিতা ১৬:৮ -তে প্রকাশ করা হয়েছে, "আমি সদাপ্রভুকে নিয়ত সম্মুখে রাখিয়াছি;তিনি ত আমার দক্ষিণে, আমি বিচলিত হইব না।" তারপর ১১ পদটির কথা শুনুন, "তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ।" ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের লোকেদেরকে সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে বিস্ময়কর আনন্দগুলি প্রদান করে যা এই পৃথিবীতে অনুভব করতে হবে, যার সবকটিই স্বর্গে ঈশ্বরের অবিলম্বে উপস্থিতিতে বিশ্বাসী কী উপভোগ করবে তার পূর্বাভাস। ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব কি বাস্তবসম্মত? হ্যাঁ, এটি অত্যন্ত ব্যবহারিক, যেমনটি আমরা এখন দেখব।

ঠিক আছে, এই পরিচায়ক বক্তৃতায়, আমরা বাইবেলের খ্রিস্টধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের মতবাদের গুরুত্ব এবং স্বতন্ত্র বিশ্বাসীর চিন্তাভাবনা এবং অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার জন্য শাস্ত্র থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। পদ্ধতিগত ধর্মতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউল জুড়ে বক্তৃতাগুলির বাকি অংশে, আমরা ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজের সম্পর্কে কী প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে আরও বিশদ বিবেচনা করব। আমরা যখন এটি করার জন্য প্রস্তুত হই, তখন আমাদের অবশ্যই মোশির মতো নিজেকে বিনীত করতে হবে এবং তাঁর কাছে অনুরোধ করতে হবে, "আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে আপনার মহিমা দেখান।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ২

ঈশ্বরকে জানার প্রকৃতি, সীমা এবং মাধ্যম

ঈশ্বর মানুষকে দুই হাত ও দুই পা দিয়ে নির্মাণ করেছেন। আমরা হাঁটতে, দৌড়াতে, লাফ দিতে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের পা ব্যবহার করি। আমরা আমাদের হাত ব্যবহার করি স্পর্শ করতে, ধরতে, ধরে রাখতে এবং বহন করতে। আমরা বাজারে কেনাকাটা করি; আমরা এটি বাড়িতে তাক তা স্থানান্তর করি;আমরা সম্ভবত সেগুলি রান্না করার জন্য একটি পাত্রে রাখি এবং আমরা আমাদের হাত ব্যবহার করে আমাদের থালায় খাবার রাখি এবং মুখ দিয়ে তা খায়। এই সব খুব পরিচিত; কিন্তু ঈশ্বর বানরদের এমন কিছু দিয়ে নির্মাণ করেছেন যা মানুষের নেই। তাদের লেজ আছে। আরও নির্দিষ্টভাবে, অনেক বানরের একটি "প্রিহেনসিল" লেজ থাকে;অর্থাৎ তাদের লেজ আছে যা দিয়ে তারা জিনিস ধরতে পারে। গাছে ওঠার সময় তাদের লেজ একটি ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে বা তারা সেই ডাল থেকে দোল খেতে পারে। তারা তাদের লেজ ব্যবহার করে একটি কলা ধরে রাখতে পারে, ইত্যাদি। এটিকে একটি প্রিহেনসিল লেজ বলা হয় কারণ এটি জিনিসগুলি উপলব্ধি করতে পারে। ইংরেজি ভাষায়, "কম্প্রেহেন্ড" শব্দটি "প্রিহেনসিল"– "প্রিহেনসিল" টেইল হিসাবে একই মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু "বোঝার" অর্থ আমাদের মন দিয়ে কিছু উপলব্ধি করা, মানসিকভাবে ধরে রাখা, বা জানা ও বোঝা। যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের কথা আসে, তখন বাইবেল শিক্ষা দেয় যে প্রভু বোধগম্য, যার অর্থ হল ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে, নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে জানা কোনো প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব। আমরা ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন শুরু করি ঈশ্বর কে সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরের বোধগম্যতার প্রভাবগুলি অন্বেষণ করি।শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউল বা পাঠে বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা, যার অর্থ হল, ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্পর্কে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন। আগের বক্তৃতায়, আমরা এই মডিউলটির একটি ভূমিকা বিবেচনা করেছি। বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা করব প্রকৃতি, সীমা, এবং ঈশ্বরকে জানার উপায়/মাধ্যম অন্বেষণ করব।

আমাদের অন্যান্য বক্তৃতাগুলির ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে, আমরা প্রথমে এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করে এবং বিশেষভাবে, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা খোলার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব। ইয়োব ১১:৭ থেকে ৯ পর্যন্ত আমরা যা পড়ি তা বিবেচনা করুন। এটি বলে, "তুমি কি ঈশ্বরকে খুঁজে বের করতে পার? আপনি কি সর্বশক্তিমানকে পরিপূর্ণতার দিকে খুঁজে পেতে পারেন? এটি স্বর্গের মতো উঁচু;তুমি কি করতে পারবে? নরকের চেয়ে গভীর; তুমি কি জানতে পারবে? এর পরিমাপ পৃথিবীর চেয়ে দীর্ঘ এবং সমুদ্রের চেয়ে প্রশস্ত।" লক্ষ্য করুন যে পদ ৭ দুটি অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে। এগুলি আসলে বাগ্মিতাসংক্রান্ত প্রশ্ন যা "না" উত্তর অনুমান করে, আমরা ঈশ্বরের সমস্ত গভীরতা অনুসন্ধান করতে পারি না; সর্বশক্তিমানকে সঠিকভাবে জানা অসম্ভব। ৮-৯ পদে যা বলা হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে। এটি খুব উঁচু, খুব গভীর খুব বিস্তৃত আমাদের জন্য আমাদের মনকে ঈশ্বরের চারপাশে আবৃত করার জন্য। যিশাইয় ভাববাদী এই বিষয়টিকে ৪০:২৮ -এ আরও জোরদার করেছেন, যা বলে, "তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না;তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।" প্রথমত, যিশাইয় এই সত্যের প্রতি আবেদন করেন যে ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুটা জানে। তারা জানে যে ঈশ্বর কী প্রকাশ করেছেন, তিনি চিরস্থায়ী ঈশ্বর, প্রভু, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তাঁর ক্ষমতা সীমাহীন। কিন্তু তিনি এও বলেন, "তাঁর বোধগম্যতার কোনো খোঁজ নেই।" আমরা ইয়োব পুস্তকে যা দেখেছি তার সাথে এটি

কীভাবে একই ভাষা তা লক্ষ্য করুন। বিশ্বাসী প্রভু সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন যে কেউ ঈশ্বরের উপলব্ধির সম্পূর্ণ পরিধি অনুসন্ধান করতে পারে না। কাজেই ইয়োব ১১:৭-৯ হল বাইবেলের অনেকগুলি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি যা ঈশ্বরের অবোধগম্যতাকে তুলে ধরে। এই শব্দটি "অবোধগম্যতা" (incomprehensibility) একটি বড় ইংরেজি শব্দ, কিন্তু এটি কেবল এই সত্যটিকে বোঝায় যে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে সত্যই জানে, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে পুরোপুরি, নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতত্ত্ব বিবরণ বিবেচনা করি। আমরা এখানে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করব। প্রথমত, আমরা এই সত্য দিয়ে শুরু করি যে ঈশ্বর অসীম; অর্থাৎ ঈশ্বর সসীম (সীমাবদ্ধ) নন। তিনি সীমাবদ্ধ নন। তাই অসীম মানে ঈশ্বর সীমাহীন, সীমানা, পরিমাপ এবং মাত্রা ছাড়াই। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সব প্রাণীই প্রয়োজনের দ্বারা সসীম। সুতরাং আপনি সসীম এবং একটি গাছ সসীম; আকাশের একটি তারা সসীম; এমনকি একজন স্বর্গদূতও সসীম। তারা সব সীমিত; সময়ের মধ্যে সীমিত, কিছু পরিস্থিতিতে স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য অসংখ্য উপায়ে সীমিত। সত্য যে ঈশ্বর অসীম, যে সীমাহীন, তাঁর সত্তায় তিনি সীমাহীন, মানে তিনি যা কিছু, সেই সমস্ত গুণাবলীতে তিনি অসীম। তাই তাঁর অসীম ক্ষমতা রয়েছে, তাই আমরা তাঁকে সর্বশক্তিমান বলে উল্লেখ করি। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্ব শক্তিশালী। এটা তাঁর প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সত্য। তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞা আছে– সীমাহীন জ্ঞান, সীমাহীন জ্ঞান; তিনি সব কিছু জানেন। তাঁর পবিত্রতা অসীম, তাঁর মঙ্গলময়তা অসীম। যেহেতু ঈশ্বর অসীম এবং যেহেতু আমরা সসীম, আমরা খুবই সীমিত। যারা সসীম, তাদের পক্ষে এটি অসম্ভব-যেমন আমরা সসিম– যে আমরা যা অসীমটা জানি, সেই ঈশ্বর কে জানি যিনি সীমাহীন। এটি পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরকে তাদের সমস্ত গভীরতা সহ একটি একক ঝিনুকের মধ্যে ধরে রাখার মতো অসম্ভব। আপনার বাহু সমস্ত আকাশের পথ পেরিয়ে যেতে পারে না এবং একটি তারকাকে ধরতে পারে না। একইভাবে, আপনার চিন্তাভাবনা ঈশ্বরের অতল সত্তাকে অনুধাবন করতে পারে না। ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানার আছে তা মানুষ জানতে পারে না। এখন এটাই এই পৃথিবীতে সত্য। এটা সত্য কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে নয় কিন্তু আসন্ন পৃথিবীতেও। এমনকি অনন্তকালেও যে কোনো প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব হবে– যারা স্বর্গদূত এবং সেইসাথে মুক্তিপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদেরও– কখনও সম্পূর্ণরূপে দেখা এবং সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সমস্ত গভীরতা, বিস্ময় এবং মহিমাকে উপলব্ধি করা যে ঈশ্বর তাঁর সত্তায় আছেন, যার অর্থ হল স্বর্গে অনন্তকাল ধরে, বিশ্বাসী ক্রমাগতভাবে ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে আরও বেশি করে শিখতে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করতে পারি। সৃষ্টি ঈশ্বরকে সেইভাবে জানতে পারে না যেমন ভাবে ঈশ্বর নিজেকে জানে, আর কোনো মানুষ ঐশ্বরিক স্বত্বাকে দেখতে পারে না। ১ তিমথি ৬:১৫-১৬ তে আমরা যা পড়ি তা মনে রাখুন। এটি ঈশ্বর কে, সেই সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলে, "কেননা ইতিপূর্বেও কেহ কেহ শয়তানের পশ্চাৎ বিপথগামিনী হইয়াছে। যদি কোন বিশ্বাসিনী মহিলার ঘরে বিধবাগণ থাকে, তিনি তাহাদের উপকার করুন; মণ্ডলী ভারগ্রস্ত না হউক, যেন প্রকৃত বিধবাগণের উপকার করিতে পারে।" ঈশ্বরের নিজের মধ্যে একটি সঙ্গবদ্ধ/নৈকট্য উপায়ে একটি সম্পূর্ণ মহিমা আছে। এটি তাঁর নিজের এবং নিজের থেকে এবং নিজের জন্যই রয়েছে, অন্য সমস্ত প্রাণীর থেকে ভিন্ন, যার কেবলমাত্র সর্বোত্তমভাবে আংশিক উৎপন্ন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের বোধগম্যতা তাঁর মহিমার অংশ। বাইবেল কীভাবে ঈশ্বরের গুণাবলী বর্ণনা করে তা চিন্তা করুন। তাঁর প্রেম "জ্ঞান অতিক্রম করে," ইফিষীয় ৩:১৯ আমাদের বলে, তাই তাঁর প্রেম আমাদের মনের চারপাশে আমরা যা কিছু পেতে পারে তার চেয়ে বড় এবং মহান। অথবা আমরা গীতসংহিতা ৯০:১১-এ পড়ি, "তোমার কোপের বল কে বুঝে?তোমার ভয়াবহতার অনুরূপ ক্রোধ কে বুঝে?", যেমন ফিলিপীয় ৪:৭ বলে। নিশ্চয়ই ঈশ্বর অন্বেষণের অতীত। আমরা তাঁকে সত্যিই জানি, কিন্তু আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি না। আপনি যদি সর্বাধিক খুঁজে পান, তবে আপনি এখনও সর্বত্তোম খুঁজে পাওয়া থেকে অনেক দূরে থাকবেন।

চতুর্থত, ঈশ্বর যেহেতু অবোধগম্য, তিনিও অতুলনীয়। তাই তিনি নিজের বাইরে অন্য কিছু এবং অন্য সবকিছুর বিপরীত। যাত্রা ১৫:১১ -তে আমরা পড়ি, "হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য? কে

তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী?"

ঈশ্বর আমাদের উপাসনায় গান গাওয়ার জন্য যে গীতসংহিতা দিয়েছেন তা এই বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, গীতসংহিতা ৮৯:৬, "কেননা আকাশে সদাপ্রভুর সহিত কে উপমা ধরিতে পারে? বীর-পুত্রদের মধ্যেই বা কে সদাপ্রভুর তুল্য?" ঈশ্বরের জ্ঞানের ফলে বিস্ময় ও প্রশংসার গভীর অনুভূতি হয়। তা অতুলনীয়। প্রভুর মত সত্যিই কেউ নেই। এই পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যা দেবতা কোনভাবেই তাঁর সাথে তুলনা করতে পারে না। গীতসংহিতা ৮৬:৮ বলে, "হে প্রভু, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমার কর্ম সকলের তুল্য কিছুই নাই।" এটি অবশ্যই সমস্ত মূর্তিপূজার মন্দতাকে জোর দেয়– জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের উপরে অন্য কিছু রাখা। তাই তাঁর অবোধগম্যতা তাঁর অতুলনীয় হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এটা তার মহিমা প্রকাশ করে.

পঞ্চমত, ঈশ্বর মানবজাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য নিজেকে নামিয়ে আনেন। তিনি যে মাধ্যমে এটি করেন তার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি, সংরক্ষণ, তবে বিশেষ করে তাঁর বাক্য, পবিত্র শাস্ত্র। তাই সৃষ্টিতে, আমরা গীতসংহিতা ১৯ এ পড়ি যে, "স্বর্গ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করে।" রোমীয় ১ এটিকে তুলে ধরে এবং বলে যে সৃষ্ট আদেশের মাধ্যমে, আমরা তাঁর শক্তি দেখতে পারি, আমরা তাঁর অস্তিত্ব দেখতে পারি, আমরা তাঁর কল্যাণের কিছু দেখতে পারি ইত্যাদি। তাই এখানে আমরা কিছু বিষয় দেখতে পায়। আমরা তাঁর সংরক্ষনে একই জিনিস দেখতে পাই– তাঁর শক্তি এবং সময়ের সাথে সাথে যা ঘটে তা প্রকাশ করা। কিন্তু আমরা বিশেষ করে পবিত্র শাস্ত্রে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে সম্পূর্ণভাবে এবং সবচেয়ে সুন্দরভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে শিখি। তিনি আমাদের নিজের সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। মানুষ, অবশ্যই, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত এবং যেমন, রোমীয় ২ আমাদের বলে, আমাদের ঈশ্বরের একটি সহজাত এবং অনিবার্য জ্ঞান আছে; অর্থাৎ, মানুষের চেতনার মধ্যে রোপিত ঈশ্বরের ঐশ্বরিক অস্তিত্বের অনুভূতি রয়েছে। এটি আমাদের বাইরে যা দেখি তার সাথে মিলে যায়, যাতে প্রভু রোমীয়ের পুস্তকে বলেন যে প্রত্যেক মানুষ "অজুহাত হীন"। তারা সকলেই জানে যে একজন ঈশ্বর আছেন যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তারা জবাবদিহি করছে। কিন্তু এই জ্ঞান পবিত্র আত্মার শক্তি ও পরিচর্যা ছাড়া অসংরক্ষিত। আমরা দেখি যে ১ করিন্থীয় ২:১৩ থেকে ১৬, "প্রাকৃতিক মানুষ" যা আধ্যাত্মিক তা বুঝতে পারে না। এটি শাস্ত্রের প্রাথমিকতার সম্পর্কের সাথে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বাইবেলে রয়েছে যে ঈশ্বর আমাদের এই সত্যটি দেখান যে তিনি একজন ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন, একজন ঈশ্বর যিনি তাঁর লোকেদের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। যা সৃষ্টিতে বা সংরক্ষণে দেখা যায় না। তাই বাইবেলের প্রকাশনে, আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের বিভিন্ন উপায়ে দেখিয়েছেন, তিনি কে। আমরা আমাদের প্রথম বক্তৃতায় এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করেছি;মোশি, দাউদ, যিরমিয় প্রভু এবং প্রেরিত পৌলের কাছে এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আর আপনি যখন বাইবেল পড়ছেন, আপনি বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য করবেন। একটি জিনিস যা আমরা এখানে তুলে ধরব এবং ভবিষ্যতের একটি বক্তৃতায় এতে ফিরে আসব, তা হল প্রভু এমন ভাষা ব্যবহার করবেন যা আমাদের নিজস্ব মানবতার কাছে/সঙ্গে মিল করে না বা নিচে নেমে আসে। তাই বাইবেল কথা বলে, উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরের চোখ সম্বন্ধে বা ঈশ্বরের কান সম্বন্ধে– ঈশ্বর কিছু শুনছেন; ঈশ্বরের বাহু–তাঁর শক্তি;ঈশ্বর আসছেন, ঈশ্বর যাচ্ছেন, ইত্যাদি। আমরা জানি যে ঈশ্বরের মানুষের মতো শরীর নেই। এই ভাষাকে আমরা সমন্বয়বিধান বলি। তিনি আমাদের মানবতাকে মেনে চলেছেন। অন্য কথায়, তিনি এমন উপায়ে কথা বলছেন যেন আমরা বুঝতে পারি। যে ভাষা মানবদেহের প্রতীক ও ছবি ব্যবহার করে তাকে নৃতাত্ত্বিক ভাষা (anthropomorphic language) বলে। তাই এটি মানুষের শরীরের ভাষা। এটা আমাদের বলছে না যে ঈশ্বরের আক্ষরিক অর্থে আমাদের মত চোখ বা মুখ আছে, অথবা আমাদের মাথার পাশের কানের মতো কান আছে, বরং প্রভু এটিকে ব্যবহার করছেন তিনি কে তা ব্যাখ্যা করার জন্য, যেভাবে আমরা বুঝতে পারি। জন ক্যালভিন এটিকে ঈশ্বর "আমাদের প্রতি স্মিত/লিপিং" বলে উল্লেখ করেছেন। এর মানে কী, আপনি একটি ছোট শিশুকে ধরে থাকা একজন পিতামাতার ছবি কল্পনা করুন। তিনি ছোট শিশুর সাথে ছোট বাক্যে এবং শব্দে এবং এমনভাবে কথা বলবেন যাতে শিশুটি বুঝতে পারে, যেহেতু শিশুর সীমিত শব্দভাণ্ডার রয়েছে। তাই ঈশ্বর আমাদের কাছে আসছেন এবং তিনি লিপিং করছেন। যখন তিনি বলেন যে তিনি তাঁর ডান বাহুর শক্তি

"প্রদর্শন" করবেন, এটি আমাদের আক্ষরিক অর্থে বলছে না যে ঈশ্বরের একটি বাহু আছে, তবে এটি একটি ছবি যা আমাদের দেখায় যে ঈশ্বর শক্তিশালী, প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত ক্ষমতা রাখেন, যেমন আমরা ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেখবো। যখন এটি বলে যে সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর দৃষ্টি যায় এবং এদিক সেদিক বিচরণ করে, এটি বলছে যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, ঈশ্বর সর্বত্র দেখতে পান, যে তিনি আমাদের অন্তরের ভিতরে এবং বাইরের সবকিছুই জানেন। তাই এই ভাষাটি ব্যবহার করা হয় যেন ঈশ্বর কে এবং তাঁর মহিমা এবং তাঁর গুণাবলী আমাদের জ্ঞাত করা যেতে পারে।

তাই সংক্ষেপে, আমরা এই মতবাদে ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এবং সীমা শিখি। আমরা ঈশ্বরকে সত্যই জানি, যেমন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু আমরা কখনই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি না। এমনকি স্বর্গের স্বর্গদুতেরাও তা করতে সক্ষম হবে না, কারণ তারাও আমাদের মতোই জীব এবং ঈশ্বর একজন অসীম এবং অবোধগম্য, অতুলনীয় সৃষ্টিকর্তা।

তৃতীয়ত, আমরা এটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে পারি। কিছু চরম বিষয় আছে যা আমরা সংক্ষেপে স্পর্শ করব যেগুলো মানুষ ভুল করে চলে যায়। একদিকে তারা আছে যারা বলে যে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি না। এখানে আপনি সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের পরিচিতি থাকার পথকে কেটে ফেলার ত্রুটি করছেন।এটি বাইবেলের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে। চিন্তা করুন.বাইবেল ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক প্রকাশন। ঈশ্বর কে এটি তাঁকে উন্মোচন করে। সৃষ্ট ক্রম উভয় ক্ষেত্রেই যেখানে আমরা তাঁর মহিমা দেখতে পাই, সেইসাথে তাঁর বাক্যে যেখানে আমরা তাঁর মহিমাকে আরও নির্ভুলভাবে দেখতে পাই– প্রাণীর সাথে কিছু যোগাযোগ করার এটিই হল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। আর তাই ঈশ্বর কে কিছুতেই না জানতে পারার এই আপত্তি সব কিছুর মাথায় ঘুরপাক খায়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ জানতে পারে এবং ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। বাগানে এটাই সত্য ছিল। সেখানে আদম দিনের শীতল সময়ে প্রভুর সাথে হাঁটছেন, তার সাথে যোগাযোগ করছেন। পতন এবং পাপের প্রবেশের পরে, প্রভু পাপের ফলে আগত শত্রুতা দূর করার জন্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ঈশ্বর যে মিলন ও সহভাগিতার প্রদান করেছিলেন তা পুনরুদ্ধার করার জন্য পরিত্রাণের একটি উপায় প্রদান করেন। সুতরাং এই আপত্তি সৃষ্টির সমগ্র উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করবে এবং এটি পরিত্রাণের মূল বিষয়কেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

অন্যদিকে, কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে আমরা ঈশ্বরকে পুরোপুরি জানতে পারি, আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি যেভাবে ঈশ্বর নিজেকে জানেন। এটিও একটি ত্রুটি। স্রষ্টা/সৃষ্টির পার্থক্য হিসাবে আমরা আগে যা বর্ণনা করেছি তার সাথে আঁকড়ে ধরার ব্যর্থতা। তিনি নিজেকে যেমন জানেন সেইভাবে ঈশ্বরকে জানতে হলে আপনাকে ঈশ্বর হতে হবে;আপনাকে অসীম হতে হবে; আপনার সীমাহীন জ্ঞান থাকতে হবে। সংজ্ঞা অনুসারে এটি অসম্ভব। আর তাই বলা যে আমরা ঈশ্বরকে পুরোপুরিভাবে জানতে পারি তা হল মানুষকে গ্রহণ করা এবং তাকে ঈশ্বর করা, মানুষকে স্বয়ং ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করা, যা মূর্তিপূজা। বাইবেল এর নিন্দা করে। নিজেকে ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত করার প্রতিটি প্রচেষ্টাই মানুষকে শয়তানের মতো করে তোলে। এটিই তো শয়তান করেছে, তাই না? সে তার চেয়েও উচ্চতর কিছু আঁকড়ে ধরেছিল, যা মন্দ। তাই এটি একটি মন্দ ধারণা যা প্রত্যাখ্যান করা উচিত, বাইবেল-বিশ্বাসী মানুষ, খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

তৃতীয়ত, এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "হ্যাঁ, আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি, কিন্তু এটা আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সব ধরণের জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ– আমরা কীভাবে বাস করি, আমরা কী করি, আমরা কীভাবে চিন্তা করি, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিকতা এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু ঈশ্বর কে তা নিয়ে চিন্তা করা এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের পুরো সাধনা, এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।" এটা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথার বিপরীত। যীশু যোহন ১৭:৩ -তে কী বলেছেন তা চিন্তা করুন। তিনি বলেন, "এবং এটিই অনন্ত জীবন, যাতে তারা তোমাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টকে, যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ জানতে পারে।" যীশু কী করছেন? তিনি আসলে ঈশ্বরের জ্ঞানকে একেবারে মূলে, একেবারে হৃদয়ে, সবকিছুর একেবারে কেন্দ্রে রেখেছেন। তিনি ঈশ্বরকে জানার পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেন। প্রকৃতপক্ষে, সুসমাচার হল সেই মাধ্যম যা ঈশ্বর আমাদেরকে তিনি (ঈশ্বর) কে তা জানার এবং উপভোগ করার শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য প্রদান

করেছেন। এখন এই পৃথিবীতে এটি সত্য। বিশ্বাসীর এখন অনন্ত জীবন আছে এবং এইভাবে ঈশ্বরের পরিত্রাণের জ্ঞানের আনিত হয়, সেখানে সে তাঁকে দেখতে, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে, তাঁকে উপাসনা করতে, তাঁকে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। অবশ্যই, স্বর্গ কীরূপ এটি হল তার মূল এবং কেন্দ্র। স্বর্গের আনন্দ হল ঈশ্বরের দর্শনপ্রাপ্তি এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির মধ্যে তাঁর মহিমা দেখতে পারা। এটি কি গুরুত্বপূর্ণ? হ্যাঁ, এটি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমাদের কাছে এটি অধ্যয়ন করার জন্য এই পুরো পাঠটি রয়েছে।

চতুর্থত, আমরা এখন ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এবং সীমা সম্পর্কিত এই শিক্ষতত্ত্ব থেকে নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। আমরা কয়েকটি জিনিস তুলে ধরব। প্রথমত ঈশ্বরের জ্ঞানের অধ্যয়ন অবশ্যই নম্রতার দিকে পরিচালিত করবে। ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের একজন অহংকারী ছাত্র একটি জ্ঞানের বিপরীত জীবন যাপন করছে। গর্ব, প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত জ্ঞানের অনুপস্থিতিকে প্রতিফলিত করে, সেই জ্ঞানের উচ্চ প্রাপ্তি নয়। কেন আমি এটি বলছি? কারণ আমরা যত বেশি বুঝতে পারি, ততই আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ঈশ্বর কে কতই অল্প উপলব্ধি করতে পেরেছি। আপনি ইয়োব ২৬:১৪-তে আবার এটি দেখতে পাচ্ছেন, যা বলে, "দেখ, এই সকল তাহার মার্গের প্রান্ত;তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র শুনা যায়; কিন্তু তাঁহার পরাক্রমের গর্জন কে বুঝিতে পারে?" ইয়োবের বইটিতে ঈশ্বরের মহিমা এবং আড়ম্বর সম্পর্কে অনেক রয়েছে– আপনি এটি প্রাথমিক অনুচ্ছেদে দেখতে পাবেন, কিন্তু বিশেষ করে সেই বইটির শেষের অংশগুলি যেখানে ঈশ্বর আসেন এবং ইয়োবের সাথে কথা বলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন ও দাবির মাধ্যমে তুলে ধরেন, যে তিনি কে। আপনি সেই সমস্তের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন যে, ইয়োব বলছেন, "শোন, আমরা কেবল তাঁর পথের কিছু অংশ দেখি। তাঁর সম্পর্কে কত কমই শোনা যায়।" অন্য কথায়, আমরা নম্র, ঈশ্বরের মহিমার সামনে আমরা নত হয়েছি। আর তাই, কার্যত বলতে গেলে, ঈশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অধ্যয়ন আমাদের নম্র করা উচিত। অবশ্যই এটি একটি দুর্দান্ত জিনিস, কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি নম্রদের আরও অনুগ্রহ দেন। তিনি গর্বিতদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু তিনি নম্রদের আরও অনুগ্রহ দেন।

দ্বিতীয়ত, আমরা স্বীকার করি যে আমরা যার বিরুদ্ধে পাপ করি তার দ্বারা পাপের মন্দ সংজ্ঞায়িত হয়। তাহলে এর প্রভাব কী? আমরা একটি অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করছি এবং তাই আমাদের পাপের মন্দ নির্ধারণ করা হয় যে আমরা কার বিরুদ্ধে পাপ করছি। যদি তিনি একজন অসীম ঈশ্বর হন, তাহলে এটা বোঝায় যে পাপের জন্য সীমাহীন, অনন্ত শাস্তির প্রয়োজন। আপনি নরকে এবং আগুনের হ্রদ সম্পর্কে ভাবুন– এটি এমন একটি শাস্তি যা অবিশ্বাসীদের দেওয়া হয়, যা কখনও থামবে না। এটি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে এবং চলতে থাকে। আপনি মনে করেন, "আচ্ছা, কেন সীমিত সংখ্যক পাপের ফলে সীমাহীন শাস্তি হয়?" উত্তর হল কার প্রতি আমরা পাপ করছি। আমরা অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করছি।

তৃতীয়ত, আমাদের অবশ্যই প্রভু এবং তাঁর সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটিকে সব কিছুর উপরে মূল্য দিতে হবে। দাউদ গীতসংহিতায় এটি প্রকাশ করেছেন। গীতসংহিতা ২৭:৪-এ আমরা তা গান করি, "সদাপ্রভুর কাছে আমি একটি বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব, যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি, সদাপ্রভুর সৌন্দর্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য।" অন্য কথায়, আপনি প্রভুকে জানবেন তা সর্ব প্রথম বিষয় করবেন আপনার অনুসরনের খাতিরে। আমরা একটা জিনিস চাই, একটা জিনিস খুঁজি– প্রভুর সৌন্দর্য দেখা। এটি ঈশ্বরের জ্ঞানের মূল্যায়ন করে যা তিনি আমাদের দেন।

চতুর্থত, আমাদের ঘন ঘন এবং আন্তরিক প্রার্থনার সাথে ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষার অধ্যয়ন করা উচিত। ঈশ্বরের বোধগম্যতার কারণে, আমাদের পবিত্র আত্মার সাহায্যের নিদারুণ প্রয়োজন। আমাদের মনকে আলোকিত করার জন্য এবং আমাদের অনুরাগকে আলোড়িত করার জন্য এবং আমাদের ভক্তিকে গভীর করতে এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার জন্য আমাদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে আমাদের পবিত্র আত্মার সাহায্যের প্রয়োজন। প্রার্থনা হল প্রভুর উপর নির্ভরতার একটি অভিব্যক্তি এবং তাই আমরা প্রার্থনা সহকারে অধ্যয়ন করি ঈশ্বর কে– নির্ভরশীলভাবে সাহায্য চাই, পবিত্র আত্মার পরিচর্যার।

সবশেষে, ঈশ্বরের অধ্যয়নকে কখনই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনে পরিণত হতে দেবেন না। এখন এটা সত্য যে এই শিক্ষাতত্ত্বগুলি যা আমরা এই পাঠে অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি তা আমাদের মনকে প্রসারিত করে।

এগুলির কঠোর মানসিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সর্বোপরি, আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করছি। কিন্তু এগুলি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেশাগ্রস্তও হতে পারে। অন্য কথায়, এই শিক্ষাতত্ত্বগুলি আমাদের মানসিক বিনোদনের জন্য, আশ্চর্যজনক, অদ্ভুদ বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ভুলভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এটি একটি খেলনার মতো ঈশ্বরের সাথে আচরণ করা হবে, যা তৃতীয় আদেশ লঙ্ঘন করবে, যার জন্য আমাদের নিরর্থকভাবে তাঁর নাম নেওয়া উচিত নয়। আমাদের অধ্যয়ন অবশ্যই সর্বদা বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, আনন্দদায়ি এবং শ্রদ্ধাশীল উপাসনার দিকে পরিচালিত করবে। আমাদেরকে প্রভুর উপস্থিতিতেই প্রভু সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, প্রভুকে বিমূর্তভাবে আলাদা করে নয়। এটি এমন নয় যে আমরা এখানে অধ্যয়ন করছি, তিনি কে এবং ঈশ্বর ঐখানে কোথাও আছেন। বরং আমরা তাঁর উপস্থিতিতে অধ্যয়ন করছি ঈশ্বর কে এবং যখন আমরা তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করছি, তিনি বিশ্বাসীর কাছে নিজের সম্পর্কে জ্ঞান উন্মুক্ত করছেন এবং আমাদের সেই উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, যা শ্রদ্ধেয় উপাসনার দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহারে, এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি, সীমা এবং উপায়গুলি অন্বেষণ করেছি। এখন এটি এরকম প্রশ্নের উত্তর দেয় যে, আমরা যা জানি তা কীভাবে জানবো? এবং সেই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কী? এবং এটি ঈশ্বর কে এই বিষয়ে আমাদের অধ্যয়নকে কীভাবে প্রভাবিত করে? পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বিবেচনার দিকে ফিরে যাব এবং পরবর্তী বেশ কয়েকটি বক্তৃতায়, আমরা বাইবেল জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের সত্তা এবং গুণাবলী সম্পর্কে কী প্রকাশ করে তা অধ্যয়ন করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৩

ঈশ্বরের নামগুলি

একটি নামের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব কী? বিভিন্ন কারণে পিতামাতারা তাদের শিশুর জন্য একটি নির্দিষ্ট নাম বেছে নিতে পারেন। তাদের হয়ত নামের শব্দটি পছন্দ হয়েছে, অথবা তাদের একই নামের পরিবারের সদস্য বা বন্ধু থাকতে পারে, অথবা তারা সেই নামের সাথে যুক্ত একটি ডাকনাম পছন্দ করতে পারেন, বা অন্যান্য অনেক কারণে তারা একটি নাম পছন্দ করে থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রে, সমসাময়িক সমাজের চেয়েও প্রায়শই যে কোন নামে বেশি তাৎপর্য ছিল। একেবারে শুরুতে, এদন উদ্যানে, ঈশ্বর আদমকে প্রতিটি প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। আমরা আদিপুস্তক ২:১৯-এ পড়ি, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন।" নামকরণ প্রভুত্ব প্রকাশ করেছে। আমরা আরও দেখি যে নামগুলি নামকরণ করা জিনিসটির চরিত্রকে বর্ণনা করে এবং এটিকে অন্য কিছু থেকে আলাদা করে। তাই আদম হয়তো বলেছিল, "আচ্ছা, এটা একটা মাছ আর ওইটি যেটি সেখানে আছে সেটি একটি গরু।" এটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমরা ঈশ্বরের লোকেদের নাম কীভাবে রাখি তা নিয়ে চিন্তা করার দিকে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রিত করি। আদিপুস্তক ৩২-এ, আমরা পড়ি ঈশ্বর যাকোবের নাম পরিবর্তন করেন, যার অর্থ "প্রতারক", সেখান থেকে ইস্রায়েল নাম রাখা হয়। আমাদের এটি বলা হয়েছে কারণ, তিনি একজন রাজপুত্র হিসাবে, তার ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সুযোগ ছিল। তাই নামের পরিবর্তনটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আপনি অন্যান্য উদাহরণের সাথে এটি তুলনা করতে পারেন। ঈশ্বর আব্রাম নাম পরিবর্তন করে আব্রাহাম এবং সারাই নাম পরিবর্তন করে সারা করেন এবং আরও অনেক কিছু করেছিলেন। আমরা অন্যান্য বহু উদাহরণ দেখতে পারি। কিন্তু এটি আরও বেশি গুরুত্ব পাবে কারণ আমরা ঈশ্বরের নিজের নাম বিবেচনা করার দিকে মনোযোগ দেব। আমরা শিখি যে তাঁর নাম ঈশ্বরের প্রকৃতি ও চরিত্র প্রকাশ করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের দ্বিতীয় মডিউল বা পাঠের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন তা অন্বেষণ করা। আগের বক্তৃতায়, আমরা প্রকৃতি, সীমা এবং উপায় বিবেচনা করেছি যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর কে জানতে পারি। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা, বাইবেল ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধে কী শিক্ষা দেয় তা শিখতে শুরু করব, এর ফলে ঈশ্বর কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন তা আমাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। এটি পরবর্তী বক্তৃতায় ঈশ্বরের সত্তা এবং গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের আরও বিবেচনার পথ প্রস্তুত করবে।

সর্বপ্রথম আমরা শুরু করব, স্বয়ং ঈশ্বর নিজের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যা প্রকাশন দিয়েছেন তা বিবেচনা করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করবো। যাত্রাপুস্তক ৬:২-৩-এ, আমরা পড়ি, "ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা [সদাপ্রভু]; আমি অব্রাহামকে, ইস্হাককে ও যাকোবকে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা [সদাপ্রভু] নাম লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না।" যিহোবা বা সদাপ্রভু, এই নামের প্রকাশ এখন একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করছে। যাত্রাপুস্তক ৩:১৪-এ জ্বলন্ত ঝোপে মোশির কাছে ঘোষণা করা হয়েছিল, "আমি যে আছি, সেই আছি...আমি আছি, আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি।" আপনি যাত্রাপুস্তক ৩:১-২২ এর প্রসঙ্গটি মনে রাখবেন। আমরা ১-৪ পদে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে শিখি;আমরা ৫ এবং ৬ পদে ঈশ্বরের চুক্তি সম্পর্কে শিখি;এবং ৭-৯ পদে তাঁর করুণা; তারপর ১০ থেকে ১২ পদে তিনি মোশিকে যে দায়িত্ব দেন;১৩ থেকে ১৫ পদে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং ১৬-২২ পদে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিখি। যিহোবা নামটি ঈশ্বরের আত্ম-অস্তিত্ব এবং তাঁর অপরিবর্তনীয়তা– তাঁর পরিবর্তনের অক্ষমতাকে নির্দেশ করে। আমরা এটি "হতে" ক্রিয়াপদ থেকে দেখতে পাই। ঈশ্বর বলেছেন, আমি আমাকে প্রেরণ করেছি: "আমি যে আছি, সেই আছি।" তাই যিহোবা এই নাম ঈশ্বরের স্ব-অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই নামটি এটাও প্রকাশ করে যে সদাপ্রভু হচ্ছেন চুক্তি রক্ষাকারী ঈশ্বর। তিনি নিশ্চিত করেন যে তিনি সার্বভৌম এবং তিনি সর্বদা তাঁর চুক্তির প্রতিশ্রুতি রাখেন। এটি চুক্তির ঈশ্বর হিসাবে তাঁর মহিমার একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ যা তিনি মোশিকে এবং আরও সাধারণভাবে ইস্রায়েলের লোকদের

কাছে করেন। এটি পুরাতন নিয়মের বাকি অংশে একটি প্রভাবশালী নাম হয়ে ওঠে, নাম যিহোবা, বা নাম সদাপ্রভু।

আপনি যখন নতুন নিয়মের দিকে ফিরে যান, আমরা আবিষ্কার করি যে যীশুকে যিহোবা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি বোঝার এক মাধ্যম হল, যে কীভাবে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র নতুন নিয়মে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখা। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যিশাইয় ৬-এ, যিশাইয় তাঁর সামনে স্বর্গে সদাপ্রভুর এই দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেছেন, তাঁর দর্শন মন্দিরটি পরিপূর্ণ করছে এবং ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরও অনেক কিছু ঘটছে, স্বর্গদূতেরা বলছেন "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু।" আর আপনি যখন নতুন নিয়মের দিকে ফিরে যান, এটি যোহন ১২ এর সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি যীশুর সাথে চিহ্নিত হয়েছে। যিশাইয় ৬-এ যাকে যিশাইয় দেখেছিলেন তিনি আসলে খ্রীষ্ট। এখন আমরা একই বিষয় অন্য অনেক উপায়ে করতে পারি। যোয়েল ২, গীতসংহিতা ১৬, এই অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে অনেকগুলি যা যিহোবা নামটিকে নির্দেশ করে তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য নতুন নিয়মে নেওয়া হয়, উদ্ধৃত করা হয় এবং প্রয়োগ করা হয়। তারপরে আপনি যোহন ৪ এর পুরোটা নিয়ে ভাবুন, এই অংশটি সত্যিই এই যিহোবা নাম কেন্দ্রিত কারণ এটি যীশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আপনি মনে রাখবেন ৮:৫৮ তে, আমরা পড়ি, যীশু তাদের বলেছিলেন, অর্থাৎ, ফরীশীদের এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছে যে, "যীশু তাদের বললেন, সত্যই, আমি তোমাদের বলছি, অব্রাহামের আগে আমিই আছি।" তারপর তারা তাঁকে মারার জন্য পাথর তুলে নিল। তারা স্বীকার করেছিল যে তিনি দাবি করছেন এবং নিজেকে আমি– যিহোবা-র সঙ্গে চিহ্নিত করছেন; আর তারা এটিকে ভুলভাবে পাপাচারণ হিসাবে বিবেচনা করেছিল। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমা দেখতে ব্যর্থ হয়। আপনি যখন বাইবেলের শেষের দিকে আসেন, প্রকাশিত বাক্য ১:৪ -এ, আমাদের এই নামের অর্থ যিহোবাও রয়েছে। যীশুকে বলা হয় "যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন।" সেই অধ্যায়ের ৪ নং পদে আমরা এর অর্থের বিস্তৃতি দেখতে পাই। এটি বলে, "আমিই আলফা এবং ওমেগা, শুরু এবং শেষ, প্রভু বলেন, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসবেন, তিনি সর্বশক্তিমান।" এই সব প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা। যিহোবা নামটি খ্রীষ্টের প্রতি প্রয়োগ করার এটি আরেকটি উদাহরণ। আপনি, সেইসাথে প্রকাশিতবাক্য ১৬:৫ এর পদটি বিবেচনা করতে পারেন। আমরা শিখতে এসেছি যে যদি না আমরা বিশ্বাস করি যে যীশু হলেন যিহোবা, আমরা আমাদের পাপে মারা যাব। কিন্তু এর বিপরীতে, আমরা যদি আমাদের মুখে স্বীকার করি এবং আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস করি যে যীশুই প্রভু– যে তিনি যিহোবা– তাহলে আমরা রক্ষা পাব। পৌল রোমীয় ১০:৯ এবং ১৩-তে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাই যখন ঈশ্বর বলেন, "এটি আমার নাম", তিনি তাঁর লোকেদের কাছে প্রকাশ করছেন তিনি কে।

উদাহারণসরূপে, ঈশ্বরের নামের তাৎপর্য তৃতীয় আজ্ঞাতে লক্ষ্য করুন। আমরা যাত্রাপুস্তক ২০:৭-এ পড়ি যে, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না।" ঈশ্বরের নাম এখানে তৃতীয় আদেশে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যে সমস্ত উপায় ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই তাঁর নাম তাঁর উপাধিগুলিকে বোঝায় এবং আমরা যা বিশেষভাবে তাঁর নাম হিসাবে ভাবতে পারি, তবে এটি তাঁর গুণাবলী, তাঁর বাক্য, তাঁর উপাসনা এবং তাঁর কাজ ইত্যাদিকেও বোঝায়। ঈশ্বরের নিজের প্রকাশনের সাথে যা কিছু সংযুক্ত তা সারমর্ম করা হয় তাঁর নামে। সেগুলি সমস্তই শ্রদ্ধার সাথে সম্মুখীন করা উচিত এবং কখনই নিরর্থক বা হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। প্রভুর প্রার্থনার প্রথম আবেদনেই নতুন নিয়মে এটি আরও নিশ্চিত করা হয়েছে। মথি ৬:৯ -এ, আমরা পড়ি, "তোমার নাম পবিত্র হোক।" The Westminster Shorter Catechism, প্রশ্ন ১০১ এই উত্তরটি প্রদান করে-এটি বলে, প্রথম যাচঞায় আমরা প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর আমাদের এবং অন্যদেরকে সে সমস্ত কিছুতে তাঁকে মহিমান্বিত করতে সক্ষম করুন, যা তিনি নিজের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন।

আর তাই আমরা দেখি যে ঈশ্বরের নাম আমাদের জন্য ঈশ্বর কে, তা প্রকাশ করে। এই বক্তৃতায়, আমরা শিখব যে ঈশ্বর একাই নিজের নাম রাখেন এবং আমাদের কাছে তা ঘোষণা করেন এবং এটি করতে গিয়ে, তিনি সৃষ্টির কাছে প্রকাশ করেন যে তিনি কে– আমাদের কাছে তাঁর আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের প্রকৃতিকে বোঝায়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের নামগুলি ঈশ্বরের প্রকৃতি, চরিত্র এবং গুণাবলী প্রকাশ করে। জন ওয়েন, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলিশ পিউরিটান লিখেছেন, "যা-ই হোক না কেন, ঈশ্বরের যে কোনো নামই নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনি সেটিই, যেন আমরা তাকে খুঁজে পাওয়ার আশা করতে পারি, কারণ তিনি নিজেকে ভুল প্রকাশ করে আমাদের প্রতারণা করবেন না অথবা নিজের এক মিথ্যা নাম প্রকাশ করবেন না।" তাই আপনি ঈশ্বরের নামের তাৎপর্য, তিনি কে তার আত্ম-প্রকাশ বা প্রকাশের তাৎপর্যের স্বয়ং শাস্ত্রের মধ্যেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, আসুন ঈশ্বরের নাম এবং জীবিত ও সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতত্ত্ব বিবরণ বিবেচনা করি। আমরা যিহোবা নামটি বিবেচনা করে শুরু করেছিলাম, আমি যে আছি সেই আছি, এছাড়াও সদাপ্রভু হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। আমাদের ইংরেজি বাইবেলে, এটি অনুবাদ করা হয়েছে বড় হাতের লর্ড

(LORD) দিয়ে।

তবে আসুন এখন ঈশ্বরের আরও কিছু নাম বিবেচনা করি। এই সমস্ত নামগুলি ত্রিত্ব ঈশ্বরের মহিমা, প্রকৃতি এবং গুণাবলী প্রকাশ করে – পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা – সমগ্র ঈশ্বরের জন্য প্রযোজ্য। আমরা তাঁর নামগুলির অর্থের সাথে সংযোগ করার চেষ্টা করব যা তারা তাঁর মহিমা সম্পর্কে আমাদের শেখায়। তাই যিহোবা নামের পাশাপাশি, আমাদের হিব্রুতেও নাম আছে, এল (El) , যা একবচনে আছে, বা ইলোহিম (Elohim), যেটি রয়েছে বহুবচনে এবং এটি সাধারণত শুধুমাত্র "ঈশ্বর" হিসাবে অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এটা ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য মহিমার ধারণা। আপনি এটি যিহিস্কেল ২৮:২-এ দেখতে পাবেন;আপনি হোশেয় ১১:৯, বা গণনাপুস্তক ২৩:১৯ এর মত জায়গায় দেখতে পাবেন। এই হিব্রু শব্দের বহুবচন ইলোহিম, ঈশ্বরের সবচেয়ে সাধারণ নামগুলির মধ্যে একটি। এখন, এটা আমাদের কী শিক্ষা দেয় বা ঈশ্বর কে তা আমাদের কাছে প্রকাশ করে? ঠিক আছে, আপনি লক্ষ্য করবেন, কারণ এটি আমাদের মাঝে মাঝে বহুবচন ইলোহিমে দেওয়া হয়েছে, এটি ঈশ্বরের মধ্যে বহুত্বের ইঙ্গিত দেয়। আমরা এটিকে আদিপুস্তক ১:২৬ -এ একেবারে শুরুতে দেখতে পাই এবং আপনি এটিকে বাইবেলের প্রথম দুটি পদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেন, আদিপুস্তক ১:১-২। এটি পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা অবশ্যই চূড়ান্তরূপে নতুন নিয়মে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বহুবচনে ঈশ্বরের কথা বলে। এখন আমরা আমাদের বক্তৃতাগুলির সিরিজে ঈশ্বর এবং তাঁর এক অন্ত:সারসম্পর্কে চিন্তা করবো–তাঁর এক সত্তা– তিন ব্যক্তি, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। আমরা এর কিছু তাৎপর্য দেখবো। কিন্তু ঈশ্বরের এল বা ইলোহিমের নাম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিকেও নির্দেশ করে। আর এটি শাস্ত্রের বাকি অংশে ঈশ্বরের মধ্যে ঈশ্বরের এই শক্তিকে প্রকাশের অনুমতি দেয়।

ঈশ্বরের আরও একটি দ্বিতীয় নাম হল অ্যাডনাই (Adonai), হিব্রু শব্দ অ্যাডোনাই, যার অর্থ "প্রভু" বা "মনিব" বা "শাসক"। পুরাতন নিয়মের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে– যিহোশূয় ৩:১১ আমরা এটিকে গীতসংহিতাতে দেখতে পাই-একটি উদাহরণ হবে গীতসংহিতা ৯৭:৫। আপনি এটিকে ভাববাদীদের মধ্যে দেখতে পাবেন– সখরিয় ৪:১৪ এবং ৬:৫। তাই এই তিনটি নাম, যিহোবা এবং ইলোহিম এবং অ্যাডনাই, ঈশ্বরের নামের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে মৌলিক।

কিন্তু তারপরে সেইসব নামের সংমিশ্রণ রয়েছে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিশ্রিত হয়ে এটি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর কে। সুতরাং উদাহারণস্বরূপ আমার সঙ্গে চিন্তা করুন, হিব্রু শব্দ এল বা ইলোহিমের সাথে যৌগিক বা সংযুক্ত কিছু নাম। তাদের মধ্যে একটি হল এল-শাদ্দাই (El-Shaddai), যার অনুবাদ করা হয়েছে "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর"। বিশেষ করে পিতৃপুরুষদের যুগে, আমরা এই নামটি প্রচুর দেখতে পাই– সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আদিপুস্তক ১৭:১ একটি উদাহরণ হবে। এটা আমাদের দেখায় যে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর, কিন্তু তিনি সরবরাহকারী ঈশ্বর।

ইলোহিমের সাথে যুক্ত আরেকটি নাম হল এল-এলিয়োন, (El-Elyon) যার অর্থ হল "সর্বোচ্চ ঈশ্বর।" এটি তাঁর অতীন্দ্রিয় (transcendent) উচ্চতার কথা বলছে, তাঁর সার্বভৌম শাসন, এই সত্য যে তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তার কথা বলে। আমরা আদিপুস্তক ১৪:৮, গীতসংহিতা ৭৮:৩৫, গীতসংহিতা ৯১:১ এবং আরও অনেক জায়গায় "সর্বোচ্চ ঈশ্বর"-কে দেখতে পাই। আরেকটি নাম এল-ওলাম (El-Olam) বা "চিরন্তন/শাশ্বত ঈশ্বর।" আপনি এটি গীতসংহিতা ৯০:২-এ দেখতে পাবেন। যদি আপনি এটি গ্রহণ করেন, এই নামটি "অনন্ত ঈশ্বর", এটি তাঁর চিরন্তন হওয়ার কথা বলছে। তিনি সময়ের বাইরে, আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এবিষয়ে আরও বিশদে শিখতে। তিনি একজন ঈশ্বর যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন, সময়কে অস্তিত্বে এনেছেন। আপনি পুরাতন নিয়মের নাম "চিরন্তন ঈশ্বর"-টি তুলনা করতে পারেন রোমীয় ১৬:২৫-২৬-এর মতো নতুন নিয়মের পদের সাথে।

আরেকটা নাম এল-রোই (El-Roi), "ঈশ্বর যিনি দেখেন"। আদিপুস্তক ১৬:৩-কে গীতসংহিতা ৩৩:১৮ বা এমনকি গীতসংহিতা ১৩৯-এর শুরুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং "যে ঈশ্বর দেখেন"–একজন ঈশ্বর যিনি সবকিছু জানেন, এমন একজন ঈশ্বর যিনি সমস্ত জ্ঞান রাখেন, যাঁর উপস্থিতি সর্বত্র যা গোপন এবং যা প্রকাশ্য সেই সব দেখার জন্য, যা আমাদের ভিতরে এবং যা আমাদের বাইরে সেইসব কিছু দেখেন। অন্ধকার ও আলো উভয়ই তাঁর কাছে সমান।

আরেকটি নাম হবে এল-গিব্বর (El-Gibbor) বা "শক্তিমান ঈশ্বর," "শক্তিশালী ঈশ্বর"– যিশাইয় ৯:৬, গীতসংহিতা ৪৫:৪। উদাহারণসরূপ, কিন্তু তারপরে আপনি লক্ষ্য করবেন, গীতসংহিতা ৮৯:২০-এ যে এটি মশীহের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাই এটি মশীহকে "শক্তিশালী ঈশ্বর" হিসাবে উল্লেখ করছে। যিশাইয় ১০:২১-এর কথাও চিন্তা করুন। মশীহ হলেন তিনি যিনি ঈশ্বর হিসাবে আসবেন এবং "শক্তিমান ঈশ্বর" হিসাবে ঈশ্বরের সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ করবেন।

তাই সেগুলি হল ঈশ্বর নামের কিছু উদাহরণ, অথবা হিব্রু, এল, ইলোহিম, অন্যান্য শব্দের সাথে একত্রিত হয়ে

আমাদের ঈশ্বরের নামের বৈচিত্র্য প্রদান করে। কিন্তু আমরা যিহোবা নামের সঙ্গে একই জিনিস করতে পারি– যে নামগুলো যিহোবা নামের সঙ্গে যুক্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভু বা বাহিনীগণের যিহোবা/ঈশ্বর এসব নাম আছে। এই নামটি ঈশ্বরের লোকেদের উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় যখন তারা শত্রুদের এবং পরাজয়ের সম্ভাবনার সাথে হুমকির সম্মুখীন হয়। এই নামটি প্রায়শই পুনরুদ্ধার নবীদের মধ্যে দেখা যায়, যে নবীদেরকে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে সময়ে তারা দেশ পুনরুদ্ধার করতে গেছিলেন। আর তাই এখানে স্বয়ং প্রভুর একটি সুন্দর ছবি রয়েছে। এটি ১ শমূয়েল ১:৩-এ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও আমি উল্লেখ করেছি যে, যিরমিয়, হগয়, সখরিয় এবং মালাখি -র মতো ভাববাদীদের মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এখন, বাহিনীগণের যিহোবা -এই শব্দটি "বাহিনী" উভয় স্বর্গীয় বাহিনীকে নির্দেশ করতে পারে – স্বর্গের সেনাবাহিনী এবং এটি মাঝে মাঝে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীকেও উল্লেখ করতে পারে, যেমন ১ শমূয়েল ১৭:৪৫। আর তাই যখন আমরা বাহিনীগণের যিহোবার কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের সেই দুটিকে একত্রিত করা উচিত। এটি তাদের উভয়কেই নির্দেশ করে - ঈশ্বর যিনি স্বর্গের সৈন্যবাহিনীর সাথে স্বর্গে আরোহণ করেন, সেখানে থাকা স্বর্গদূতরা, সেইসাথে ঈশ্বর যিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করেন। সর্বশক্তিমান যিহোবা ঈশ্বরের লোকেদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি তাদের সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট, যে তিনিই তাঁর লোকেদের রক্ষাকারী হিসাবে অজেয়।

আরেকটি নাম হবে যিহোবা-যিরে (Jehovah-Jireh), যার অর্থ "সদাপ্রভু প্রদান করবেন।" আপনি এটি আদিপুস্তক ২২:১৪ -এ দেখতে পান। আব্রাহাম মোরিয়া পর্বতে আছেন এবং তাকে সেখানে একটি বেদীতে ইসাহাককে অর্পণ করার জন্য বলা হয়েছিল এবং ঈশ্বর স্বর্গদূতকে থামাতে পাঠান এবং একটি মেষ সরবরাহ করেন। আমরা আমাদের এই নাম দিয়েছি যিহোবা-যিরে, "প্রভু প্রদান করবেন।" এটা দেখায় যে সরবরাহ প্রদানকারী ঈশ্বরও পরিত্রাণ প্রদান করেন। খ্রীষ্টের মুক্তি, অবশ্যই, সরবরাহের চূড়ান্ত কাজ, যেমন আপনি প্রেরিত ২:২৩-এ দেখতে পাচ্ছেন।

আরেকটি উদাহরণ হল যিহোবা-নিসি (Jehovah-Nissi), "সদাপ্রভু আমার পতাকা"– যাত্রাপুস্তক ১৭:৮-১৫। আবার, এটি কখনও কখনও মশীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যেমন যিশাইয় ১১:১০-এ, খ্রীষ্ট হলেন "প্রভু আমার পতাকা।"

অরেকটি নাম যিহোবা-রাফা (Jehovah-Rapha), "সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।" আপনি যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬-এ দেখতে পাবেন। খ্রীষ্ট, অবশ্যই, বিশেষভাবে এই নামটি পূরণ করতে আবার আসবেন। আপনি সুসমাচারগুলিতে এটি দেখতে পাবেন – মথি ১২:১৫ এবং ১৪:১৪ সম্পর্কে চিন্তা করুন।

আমাদেরও যিহোবা-শালোম (Jehovah-Shalom) নামও আছে, "সদাপ্রভু হলেন শান্তি, " "প্রভু আমাদের শান্তি।" পুরাতন নিয়মে এটি বিচারকর্তিগণ ৬:২৪ -এ দেখা যায় এবং আপনি এটির সাথে তুলনা করতে পারেন কিভাবে, নতুন নিয়মে তাঁর লোকেদের শান্তি আমাদের হৃদয়ে জোরদার করা হয়েছে, এগুলি ইফিষীয় ২:১৪ এর মতো স্থানে আমরা দেখতে পায়।

আরেকটি হল যিহোবা-রোহি (Jehovah-Rohi), "সদাপ্রভু আমার মেষপালক।" আমরা সবাই জানি এবং গীতসংহিতা ২৩ গাইতে ভালোবাসি– "সদাপ্রভু আমার পালক, আমি অভাব হইবে না" ইত্যাদি।

আমাদের আরও উদাহরণ রয়েছে: "প্রভু আমাদের ধার্মিকতা," যিহোবা-সিডকেনু, "প্রভু আমাদের ধার্মিকতা"– ঈশ্বরের লোকেদের ধার্মিকতা। আপনি এটি যিরমীয়তে পাবেন, উদাহরণস্বরূপ, যিরমীয় ২৩:৫-৬। কিন্তু আমরা নতুন নিয়মে আসি এবং আবার আমরা ১ করিন্থীয় ১:৩০ -এ খ্রীষ্টের উল্লেখ হিসাবে "আমাদের ধার্মিকতা সদাপ্রভু" খুঁজে পাই।

তাহলে আমাদের আছে যিহোবা, সদাপ্রভু যিনি আপনাকে পবিত্র/শুদ্ধ করেন। লেবিয় পুস্তকের সম্পূর্ণ বইটি পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্রতা সম্পর্কে রয়েছে। আপনি লেবীয় পুস্তক ২০:৭-৮-এ প্রভুর এই নাম দেখতে পাবেন সদাপ্রভু যিনি আপনাকে পবিত্র করেন। এটি, এই সমস্ত নামগুলির মতো, এগুলি সমগ্র ঐশ্বরিক সমষ্টিকে ইঙ্গিত করে; ঈশ্বর– পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে। আমি নতুন নিয়মের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি যেখানে এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, শাশ্বত পুত্র হিসাবে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আপনি এটি এখানেও দেখতে পাবেন।নতুন নিয়ম পবিত্রতাকে ত্রিত্ব সমষ্টির তিন ব্যক্তিকেই ইঙ্গিত করে।

তারপর আমাদের আছে যিহোবা-শাম্মা (Jehova-Shammah), "সদাপ্রভু আছেন"– যিহেস্কেল ৪৮:৩৫. আপনি যদি এটি নতুন নিয়মে দেখতে চান, তাহলে বাইবেলের শেষের দিকে দেখুন প্রকাশিত বাক্য ২১:২-৩। এটি চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করবেন। তিনি হলেন "সদাপ্রভু যিনি সেখানে আছেন।"

তাই এটি আপনাকে কিছু উদাহরণ দেয় যে কীভাবে যিহোবা নামটিকে অন্যান্য শব্দের সাথে যুক্ত করে বিভিন্ন নাম প্রদান করা হয় যা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর কে। এছাড়াও ইস্রায়েলের সাথে যুক্ত নাম রয়েছে। তাই এটি তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর জোর দেয়। আমরা বিচার. ৫:৩-এর মত স্থানে *ইস্রায়েলের ঈশ্বর*

যিহোবা সম্বন্ধে পড়ি; অথবা আমরা *ইস্রায়েলের পবিত্রজন* সম্বন্ধে পড়ি এবং এটি ভাববাদী যিশাইয় ২৯ বার দেখা যায়। যিশাইয় ৪৩:১৪ এবং যিশাইয় ৪৮:১৭-এ ইস্রায়েলের পবিত্রজন এই নামটি মশীহের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের কাছে ইস্রায়েলের পরাক্রমশালী এই নামও আছে। তাই ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে যারা নিপীড়িত তাদের পক্ষে স্বর্গীয় শক্তি এখানে দেখানো হয়েছে। আপনি এটি অদিপুস্তক ৪৯:২৪ এর প্রথম দিকে এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১১-এ দেখতে পান এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।

নতুন নিয়মের দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরায়– অবশ্যই, পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায়, নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা এবং ঈশ্বরের নাম নতুন নিয়মেও রয়েছে, যার মধ্যে কিছু পুরাতন নিয়ম সঙ্গে যুক্ত, কিছু নাম যা আমাদের পুরাতন নিয়মের উপর ভিত্তি করে গঠিত। তবে এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বর্ণনামূলক নাম রয়েছে যা আমি উল্লেখ করেছি। এখন আমাদের কাছে থ্যেওস শব্দটি রয়েছে, যা গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল "ঈশ্বর"। সুতরাং, এটি সেই নাম যা নতুন নিয়মে ঈশ্বরের তিনটি ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য– ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা– যদিও এটি মূলত পিতার জন্য ব্যবহৃত হয় যা সমগ্র ঐশ্বরিক সমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

তাহলে আপনার কাছে প্রভু শব্দ আছে। গ্রীক ভাষায় এটি কুইরীইয়োস বলে। এখানে এই নতুন নিয়মের শব্দ লর্ড (প্রভু)এবং পুরাতন নিয়মের নাম যিহোবার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে। আমি ইতিমধ্যে এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি, যেখানে পুরাতন নিয়মের অনুচ্ছেদগুলি যেগুলি যিহোবা শব্দটি ব্যবহার করে সেগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রসঙ্গে নতুন নিয়মেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু উদাহারণস্বরূপ, আপনি যিহোবার সাথে সংযোগ দেখতে পাবেন, ফিলিপীয় ২:৮-১১-তে।

এছাড়াও প্রভু শব্দের জন্য আরেকটি শব্দ আছে, গ্রীক শব্দ ডেস্পোটস, যা মালিকানা এবং কর্তৃত্বের ধারণাটিকে বহন করে। আপনি এটি সুসমাচার এবং প্রেরিতে এবং পত্রগুলিতে, এমনকি প্রকাশিত বাক্য ৬:১০ এও দেখতে পাবেন।

তাই এখানে এই বিভাগে, আমরা কিছু নাম বিবেচনা করেছি যা ঈশ্বর নিজেকে দিয়েছেন যেগুলি তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন এবং কীভাবে এই নামগুলি আমাদের জন্য একটি জানালা খুলে দেয় এবং তাঁর চরিত্রটি দেখতে আমাদের নামগুলি দেখতে সক্ষম করে যিনি ত্রিত্ব ঈশ্বর, তাঁর মহিমা, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর চরিত্র ইত্যাদি দেখতেও সাহায্য করে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ আমরা যখন ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে এবং বিশেষত ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলী, তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে চিন্তা করার মধ্যে রূপান্তরিত হচ্ছি, আমরা ইতিমধ্যেই শিখছি যেভাবে বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরের নামের এক অতি প্রভাবশালী বিষয়বস্তু দিয়ে শুরু করে ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

তৃতীয়ত, আমাদের এই বিষয়টিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই অধ্যায়ের অধীনে খুব সংক্ষিপ্তভাবে, কেউ কেউ অভিযোগ করবে যে ঈশ্বরের নাম শুধুমাত্র একটি পদবী, তাঁকে প্রকাশ করা বা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু প্রকাশ করার পরিবর্তে। তাই, উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার পোষা প্রাণীদের কিছু নাম দিতে পারেন। এটি কেবল একটি চিহ্নিতকরণ, এটিই দ্বারা আপনি সেই নির্দিষ্ট প্রাণীটিকে উল্লেখ করেন। কিন্তু এটি অগত্যা আপনাকে প্রাণীটি কী বা কারা তা জানায় না। কিন্তু আমরা এখানে দেখেছি যে ঈশ্বরের নামকে শুধুমাত্র একটি চিহ্নিতকরণ হিসাবে ভাবার এই ধারণাটি যার দ্বারা আমরা তাঁকে উল্লেখ করি বা তাঁকে চিহ্নিত করি তা দুঃখজনকভাবে বিপথগামী। ঈশ্বরের নামের মধ্যে অনেক সমৃদ্ধি এবং পূর্ণতা রয়েছে, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর নামগুলি দিচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর সত্তায় কে, তিনি তাঁর প্রকৃতি এবং তাঁর চরিত্রে কে আমাদের দেখানোর জন্য। তাই এটি আমাদের ঈশ্বরের ধ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাবিত করে। ঈশ্বরের চিন্তা তাঁর নাম দিয়ে শুরু হয় – যে নাম তিনি নিজের জন্য রেখেছেন এবং ঈশ্বরের নামগুলি ধ্যান করার মাধ্যমে, আমরা আসলে স্তরগুলিকে ফিরিয়ে আনছি, যেমনটি ছিল, আর ঈশ্বর কে তা আমাদের বোধগম্যতার গভীরে এবং আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছে? জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর কে? আমরা তাঁর সম্পর্কে কী জানতে পারি এবং কীভাবে এটি আমাদের প্রভাবিত করে? এটা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য কী করে? কীভাবে এটি আমাদেরকে তাঁর উপাসনা করতে এবং তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা রাখতে এবং আরও কিছু করতে পরিচালিত করে?

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের নাম প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, ঐতিহাসিকভাবে, অনেক বিধর্মী গোষ্ঠী রয়েছে যারা যীশুকে ঈশ্বর বলে অস্বীকার করেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন স্তরের অধীনে আমাদের নিজস্ব দিনে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের আছে, উদাহরণস্বরূপ, যিহোবা উইটন্যাস। যিহোবা উইটন্যাস একটি (cult) ভ্রান্তধর্ম- এটি একটি মিথ্যা ধর্ম। তারা এমন কিছু জিনিস বিশ্বাস করে যা দুঃখজনকভাবে মিথ্যা এবং ক্ষতিকর ত্রুটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ একটি সত্য যা তারা অস্বীকার করে যে যীশু ঈশ্বর। তাই ইতিমধ্যে, আমরা ত্রিত্ব শিক্ষাতত্ত্বে আসার আগে আমরা অন্বেষণ করব এবং আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করার আগে, আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের অধ্যয়নের প্রথম দিকে দেখতে পাচ্ছি যে যীশুই ঈশ্বর। কেন? কারণ ঈশ্বরের নাম তাঁকে দেওয়া হয়েছে। নতুন

নিয়মের প্রথম অধ্যায়ে, মথি ১-এ, আমাদের বলা হয়েছে যে যোষেফ এবং মরিয়মের, মরিয়মের গর্ভে থাকা সন্তানের নাম যীশু দেবেন। আমাদের বলা হয়েছে কেন এটি করতে হবে -আমাদের বলা হয়েছে যে তাঁর নাম যীশু কারণ ঈশ্বর আসবেন "তাঁর লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে বাঁচাতে"। যীশু নামটি পুরাতন নিয়মের নাম যিহোশূয়ের সমতুল্য, যার অর্থ "যিহোবা রক্ষা করেন।" তাই খ্রীষ্টের, যীশুর নামের অর্থ হল "যিহোবা রক্ষা করেন", আমিই যে আছি সেই আছি, অতীন্দ্রিয় চুক্তি পালনকারী ঈশ্বর হলেন একজন যিনি তাঁর লোকেদের রক্ষা করতে আসেন। আর তাই নতুন নিয়মের প্রথম অধ্যায় থেকে খ্রীষ্টকে স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরে, আপনি মথি ১ থেকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, আপনি, সমগ্র সুসমাচার জুড়ে দেখবেন, যে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সাথে চিহ্নিত করার জন্য দাবি করছেন যে তিনি এবং তাঁর পিতা এক। আমরা যোহন অধ্যায় ৪ থেকে দেখেছি, তিনি নিজেকে আমিই বলে দাবি করেন, যা ইহুদিরা অবিলম্বে চিনতে পেরেছিল, যে যীশু নিজের জন্য ঐশ্বরিকতা দাবি করেছেন। তারপরে আপনি পত্রগুলিতে আসুন, সেখানে পৌল এবং অন্যরা, প্রেরিত যোহন, এই সমস্ত কিছু উন্মুক্ত করছেন। যোহন ১ -এ, সুসমাচারগুলিতে: "আদিতে ঈশ্বর ছিল, "– সেটি খ্রীষ্ট–" এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিল।" তিনি উভয়ই ঈশ্বর এবং তবুও তিনি, তাঁর ব্যক্তিত্বে, ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি-পিতা থেকে ভিন্ন। তাই এখানে প্রথম থেকেই, আমরা আমাদের শিকড় শাস্ত্রের মাটিতে গেঁথে দিচ্ছি এবং স্বীকার করছি যে ঐশ্বরিক মহিমা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অন্তর্গত।

সবশেষে, আমরা এখন এই শিক্ষাতত্ত্ব থেকে নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ নিতে পারি। প্রথমত, অদ্ভুদ বিস্ময় যে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের উপর তাঁর নাম দিয়েছেন। তাই আমরা এই মহৎ সত্য, এই মতবাদ দিয়ে শুরু করি যে ঈশ্বরের নামগুলি প্রকাশ করে যে তিনি কে এবং আমরা এর উপর বিস্ময় বোধ করি। কিন্তু তারপরে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর আসলে এই উচ্চ, উচ্চ, মহিমান্বিত নামগুলি গ্রহণ করেন যা তিনি নিজেকে দেন এবং তিনি সেগুলিকে তাঁর লোকেদের উপর স্থাপন করেন। যিশাইয় ৪৩:৭ -এ, আমরা পড়ি, " যে কেহ আমার নামে আখ্যাত, যাহাকে আমি আমার গৌরবার্থে সৃষ্টি করিয়াছি [সেই ব্যক্তিকে আনিয়া দেও], আমি তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছি, আমি তাহাকে গঠন করিয়াছি" অথবা আপনি যিরমিয় ১৫:১৬ মনে রাখবেন, "তোমার বাক্য সকল পাওয়া গেল, আর আমি সেগুলি ভক্ষণ করিলাম, তোমার বাক্য সকল আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল;কেননা হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত।" নতুন নিয়মের দিকে ফিরে, আমরা মথির ২৮:১৯ পদে পড়ি, "অতএব তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দাও ... আর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিষ্ম দাও।" এখানে একবচনে ঈশ্বরের নামটি আছে, যা বহুবচনে বর্ণিত হয়েছে– পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা– ঈশ্বরের লোকেদের উপর স্থাপন করা হচ্ছে। তারা পিতা এবং পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিষ্ম নিয়েছে। আরও প্রেরিত ১১:২৬ -এ, আমাদের বলা হয়েছে যে শিষ্যদের প্রথমে আন্তিয়খিয়াতে খ্রীষ্টান বলা হয়েছিল। তাদের নাম হল খ্রীষ্টান। তারা খ্রীষ্টের নাম বহন করছে। প্রকাশিত বাক্য ২;১৭ -এ, "যে জয়ী হয় তাকে আমি গুপ্ত মান্না খেতে দেব এবং তাকে একটি শ্বেত প্রস্তর দেব এবং সেই পাথরে একটি নতুন নাম লেখা হবে, যেটি কেউ জানে না এবং সেটি প্রস্তর গ্রহণকারীকে বাঁচাতে।" আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, সেই নামটি কি? এই নতুন নাম কি ঈশ্বর তার প্রতিটি মানুষের দিতে যাচ্ছেন? আমাদেরকে পরে বলা হয়েছে, প্রকাশিত বাক্য ৩:১২ -তে, "তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম লিখিব।" বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের নাম দেওয়া হয়। ঈশ্বরের নাম তার উপর স্থাপন করা হয়. এটি একটি অদ্ভুদ ও বিস্ময়কর বিষয়।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বোঝায়। তাই দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৫-এ বলে, "কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে তোমাদের সমস্ত বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বেষণ করিবে, ও সেই স্থানে উপস্থিত হইবে।" আপনি দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:২-এ অনুরূপ কিছু দেখতে পান। ১ রাজাবলী ৮:১৭ -এ শলোমনের দিনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যাক, "আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দাযূদের মনোরথ ছিল।" আর তাই ঈশ্বরের নামই তাঁর উপস্থিতি বোঝায়। এটি আমাদের জন্য সহায়ক, কারণ হিতোপদেশ ১৮:১০-এ, এটি বলে, "প্রভুর নাম"– যিহোবার নাম– "একটি দৃঢ় দুর্গ; ধার্ম্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়।" আর তাই যখন আমরা সার্বজনীন আরাধনায় আসি, তখন কী হচ্ছে? আমরা সেই জায়গায় আসছি যেখানে ঈশ্বর তাঁর নাম রেখেছেন। এমনকি সুসমাচারের ঘোষণার মধ্যেও, আমরা খ্রীষ্ট এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা প্রচার করছি; লোকেদের আহ্বান করা হচ্ছে, পাপীদের নিরাপত্তার জন্য একটি শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে ঈশ্বরের নামে দিকে দৌড়াতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের কখনই ঈশ্বরের নাম অযথা গ্রহণ করা উচিত নয়, যেমনটি আমরা তৃতীয় আদেশে দেখি। আমাদের উচিত এমনভাবে ঈশ্বরের কথা বলা যা শ্রদ্ধাশীল। এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রযোজ্য, মনে রাখবেন, শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপাধি নয়, তাঁর গুণাবলীর জন্যও প্রযোজ্য। আমরা পবিত্রতার কথা বলি। আমাদের কখনই

পবিত্রতাকে নিরর্থক কিছুর জন্য দায়ী করা উচিত নয়। অথবা যখন আমরা ঈশ্বরের কাজের কথা চিন্তা করি-এমনকি নরক শব্দটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, বা অভিশাপটি শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। কখনও কখনও আমরা অন্যদের কথা শুনি এবং তারা ঈশ্বরের গুণাবলী, ঈশ্বরের নামগুলি এমনভাবে ব্যবহার করে যা নিন্দাজনক৷ আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে যেন মাঝে মাঝে আমরা তাদের কিছু কথা বলে আসলে তাদের সতর্ক করি। প্রভু বলেন, "যে তাঁর নাম অনর্থক গ্রহণ করে, তিনি তাকে নির্দোষ রাখবেন না।" পরিবর্তে, ঈশ্বরের নাম পবিত্র রাখার জন্য, তাঁর নাম পবিত্র রাখার জন্য আমাদের প্রার্থনা ও পরিশ্রম করতে হবে। "তোমার নাম পবিত্র হোক।"

চতুর্থত, বিশ্বাসী ঈশ্বরের নাম বহন করে। তাই আমাদের সমগ্র জীবন অবশ্যই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবে। সুসমাচারের পবিত্রতার সাধনা আমাদের পবিত্র ঈশ্বরের সেবাকে আকার দেয়। খ্রীষ্ট হলেন জগতের আলো এবং তাঁর লোকেদেরকে অন্ধকার জগতে আলোকিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আমাদের আলো একটি উদ্ভূত আলো যা খ্রীষ্টের আলোকে প্রতিফলিত করে, ঠিক যেমন সূর্য চাঁদের জন্য আলো দেয়। চাঁদ আলো ছড়ায় না;আমরা এটির দিকে তাকাই এবং এটি জ্বলজ্বল করছে– এটি সূর্যের আলো যা এতে জ্বলছে। তাই খ্রীষ্টের আলো তাঁর লোকেদের উপর জ্বলজ্বল করে এবং আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের প্রতিফলিত করে। আমরা তাঁর নাম বহন করছি এবং তাই আমরা তাঁর স্বার্থ এবং তাঁর মহিমা পরিবেশন করতে চাই।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের নামগুলি অন্বেষণ করেছি। আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর নামগুলি তাঁর উপাধি, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কাজ, তাঁর উপাসনা, তাঁর বাক্যের সাথে সম্পর্কিত। এই সব আমাদের প্রত্যাশা কে স্থাপিত করে যা আমরা প্রভু সম্পর্কে শিখতে আশা করি। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে এই অধ্যয়নের দিকে ঘুরিয়ে দেব যে ঈশ্বর জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন এবং তিনি আমাদের শেখান এমন কিছু গুণাবলী উন্মুক্ত করতে শুরু করবো।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৪

ঐশ্বরিয় সত্তা

তুষারপাত হয়ে কখনও কখনও এক অদ্ভুদ রূপ ধারন করে (স্নোফ্লেক্স) সেগুলি অতি সুন্দর হয়। প্রতিটি পৃথক তুষারকণা প্রায় ২০০টি বরফের স্ফটিক দিয়ে গঠিত হয়। আমরা অনেকেই স্কুলে শিখেছি এরমক দুটি স্নোফ্লেক্স নেই যা একে অপরের সাথে এক– প্রতিটি অনন্য। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না যে আপনি যখন সারা বিশ্বের সমস্ত তুষার বিবেচনা করেন, তখন প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন বিলিয়ন তুষারপাত হয়, যখন পুরো বছরের গড় ধরা হয়। সেইটার বিষয়ে ভাবুন। তার মানে আপনি প্রতি দশ মিনিটে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য একটি তুষারমানব তৈরি করতে পারেন। এখন, আমরা এটি সম্পর্কে চিন্তা করি এবং আমরা বলি, "বাহ, এটি আশ্চর্যজনক" এবং সত্যিই এটি তাই। কিন্তু আমরা ইয়োব ৩৮-এ যা পড়ি তা শুনুন। ঈশ্বর সেই অধ্যায়ে ইয়োবের সাথে কথা বলছেন এবং ৪ পদে তিনি বলেছেন, "যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি, তখন তুমি কোথায় ছিলে? যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল।" ঈশ্বর ইয়োবকে প্রশ্ন করছেন, "আমি যখন সবকিছু শুরু করছিলাম এবং পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে?" কিন্তু পরে সেই একই অধ্যায়ে তিনি বলেন, ২২ পদে "তুমি কি হিমানী-ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিলে? নাকি তুমি করকা-ভাণ্ডার দেখেছ?" যদিও তুষার বিশাল, তবুও তা পরিমাপযোগ্য। হ্যাঁ, এটা অনেক, কিন্তু এটা সীমিত। আর ঠিক যেমন ঈশ্বর এই জগতের জিনিসগুলি থেকে স্রষ্টার দিকে ইয়োবের দৃষ্টিকে নির্দেশ করেন, স্বয়ং প্রভু, যখন আমাদের দৃষ্টি প্রভুর দিকে ফিরে যায়, তখন আমরা তাঁর সত্তায় সীমাহীন একজনের উপর চিন্তা করতে পরিচালিত হয়। আমরা আরও শিখি যে, স্নোফ্লেক্সের বিপরীতে, ঈশ্বর এক। তিনি বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত নন, যেমনটি আমরা এক মুহূর্ত আগে উল্লেখ করেছি, একটি তুষারকণার মতো, যা ২০০টি বরফের স্ফটিক নিয়ে গঠিত।

মানবজাতিকে এই ঈশ্বরকে জানার, ভালবাসার, উপাসনা করার এবং গৌরব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন মানুষের বিদ্রোহ ও পাপ অবশ্যই তাদেরকে সেই পথ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুসমাচারের মাধ্যমে, ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে উপাসক-উপাসকদের মধ্যে পুনঃসৃষ্টি করেন যারা ত্রিত্ব ঈশ্বরকে দেখে এবং পূজা করে এবং সেবা করে। তিনি পাপীদের প্রতিমার সেবা করা থেকে উদ্ধার করেন, তাদের বিকৃত কল্পনার প্রতিমা এবং তাদেরকে জীবিত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করার জন্য নিয়ে আসেন, যেন সত্য খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীর হৃদয়ের আর্তনাদ হয়, "প্রভু, আমাকে তোমার মহিমা দেখাও।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউল বা পাঠে বক্তৃতাগুলির সিরিজ ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা, যার অর্থ হল, ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্পর্কে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন। আগের বক্তৃতায়, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর তাঁর নামের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। বর্তমান বক্তৃতায় আমরা ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে বাইবেল আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা শিখতে শুরু করি। এটি পরবর্তী বক্তৃতায় ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের আরও বিবেচনার পথ প্রস্তুত করবে।

আর তাই আমরা বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব যেন ঈশ্বরের নিজের প্রকাশন সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনার বিষয়টি উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ -এ, আমরা পড়ি, "হে ইস্রায়েল শুন;আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু।" "শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর এক সদাপ্রভু।" ইহুদিরা এই পদটিকে "সেমা অনুচ্ছেদ" বলে ডাকে এবং সেমা শব্দটি এই পদের প্রথম হিব্রু শব্দ, যে শব্দটি আমরা এই পদে "শুন" অনুবাদ করা হয়েছে। তাই তারা পদের প্রথম শব্দের নামানুসারে "সেমা" নামকরণ করেছে। এই পদ, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪, তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় স্বীকারোক্তির অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রার্থনা এবং কণ্ঠস্থ করার জন্য ব্যবহৃত হত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বের সত্য প্রতিষ্ঠা করে যা সমস্ত খ্রীষ্টান দাবি করে: সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বর এক সদাপ্রভু।

অবিশ্বাসী জগৎ, প্রাচীন এবং আধুনিক উভয়ই, অনেক মিথ্যা দেবতাকে অনুসরণ করে। আমরা জানি যে মিশরে এমনটি হয়েছিল, ব্যাবিলনে, পরবর্তীকালে গ্রীকদের মধ্যে এবং সেইসাথে নতুন নিয়মের যুগে রোমানদের মধ্যেও– তাদের বিভিন্ন ধরণের দেবতাদের একটি প্যান্থিয়ন (সর্ব দেবতার মন্দির) ছিল, দেবতাদের একটি সম্পূর্ণ বাহিনী ছিল যা

তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পূজা করতো। আধুনিক দিনে, আমরা অবিশ্বাসী বিশ্বকে একই জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখি। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ধর্মে, তাদের ৩৩০ মিলিয়ন দেবতা রয়েছে যার তারা পূজা করে। তারপরে ইসলামের মতো অন্যান্য ধর্ম রয়েছে যেগুলির একমাত্র ঈশ্বর আছে যিনি মিথ্যা, সত্য ঈশ্বর নয়। কিন্তু ঈশ্বর বাইবেলে প্রকাশ করেন যে তিনি এবং তিনিই একমাত্র জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর। বাকি সবাই জীবিত নয়, তারা মৃত এবং তারা সত্য নয়, তারা মিথ্যা। এটি আকর্ষণীয় যে নতুন নিয়মে, যীশু দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ থেকে এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন। মার্ক ১২:২৮-২৯ -এ, আমরা এই কথাগুলি পড়ি "আর অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টী প্রথম?যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটী এই, "হে ইস্রায়েল, শুন;আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু।" তাই এখানে যীশু নিশ্চিত করছেন যে এক ঈশ্বর, এক এবং একমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা। পৌল অনেক অনুচ্ছেদে একই সত্য নিশ্চিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ৮:৬ পদে আমরা পড়ি, "তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে, ও আমরা যাঁহারই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা আছি।" এখন এটি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাই না, যা পিতা এবং পুত্রের সম্পর্ক এই সত্যের সাথে মিশ্রিত যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন - একমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা বর্তমান। ঠিক আছে, সেই সম্পর্কের কথা চিন্তা করার সময়, যোহন ১০:৩০-এ স্বয়ং যীশুর কথাগুলো সংক্ষেপে বিবেচনা করুন। তিনি বলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক।" এখন মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য থামুন এবং এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। তিনি বলেন, "*আমি এবং* আমার পিতা"– দুইজন আছে। আর আপনি লক্ষ্য করবেন, তিনি বলেছেন, "আমি এবং আমার পিতা (এক)" এই ক্রিয়াটি (are) বহুবচনে রয়েছে। আর তাই তিনি বলছেন, "দুইজন" (two are) – ঐশ্বরিক সমষ্টির প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। তারপর শেষ শব্দটি লক্ষ্য করুন শেষ শব্দটি ইংরেজিতে "are" কী? "একজন।" আমি এবং আমার পিতা "এক"। তাই যীশু বলছেন, "দুইজন এক" (two are one)। তাহলে প্রশ্ন হল, এক কী? এই এক কী? সেখানে ক্রিয়াপদ হল–"আমি এবং আমার পিতা এক"– ক্রিয়া হল "হয়" এবং এটি আমাদের জানাতে সাহায্য করে, যে তিনি এই সত্য সম্পর্কে কথা বলছেন যে তাঁরা এক সত্তা, এক প্রকৃতি এবং এক অন্ত:সারভাগ করেন। যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন যে তিনি এবং পিতা এক ঐশ্বরিক সত্তা। আসলে, আগের দুটি পদে লক্ষ্য করুন। ২৮ এবং ২৯ পদ খ্রীষ্ট বলেছেন কেউ তাঁর লোকদের তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। এখন, তিনি তাঁর মানব প্রকৃতিতে তাঁর শারীরিক হাতের কথা বলছেন না-এটি তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির রূপক। কেউ তাঁর লোকদের তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু তারপর তিনি এটাও বলেন যে কেউ তাঁর পিতার হাত থেকে তাঁর লোকদের কেড়ে নিতে পারে না। আমরা জানি, অবশ্যই, পিতার শরীর নেই, তাই তাঁর শারীরিক হাত নেই। আবার, এটি একটি ছবি– হাতটি ঐশ্বরিক শক্তির ছবি। তাই তাদের, অর্থাৎ পিতা এবং খ্রীষ্টের এক এবং একই ক্ষমতা রয়েছে। এখন, আপনি ৩০ পদে লক্ষ্য করুন, আমি যেটি উল্লেখ করেছি তার পরের পদটি, তিনি লক্ষ্য করছেন যে তারা – পিতা এবং পুত্র – এক এবং একই ঐশ্বরিক সারাংশের। "আমি এবং আমার পিতা এক।" তাই ৩১ পদে, ইহুদিরা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারার চেষ্টা করেছিল। কেন? তারা তাঁর অর্থ বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪, যে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছেন, পিতার সাথে এক সত্তা বলে দাবী করছেন। এখন, আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এই সমস্তটির অর্থ কী, আমরা কীভাবে এটি বুঝতে পারি তার কিছু বিবরণ বিবেচনা করব। কিন্তু আমরা প্রথমত, শাস্ত্র থেকে লক্ষ করছি যে, একজন ঈশ্বর আছেন; এক প্রভু আছেন; একটি ঐশ্বরিক সত্তা আছে এবং আমরা একসাথে যা বিবেচনা করব তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ হবে। কারণ, এই বক্তৃতায় আমরা শিখি যে এক এবং একমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে। এই শিক্ষাতত্ত্বের সত্য অন্বেষণে, আমরা ভূমিকার মাধ্যমে দেখতে পাই যে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করেন যে তিনি সরল এবং অসীম এবং এক আত্মা, আমাদের দেখান তিনি কে, আমাদের কাছে তাঁর স্ব-প্রকাশ করেন। তাই আমরা শাস্ত্রের একটি অংশ দেখেছি।

দ্বিতীয়ত, আসুন ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কিত কিছু মতবাদিক বিবরণ বিবেচনা করি। এখানে, আমরা এই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় তার সারমর্মে আরও বেশি কিছু পাব। আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ বিবেচনা করে শুরু করেছি, যে "আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর এক সদাপ্রভু।" আমরা শিখেছি যে একটি একক ঐশ্বরিক সত্তা আছে। এখন লক্ষ্য করুন ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ১-এ কীভাবে এটি সংক্ষিপ্তসার করা হয়েছে। আমি এই বক্তৃতায় শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয় তুলে করতে যাচ্ছি যা এখানে বলা হয়েছে। আমরা পরবর্তী লেকচারে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করব। কিন্তু ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ১, এটি বলে: "একমাত্র জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর আছেন, যিনি অসীম এবং সিদ্ধ, সবচেয়ে বিশুদ্ধ আত্মা, অদৃশ্য, শরীর বা আবেগ বা অংশ বিহীন, অপরিবর্তনীয়, অপরিমেয়, শাশ্বত, অবোধগম্য, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে স্বাধীন, সবচেয়ে পরম," ইত্যাদি। আমরা বিশেষ করে এই কয়েকটি বিশদ বিবরণ দেখতে যাচ্ছি - এই সত্য যে ঈশ্বর অসীম, এই সত্য যে তিনি

অংশবিহীন এবং এইসত্য যে তিনি একটি বিশুদ্ধ আত্মা। তবে আসুন এই দ্বিতীয় বিভাগের অধীনে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করি।

প্রথমত, "একমাত্র জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর আছেন।" তার মানে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস একেশ্বরবাদী (monotheistic)। "মনো" মানে এক, "থিষ্টীক" মানে ঈশ্বর; তাই খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এটি বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর এক। এই ঐশ্বরিক সত্যটি বাইবেলের খ্রীষ্ট বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। আমরা এই মডিউলে পরবর্তী বক্তৃতায় ত্রিত্ব ঈশ্বরের মতবাদ বিবেচনা করব। কিন্তু আমরা জানি যে বাইবেল শিক্ষা দেয় যে এই এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি রয়েছে। তিন ঈশ্বর নেই। শুধুমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি তিন ব্যক্তি– পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মায় অবস্থান করছেন। এই তিনটি এক এবং একই একবচন সত্তা, প্রত্যেকটিরই সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক সারমর্ম রয়েছে এবং তবুও অন্ত:সার অবিভক্ত। তাই মহিমা, শক্তি এবং ইচ্ছায় তিনটিই সমান। আমরা পরে এটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব, কিন্তু আপাতত, আমাদের দেখতে হবে যে একজন ঈশ্বর, এক ঐশ্বরিক সত্তা। আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করি, যিনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের একতা মানে শুধুমাত্র এটিই নয় যে ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, অন্য কেউ নন, বরং এর অর্থ এও যে ঈশ্বর নিজের মধ্যে এক, তিনি নিজে একই। যে তিনি তাঁর সত্তা এবং কার্যাবলীতে অবিভাজ্য। আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ থেকে সেই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেন, আপনি দুটি শব্দ লক্ষ্য করবেন। এটি বলে যে তিনি "অংশবিহীন"। এখন এটাকেই ঈশতত্ত্ববিদরা ঈশ্বরের "সরলতা" বা "ঐশ্বরিক সরলতা" বলে থাকেন। আমাদের এটি সংজ্ঞায়িত করতে হবে, কারণ "সরলতা" এর অর্থ বুদ্ধিহীন বা জটিল নয় বা উন্নত নয়, যেমন আমরা কখনও কখনও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করি। ঈশতাত্ত্বিক শব্দ "সরলতা" বা "ঐশ্বরিক সরলতা" এর অর্থ হল ঈশ্বর কোন যৌগ বা কোন কিছুর মিশ্রণ নন। তিনি অংশবিহীন, সদস্যহীন বা পৃথক গুণবিহীন। তিনি ন্যূনতম সংমিশ্রণ বা বিভাজিত হতে অক্ষম। ঈশ্বর শুদ্ধ ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে যা আছে তা তাঁরই সত্তা। তাই ঈশ্বর তাঁর পূর্ণতার বা সিদ্ধতার সঙ্গে অভিন্ন এবং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, কোন মিশ্রণ ছাড়াই। ঈশ্বরের বাহিরে যা কিছু আছে অর্থাৎ সৃষ্টির সবকিছুই কোন অংশের সংমিশ্রণ। আপনি একটি গাছের কথা ভাবুন। এটি শাখা এবং ডালপালা এবং পাতা এবং শিকড় নিয়ে গঠিত এবং এটির বাইরের দিকে একটি ছাল রয়েছে - এটি অংশগুলির সমন্বয়ে গঠিত। আপনি গাছের কোষ বিশিষ্ট কাঠামোর সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন। এটা নক্ষত্র, আমাদের সূর্য, অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে সত্য। এটা মানুষের ক্ষেত্রে সত্য। আমাদের দেহ এবং আত্মা উভয়ই আছে। আমরা একটি দেহ এবং একটি আত্মা নিয়ে গঠিত। দেহের শরীরের বিভিন্ন অংশ রয়েছে– চোখ, কান ইত্যাদি। আত্মার বিভিন্ন ক্ষমতা আছে– আমাদের মন, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের বিবেক ইত্যাদি। অতএব, সৃষ্টির সবকিছুই অংশ নিয়ে গঠিত এবং তাই পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পরিপূর্ণতা অর্জন করতে বা হারাতে পারে। গাছ তার পাতা ঝরাতে পারে, আমরা চুল হারাতে পারি, আমরা আমাদের জ্ঞান বাড়াতে পারি এবং আমরা হয়তো কিছু ভুলে যেতেও পারি এবং আমাদের জ্ঞান হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা নয়। আপনি একটি সৃষ্টি কে এক স্রষ্টা থেকে পার্থক্য করতে পারেন। তাই আমরা জানি প্রজাপতি কী, কিন্তু সেই প্রজাপতির অস্তিত্ব থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে– একটি ফুল বা পাথর বা অন্য কিছুর সাথে একই জিনিস। এমনকি আমরা এমন জিনিসগুলি সম্পর্কেও ভাবতে পারি যা বিদ্যমান নেই। আমরা জানি, সম্ভবত, লেপ্রেচন কী, কিন্তু কোন লেপ্রেচন নেই। এটি কখনও অস্তিত্বে ছিল না।কিন্তু ঈশ্বর অংশ নিয়ে গঠিত নন এবং সেইজন্য ঈশ্বর পরিবর্তন বা ওঠানামার বিষয় নয়। ঈশ্বরের সত্তা এবং তাঁর অস্তিত্ব আলাদা নয়। একজন ব্যক্তি মানুষ হওয়ায় তার সারমর্ম হল এক জিনিস– কিন্তু তার অস্তিত্ব আসতে পারে এবং যেতে পারে। কিন্তু এটা প্রভুর জন্য সত্য নয়। তার সারমর্ম এবং তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। তিনি অগত্যা বিদ্যমান। আমি বুঝতে পারি যে এর মধ্যে কিছু বিষয় স্তম্ভিত করে এবং মনকে নাড়া দেয়। আমাদের পক্ষে এই জিনিসগুলি উপলব্ধি করা কঠিন। আমরা, সর্বোপরি, প্রাণী এবং আমরা যা কিছু-আমাদের চারপাশে দেখি এবং জানি তা কিছু না কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। তাই এটি আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে।এটা আমাদের প্রসারিত করবে।এই বিষয়গুলির মধ্যে কিছু যা আমরা আজ বক্তৃতায় আলোচনা করছি এবং সত্যিই, পরবর্তী কয়েকটা বক্তৃতা আমাদের মনকে প্রসারিত করতে চলেছে। কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের মনকে বশীভূত করতে হবে এবং আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের মন যা বুঝতে পারে ঈশ্বর তার চেয়ে অনেক বড়। তাই ঈশ্বর কে তা নিয়ে চিন্তা করলে একটু কষ্ট হয়, এটা আমাদের আশ্চর্য করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের সরলতা বোঝা, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই আমরা এই বক্তৃতায় ঈশ্বরের সরলতাকে আলোচনা করছি। আমরা এই সত্য সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ;আমরা তাঁর শক্তি, তাঁর পবিত্রতা, তাঁর মঙ্গলময়তা, তাঁর করুণা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি। এগুলো সবই ঈশ্বরের গুণ। কিন্তু আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের গুণাবলীকে তাঁর অংশ হিসাবে বা কেকের টুকরো হিসাবে না ভাবি। একটি কেক সম্পর্কে চিন্তা করুন। এটি উনুন থেকে বেরিয়ে আসে এবং তারপরে আমরা একটি ছুরি নিই এবং আমরা এটিকে

কেটে ফেলি, আমরা এটিকে ভাগ করি এবং তারপরে আমরা এই ব্যক্তিকে এক টুকরো এবং সেই ব্যক্তিকে এক টুকরো দিই। আমাদের ঈশ্বরের গুণাবলীকে সেভাবে ভাবা উচিত নয়, যেন ঈশ্বর একটি সম্পূর্ণ কেক এবং তাঁর একটি গুণ তাঁর একটি অংশ (যেমন কেকের এক টুকরো) এবং আরেকটি গুণ। তাঁর পবিত্রতা এক জিনিস, তাঁর শক্তি অন্য জিনিস। কিছু লোক এই ভুল করে এবং তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে আমরা যখন বলি যে সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বর এক সদাপ্রভু, তখন তার মধ্যে ঐশ্বরিক সরলতা রয়েছে।

এখন কেউ কেউ একটি গুণাবলীকে অন্য গুণাবলীর উপর উন্নীত করে। তাই তারা বলবে, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণতার চেয়েও বেশি প্রেমময় এবং তারা এরকম অন্য ভুল করে। আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের উত্তমতা আছে এমন নয়, বা কেবল যা ভাল তাই করেন, কিন্তু ঈশ্বরই হলেন উত্তমতা। ঈশ্বর তাঁর সত্তায় মঙ্গলময়। ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কী উভয়ই অভিন্ন। ঈশ্বর এক– এক অবিভাজ্য, এক, অসংলগ্ন সত্তা। আমরা অবশ্যই গুণাবলীর অধিকারী, তবে সেগুলি আমাদের থেকে আলাদা। তাই আমাদের জ্ঞান থাকতে পারে, আমাদের প্রজ্ঞা নাও থাকতে পারে, আমরা প্রজ্ঞায় বেড়ে উঠতে পারি। আমাদের এমন কিছু অংশ থাকতে পারে যেখানে আমরা কিছু বিষয়ে জ্ঞানী এবং অন্যগুলিতে বোকা হতে পারি। আমাদের শরীরের সাথে একই জিনিস; আমাদের চুলের রঙ আছে এবং এটি স্বর্ণকেশী হতে পারে এবং এটি গাঢ় থেকে বাদামী হয়ে যায় এবং তার পরে পরে ধূসর হয়ে যায় এবং আরও অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে তা আমাদের নিজেদের থেকে আলাদা। আমাদের বুদ্ধি পরিবর্তিত হতে পারে, আমাদের চুলের রঙ পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু আমরা একই থাকি। আমরা তখনও একই ব্যক্তি। আমাদের কাছে মূলত সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নেই। তাই যখন আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করছেন, ঈশ্বর এক জিনিস এবং তাঁর গুণাবলী অন্য জিনিস নয়, যেমন আমাদের সাথে হয়; আমরা কোনো না কোনোভাবে তাঁর সত্তার সাথে সংযুক্ত। না, ঈশ্বরই হলেন তাঁর নিজের গুণাবলী। আপনার মনে দৃঢ়ভাবে এটি রোপণ করা আপনার জন্য ভাল। ঈশ্বর স্বয়ং হলে নিজের গুণাবলী– তাঁর গুণাবলীর সাথে অভিন্ন, তাঁর সারাংশের একতার কারণে। তিনি একক সিদ্ধ।

তদুপরি, আমরা বুঝতে পারি যে আমরা একটি অসীম, অবিভক্ত অন্তঃসার জানতে পারি না– আমরা কী পারবো? তাই ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য নতজানু হন এবং এমনভাবে কাজ করেন যা আমাদের সৃষ্টিগত ক্ষমতার জন্য উপযুক্ত। আপনি বিশুদ্ধ আলোর কথা ভাবুন। আপনি ত্রিপার্শ্ব কাচের মাধ্যমে আলো জ্বালাতে পারেন এবং আপনি যখন তা করেন, তখন সেই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি প্রতিসরণ হয় এবং এটি অন্য দিকে বেরিয়ে আসে যা আমরা রঙের রংধনু হিসাবে দেখি। ঈশ্বর তাঁর অসীম সত্তাকে আমাদের সসীম মনের কাছে প্রকাশ করেন, বিভিন্ন সৃষ্ট কোণ থেকে নিজেকে দেখিয়েছেন, যাকে আমরা যথাযথভাবে তাঁর গুণ বলে থাকি। ঈশ্বর কে সেই সম্পর্কে সত্যকে আমরা শিখি। তিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ, ভাল এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু আমাদের এই ভাবার ভুল করা উচিত নয় যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঈশ্বরের অংশ যা একে অপরের থেকে বিপরীত হতে পারে। ঈশ্বর সরল। যেমন, তাঁর সত্তা তাঁর শক্তি এবং তাঁর শক্তি হল প্রজ্ঞা, উত্তমতা ও পবিত্রতা ইত্যাদি।

এর পরে, এই মডিউলে আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবেচনা করার আগে ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করব। কিন্তু ঈশ্বরের সরলতা ইতিমধ্যেই আমাদের দেখায় যে আমরা ত্রি-ঈশ্বরবাদে (tri-theism) বিশ্বাস করি না। মনে রাখবেন আগে আমরা শিখেছি যে খ্রীষ্ট বিশ্বাস একেশ্বরবাদী– এক ঈশ্বর। আমরা ত্রি-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করি না, যে ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতা তিন ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত– তবে এটি তিনটি অংশ হবে। এমন নয় যে তিন ব্যক্তি একটি বৃহত্তর শ্রেণীর উদাহরণ যাকে আমরা ঈশ্বর বলি। না, এটি স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা হবে। তাই আমি একজন মানুষ এবং তার মানে আমি একজন মানবীয় সত্তা। আপনিও তাই। আপনিও একজন মানুষ। এটি হল দুটি মন এবং দুটি ইচ্ছা সহ দুটি প্রাণী। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে একটি মাত্র সত্তা আছে। এক ঈশ্বর অবিভাজ্য। ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রতিটি ব্যক্তি একই অবিভক্ত অন্ত:সার ভাগ করে। ত্রিত্বের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরের অন্ত:সারে সরলতা আছে। আমরা পরে দেখবো তিনি তাঁর ব্যক্তিতে– ত্রিত্ব।

পঞ্চমত, আমরা দ্বিতীয় বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি যে ঈশ্বর তাঁর সত্তায় অসীম; অর্থাৎ ঈশ্বর সসীম নন, সীমাবদ্ধ নন। তিনি সীমা বা বদ্ধতা, পরিমাপ, মাত্রা ইত্যাদির উর্দ্ধে। এটি এই সত্যটিকে আরও শক্তিশালী করে যে ঈশ্বরের সত্তা এক সত্তা, কারণ সংজ্ঞায়িত ভাবে আপনার দুটি অসীম সত্তা থাকতে পারে না। তারা উভয়ই সীমাহীন হবে না কারণ তারা অন্য সত্তা না হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি বুঝতে পারি যে এটি একটি মুখের কথা, কিন্তু আপনি বক্তব্যটি বুঝতে পারেন।

আমরা আরও দেখি যে ঈশ্বরের অসীম হওয়ার অর্থ হল তিনি তাঁর সমস্ত গুণাবলীতে অসীম। তাই তাঁর রয়েছে অসীম ক্ষমতা; এই কারণেই তাঁকে সর্ব ক্ষমতাশালী– যাকে আমরা সর্বশক্তিমান বলি। কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞানে অসীম, তিনি তাঁর বুদ্ধিতে অসীম, তিনি তাঁর পবিত্রতা এবং উত্তমতায় অসীম ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণাবলীর ক্ষেত্রে এটি সত্য,

কারণ তিনি উভয়ই সরল এবং অসীম। ঈশ্বরের সমস্ত পরিপূর্ণতা তাদের পরিমাপে বন্ধনহীন এবং সীমাহীন। এটি সৃষ্ট সবকিছুর সাথে বৈপরীত্য, এমনকি বাতাসের মতো জিনিসের সঙ্গেও বৈপরীত্যে। আপনি মনে করেন, "বায়ু সর্বত্রই আছে" কিন্তু বায়ু কেবল এক ধরনের জিনিস, তাই না? এটা অসীম নয়। আপনি বলতে পারেন একটি পর্বত বিশাল, তবে এটি সত্তায় একটি পর্বত, এক জায়গায়, এক আকারের এবং আরও অনেক কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রভুর ক্ষেত্রে তা নয়, তিনি পরিমাপে বন্ধনহীন এবং সীমাহীন। গীতসংহিতা ১৪৫:৩ -এ, আমরা গান করি, "প্রভু মহান এবং প্রশংসনীয় এবং তাঁর মহত্ত্ব অন্বেষণের অতীত। লক্ষ্য করুন, এটি "অন্বেষণের অতীত"। আমরা যারা সীমাবদ্ধ– সেই সসীমদের পক্ষে, যিনি অসীম-সেই ঈশ্বর যিনি বন্ধন এবং সীমা হীন তাঁকে জানা কি সম্ভব? আমরা কখনই তাঁকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না, যদিও তিনি আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তাতে আমরা তাকে সত্যই জানি।

এই দ্বিতীয় বিভাগের অধীনে ষষ্ঠ পয়েন্ট হল যে ঈশ্বর একটি আত্মা। যীশু যোহন ৪:২৪-এ বলেছেন, "ঈশ্বর হলেন একজন আত্মা এবং যারা তাঁর উপাসনা করে তাদের অবশ্যই আত্মায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করতে হবে।" ঐশ্বরিক সত্তা হল আত্মা। এটি কেবল তৃতীয় ব্যক্তিকে বোঝায় না, যাকে আমরা পবিত্র আত্মা বলি, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক সত্তাকে বোঝায়। ঈশ্বরের শরীর নেই আমাদের মতো, মানুষদের মতো। আপনি ঈশ্বরের সরলতা থেকে এটি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন– তাঁর কোনো অংশ নেই। কিন্তু এটা সত্য যে ঈশ্বর তাঁর প্রকাশনে আমাদের প্রতি সম্মতি দেন এবং তিনি আমাদের কাছে পরিচিত চিত্র ব্যবহার করেন। সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ, তিনি আমাদের সৃজনশীলতাকে সৃজনশীল উপায়ে বা সৃজনশীল ভাষায় বর্ণনা করার মাধ্যমে সামঞ্জস্য করেন, যাকে ঈশতাত্ত্বিকরা "নৃতাত্ত্বিক" ভাষা বলে। সুতরাং এটি সর্বত্র থাকা "প্রভুর দৃষ্টির" সম্পর্কে কথা বলবে। ঈশ্বরের চোখ নেই, ঈশ্বর আত্মা; কিন্তু এটি এমন একটি ছবি যা আমাদের কাছে পরিচিত যা আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর সবকিছু জানেন, তিনি সবকিছু দেখেন, তিনি সর্বত্র উপস্থিত;প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর লোকদের রক্ষা করেন এবং তাদের ভালবাসেন। যখন এটি বলা হয় যে ঈশ্বর "আসছেন" এবং "যাচ্ছেন"।তখন ঈশ্বরকে এক জায়গায় সীমাবদ্ধ করে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায় এমন নয়– একেবারেই নয়;কিন্তু এটা আমাদের কাছে তাঁর উপস্থিতির প্রকাশের কথা বলছে। তিনি হয়তো আশীর্বাদে নিজেকে প্রকাশ করেন;এমনকি বিচারেও তিনি তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেন এবং এটি আসা এবং যাওয়ার মাধ্যমে একটি সৃজনশীল উপায়ে বর্ণিত হয়েছে। এটি আমাদের জন্য ধারণাটি বুঝতে সহজ করে তোলে। কিন্তু আমরা এতটাও মূর্খ নই যে, এই নিষ্কর্ষে উপনীত হয় যে ঈশ্বরের একটা শরীর আছে। না, ঈশ্বর একটি আত্মা।

আর তাই ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষেত্রে, আমরা বিশেষভাবে তিনটি বিষয় তুলে ধরেছি: ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সরলতা, ঈশ্বর অসীম এবং এই সত্য যে ঈশ্বর তাঁর সত্তার একটি আত্মা। এটি আমাদের ঈশ্বরের সত্তার কিছু মতবাদিক প্রকাশের একটি সমীক্ষা দেয়।

কিন্তু তারপর তৃতীয় এবং সংক্ষেপে, আমাদের এই পুরো বিষয়টিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রথম জিনিস আপনি অবিলম্বে যার বিরুদ্ধচরন করবেন, অবশ্যই করবেন, মূর্তিপূজা হুমকি। আপনি দশ আজ্ঞা জানেন, আপনি জানেন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় আদেশ মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করে। প্রথম আদেশ আমাদেরকে বলে যে আমরা কাকে উপাসনা করব–এক জীবিত ও সত্য ঈশ্বর কে। দ্বিতীয় আদেশটি আমাদের বলে যে আমরা কীভাবে তাঁর উপাসনা করবো– শুধুমাত্র সেইভাবে যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং প্রথম আদেশটি উপাসনার বস্তুর সাথে, দ্বিতীয়টি উপাসনার পদ্ধতির সাথে। আমরা অন্য কাউকে উপাসনা দেব না এবং আমাদের সত্য ঈশ্বরের উপাসনা আত্মায় এবং সত্যে হতে হবে। তাই মূর্তিপূজার এই হুমকি আছে। বাকি বিশ্ব-পৌত্তলিক জগৎ– বলে, "না, অনেক দেবতা আছে।" পৌল প্রেরিত ১৭-তে এর সম্মুখীন হয়েছিলেন; যখন তিনি এথেন্সে ছিলেন। ১৬ পদে আমাদের বলা হয়েছে, "পৌল যখন এথেন্সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন নগরটি প্রতিমায় পরিপূর্ণ দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।" তারপর পদ ২২ এবং ২৩, তিনি সম্বোধন করে এগিয়ে যান। আমরা পড়ি, পৌল তখন আরেয়পাগের সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এথেন্সের জনগণ! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সর্বতোভাবে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। কারণ আমি যখন চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তোমাদের আরাধনা করার বস্তু সতর্কভাবে দেখছিলাম। তখন আমি এমন একটি বেদি দেখতে পেলাম, যার উপরে লেখা আছে: এক অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে। এখন, তোমরা যাকে অজ্ঞাতরূপে আরাধনা করো, তাঁরই কথা আমি তোমাদের কাছে বলতে চাই।" এখানে কী হচ্ছে? প্রেরিত পৌল আসছেন এবং তিনি প্রতিমাপুজোর মূর্খতা প্রকাশ করছেন এবং মিথ্যা দেবতা থাকাতে– দেবতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করছেন। তিনি বলেন, "এটি কুসংস্কার" তিনি বরং এসেছেন সত্য ঈশ্বরকে ঘোষণা করতে, তাদের এই সত্যের মুক্তির বিস্ময় দেখাতে যে ঈশ্বর যিনি আছেন, তিনিই ঈশ্বর যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রতিমা দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করার প্রলোভনের মোকাবিলা করতে হবে। আপনি যদি প্রেরিত ১৭-এ থাকেন তবে আপনি পৌলকেও এটিকে সম্বোধন করতে দেখতে পাবেন। ২৫ এবং ২৯ পদ এটা বলে,

"তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মানুষের হাতে তাঁর সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি স্বয়ং সমস্ত মানুষকে জীবন ও শ্বাস এবং সবকিছুই দান করেন।" ২৯ পদে তিনি বলেছেন, "অতএব, আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন আমাদের এরকম চিন্তা করা উচিত নয় যে ঈশ্বর মানুষের কলাকুশলতা ও কল্পনাপ্রসূত সোনা, রুপো বা পাথরের তৈরি করা কোনো প্রতিমূর্তি।" তাই এমন কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে আমরা প্রতিমা ব্যবহার করে এমনকি বাইবেলের সত্য ঈশ্বরেরও উপাসনা করতে পারি। এখন, দ্বিতীয় আদেশ এটি নিষেধ করে। আমাদের বলা হয়েছে, "আপনি আপনার কাছে কোন খোদাই করা মূর্তি তৈরি করবেন না"। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি আমাদের বোধগম্যতায় ফিরিয়ে আনতে হবে যে ঈশ্বর কে, ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক সরলতায় এবং সত্যটি হল যে তিনি অসীম, সত্যটি হল যে তিনি একজন আত্মা। এটা পাপার্থক– এটা পাপ– ঈশ্বরের মূর্তি ব্যবহার করা, ঈশ্বরের তিনজন ব্যক্তির মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা-র কারোর ছবি ব্যবহার করাই পাপ।বাইবেল এই জিনিস নিষিদ্ধ করে। আমরা ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির কোনও প্রতিমা বা চিত্র বা ছবি তৈরি বা ব্যবহার করবো না।

তৃতীয়ত, খুব সংক্ষেপে আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে ত্রি-ঈশবাদকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের গবেষণায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুত থাকতে হবে। সুতরাং যারা বাইবেল পড়ে এবং আবিষ্কার করে যে পিতা হলেন ঈশ্বর, পুত্র হলেন ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর, আর তারা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, তাই, তিনটি ঈশ্বর রয়েছেন। কিন্তু আমরা আমাদের অধ্যয়নে ইতিমধ্যেই শিখছি (আমরা এটি আরও সম্পূর্ণভাবে পরে দেখবো) যে এটি মিথ্যা, কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন। "আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর এক সদাপ্রভু," এবং তাই, আমরা এই ধারণাটি সহ্য করতে পারি না যে তিনটি ঈশ্বর আছে। এটি মিথ্যা মতবাদ হবে, এবং এটি সমস্ত ধরণের ব্যবহারিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে যা আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় বিবেচনা করব।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ চিত্রিত করতে পারি। প্রথম প্রয়োগটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং তা হল, আমাদের উপাসনার মাধ্যমে এই মতবাদের প্রতি সাড়া দিতে হবে। সমস্ত গৌরব, সম্মান এবং প্রশংসা এক জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত। আমরা প্রভুর সামনে আমাদের মুখের উপর উঠে এবং আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর উপাসনা করে, মণ্ডলীতে তাঁর লোকেদের সাথে একত্রিত হয়ে এবং আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে উপাসনা করে এই শিক্ষাটি প্রয়োগ করতে হবে। অগাস্টিন, প্রাথমিক মণ্ডলীর পিতা, লিখেছেন, "ধার্মিকতার প্রকৃত সূচনা হল ঈশ্বরকে যতটা সম্ভব উচ্চ মনে করা।" ঈশ্বরের আধিপত্য দেখে, আমরা বিশ্বাস এবং ভয় এবং ভালবাসা এবং স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি আনন্দিত প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ পড়ে কী বলছে তা দেখুন– যে পদটি দিয়ে আমরা শুরু করেছি। আপনি যদি ৪ এবং ৫ পদগুলি দেখেন তবে এটি বলে, "হে ইস্রায়েল, শোন: আমাদের প্রভু ঈশ্বর এক প্রভু; এবং তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে, তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে।" এটির মানে কী? এর অর্থ হল এই শিক্ষাটি আমাদেরকে আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে, আমরা যা সে সমস্ত কিছুর সঙ্গে প্রভুকে ভালবাসার দিকে পরিচালিত করে। আমাদের তাঁকে উপাসনা করতে হবে এবং তাঁকে ভালবাসতে হবে, তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর আদেশ পালন করতে হবে, তাঁর সেবা করতে হবে।

আরেকটি ব্যবহারিক অর্থ পাপের গুরুতরতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ পাপ এক অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। কার বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে তার মধ্যে পাপের গুরুতরতা, অপরাধের মাত্রা দেখা যায়। তিনি হলেন ঈশ্বর, যিনি তাঁর সত্তায় সরল, অসীম এবং আত্মার বিশুদ্ধ। এই কারণেই পাপের মূল্য অনন্ত মৃত্যু, চিরন্তন নরক। নরক হল চিরস্থায়ী। আপনি চিন্তা করেন, কেন একজন ব্যক্তির জীবনে সীমিত সংখ্যক পাপের জন্য নরকে চিরস্থায়ী শাস্তির প্রয়োজন হয়? কারণটি কেবল নিজের পাপের কারণে নয়, তবে পাপগুলি কার বিরুদ্ধে। আমরা একটি অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করছি এবং এর জন্য একটি অসীম শাস্তির প্রয়োজন।

একইভাবে, উল্টোদিকে, এটি কীভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আমাদের বোঝার উপর প্রভাব ফেলে? খ্রীষ্টকে অবশ্যই সত্য ঈশ্বর এবং সত্য মানুষ হতে হবে - তাঁকে উভয়ই হতে হবে। তাঁকে সত্যিকারের মানুষ হতে হবে, অবশ্যই সসীম, যেন তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁকে সত্য ঈশ্বরও হতে হবে - অসীম। যখন তিনি মানব প্রকৃতির ধারণ করেন, তখন তিনি তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী থেকে শূন্য হন না। প্রকৃতপক্ষে এটি হল বিপরীত। ঐ ঐশ্বরিক গুণাবলী– তাঁর অসীম সত্তা– আসলে ক্রুশের উপর নিজের আত্মত্যাগের অসীম মূল্য প্রদান করে।

তৃতীয়ত, আমরা দেখেছি যে এই সরল, অসীম ঈশ্বর, যিনি আত্মা, তাঁর মধ্যে অনুগ্রহের অপার সম্পদ রয়েছে। পাপ, যতটা ভয়ানক হতে পারে এবং শয়তান, যাতটা শক্তিশালী হতে পারে, এর সঙ্গে পুর্নাঙ্গ করুণার ঈশ্বরের সঙ্গে কোন মিল নয়। আমাদের কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হয় তাঁর দ্বারা ঈশ্বর কে আমরা সীমাবদ্ধ করতে পারি না। কখনও কখনও খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা অসম্ভব পরীক্ষার মতো অনুভব করে। প্রভু বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা "ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা রক্ষিত"। ইনি একজন ঈশ্বর যিনি শক্তি এবং যিনি তাঁর শক্তিতে অসীম এবং তাই তিনি তাঁর লোকেদের পাপের ফাঁদ থেকে উদ্ধার

করতে এবং শয়তানকে পরাজিত করতে এবং তাঁর লোকেদের পরীক্ষায় টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। এই এক ঈশ্বরের মহিমা দেখার জন্য, তাঁর মহিমা দেখার জন্য আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে আস্থা ও বিশ্বাস দেওয়া হয়।

চতুর্থত, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জন্য সর্বোচ্চ উত্তমতা। তিনি সেই খাদ্য যার জন্য আমাদের আত্মা ক্ষুধার্ত। আমাদের কাছে শুধুমাত্র সাময়িক এবং আধ্যাত্মিক উপহারই নেই যা তিনি আমাদের দেন– তিনি আমাদের প্রতিদিনের রুটি দেন এবং তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এবং তাঁর শব্দের মাধ্যমে আমাদের অনেক আধ্যাত্মিক উপহার দেন। কিন্তু সর্বোপরি, ঈশ্বর স্বয়ং আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার– তাঁকে দেখা, তাঁকে জানা, তাঁতে থাকা, তাঁর উপাসনা করা আমাদের সব। তিনিই সেই একজন যাকে আমরা দেখতে চাই। আমরা যারা ঈশ্বরের প্রেমিক তাদের জন্য তিনি আমাদের আনন্দ এবং পরিতোষের মহান উৎস। প্রকাশিত বাক্য ২১:৭-এ, আমাদেরকে স্বর্গের একটি ছবি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের বলা হয়েছে, "যে জয়ী হবে সে সব কিছুর উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার ঈশ্বর হব এবং সে আমার পুত্র হবে।" প্রভু হবেন স্বয়ং আমাদের। এটি হল আরও এক প্রয়োগ। এটি আমাদের হৃদয়কে স্বর্গীয় জিনিসগুলির দিকে এবং পার্থিব জিনিসগুলি থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, যেন আমরা তাঁর মধ্যে আমাদের আনন্দ খুঁজে পায়। এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনার কথা বলেছি। আমরা শিখেছি যে ঈশ্বরের সরলতা এবং তাঁর অসীমতা– এই সত্য যে তিনি অসীম এবং সত্য, তিনি একজন আত্মা, তাঁর সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত করে। সুতরাং এটি আমাদের আরও জ্ঞাত করে যে ঈশ্বর নিজ গুণাবলীর মধ্যে তিনি কে, যা শিখতে আমরা আশা করি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কেন এটি আমাদের এগিয়ে যাওয়া গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের গুণাবলী বিবেচনা করার জন্য আমরা পরের কয়েকটি বক্তৃতায় এগিয়ে যাবো, এটি এই বিশেষ বক্তৃতায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা যা বিবেচনা করেছি তার পটভূমির বিপরীতে। তাই পরবর্তী কয়েকটি বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে অধ্যয়নের দিকে ঘুরিয়ে দেব যে বাইবেল আমাদের কাছে জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলী সম্পর্কে কী প্রকাশ করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৫

ঈশ্বরের গুণাবলী, প্রথম খণ্ড

শিশুরা স্বভাবতই কৌতূহলী হয়। তারা যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তা আপনি জানেন। তাদের ছোট মন তারা যা দেখে এবং শোনে সে সম্পর্কে তারা যতটা সম্ভব শিখতে চায়। তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে, "মা, আকাশ নীল কেন?" বা, "সবুজ ঘাস খাওয়া বাদামী গরু কিভাবে সাদা দুধ দেয়?" খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের বাড়িতে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই খুব গভীর প্রশ্ন করে যেমন, "কে আমাকে তৈরি করেছে?"– ঈশ্বর করেছেন। "কে গাছে পাখি বানিয়েছে?" ঈশ্বর করেছেন। "পৃথিবী ও নক্ষত্র কে তৈরি করেছে?"– ঈশ্বর করেছেন। ঈশ্বর সব কিছু তৈরি করেছেন। আপনি তাদের মুখের চেহারা দেখতে পারেন এবং আপনি জানেন যে তাদের ছোট মন সক্রিয়ভাবে আপনার উত্তর চিন্তা করছে। অবশেষে, তারা প্রশ্ন করে, "মা, ঈশ্বরকে কে বানিয়েছে?" এখন, আপনি বুঝতে পারছেন কেন তারা এটি জিজ্ঞাসা করে। যদি সবকিছুই কিছু থেকে আসে, তাহলে সৃষ্টিকর্তা কে? আমরা তখন তাদের বুঝিয়ে বলি, "আচ্ছা, ঈশ্বরকে কেউ বানায়নি। ঈশ্বর হলেন, ঈশ্বর আছেন, তাঁর নিজের শক্তিতে। আর তা একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই সত্য। তিনিই অনির্মিত স্রষ্টা।" আমরা শিখতে যাই যে প্রভু সম্পর্কে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা কেবলমাত্র তাঁরই বিষয়ে সত্য এবং অন্য কিছু নয়। এটি তাঁর ঐশ্বরিক মহিমায় আমাদের বিস্ময় এবং বিস্ময়ের অনুভূতিতে নিয়ে চলে যায়, তবে এটি আমাদের মনকেও প্রসারিত করে, যা কখনও কখনও তাদের ব্যথা দেয়। আর এটি আমাদের অবাক করা উচিত নয়। তিনি ঈশ্বর;তিনি আমাদের থেকে ভিন্ন। আমাদের সীমিত মন সম্ভবত সীমাহীন ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে যা জানার আছে তার সমস্ত কিছু বুঝতে পারে না। প্রভু সম্পর্কে চিন্তা করার সময় আমাদের মনকে প্রসারিত করে বিরক্ত করা উচিত নয়। পরিবর্তে, এটি আমাদেরকে তাঁর উপাসনা ও উপাসনা করার দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং আনন্দ করতে হবে যে তিনি বিশ্বাসীদের দেখার জন্য তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশ করেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউল বা পাঠে বক্তৃতাগুলির সিরিজ ঈশ্বরের শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। আগের বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের সত্তার কিছু দিক বিবেচনা করতে শুরু করেছি। আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর সরল– তিনি অংশ নিয়ে গঠিত নন; তিনি অসীম– তিনি সীমাহীন এবং তিনি একটি আত্মা– তিনি পুরুষদের মত একটি বস্তুগত শরীর ছাড়া বর্তমান। এই বক্তৃতায় এবং নিম্নলিখিতগুলিতে, আমরা ঈশ্বরের আরও গুণাবলী বিবেচনা করে তাঁর সত্ত্বাকে প্রতিফলিত করতে থাকি। আমরা এটি করার সাথে সাথে, ইতিমধ্যে আমরা যা শিখেছি তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করবো। তাই মনে রাখবেন, উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সরলতা আমাদের শিখিয়েছে যে তাঁর গুণাবলী ঈশ্বরের অংশ নয়, শুধুমাত্র তাঁর যা আছে তার বর্ণনা নয় – তারা আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর নিজের মধ্যে আছেন। এই বক্তৃতায় আমরা ঈশ্বরের আরও কঠিন এবং বিমূর্ত গুণাবলীর কিছু অধ্যয়ন করবো। তাই বাইবেল আমাদের যা শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কে মনোযোগ দিতে এবং কঠোরভাবে চিন্তা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

প্রথমত, আমরা যে বিষয়বস্তু বিবেচনা করবো তা বোঝার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদটি সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করবো। যাত্রাপুস্তক ৩:১৪-এ আমরা পড়ি, ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি, সেই আছি," "আরও কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" আমরা আগের বক্তৃতায় এই অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছি। ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপে মোশির কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন। এটি ঘটে ফরৌণের কাছে যাওয়ার ও মিশর থেকে যাত্রা ও মুক্তির আগে। কিন্তু এই নাম "আমি যে আছি সেই আছি" ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় প্রকাশ করে যা মোশির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমাদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের দেখায় যে ঈশ্বরের নিজের মধ্যে জীবন আছে। ঈশ্বর তাঁর নিজের বাইরের কিছু থেকে তাঁর সত্তা আহরণ করেন না। তিনি হলেন "আমি"। মোশি– ফরৌণ, ইস্রায়েল এবং অন্য সবকিছুই সেই সত্তার কাছ থেকে জীবন ও অস্তিত্ব লাভ করে যিনি সকল সত্তার উৎস। ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকা অসম্ভব। সে অগত্যা তাই করেন। আমরা আরও শিখি যে ঈশ্বর চিরন্তন/শাশ্বত। তিনি সময়ের বাইরে এমন একজন হিসাবে বিদ্যমান যিনি অনন্তকালের জন্য-তিনি যা আছে সেই সব, তিনিই হলেন "আমি আছি"। তৃতীয়ত, আমরা দেখি যে ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়। আপনি এবং আমি আগে এক জিনিস ছিলাম– আমরা

বাচ্চা এবং শিশু ছিলাম এবং আমাদের জ্ঞান কোন ছিল এবং আমরা আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করেছি ইত্যাদি। আমরা সামনের সময়ে এখনকার চেয়ে আলাদা হব। আমাদের দেহ পরিবর্তন হতে থাকবে;আমাদের আত্মাও বিকশিত হবে। কিন্তু জীবিত ও সত্য ঈশ্বর অবিকারী (immutability), অপরিবর্তনীয়;তিনি পরিবর্তন হতে পারেন না। তিনি সেই মহান "আমি আছি"।

এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে আরও শিখব। তাঁর আরও গুণাবলী বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, আমরা ঈশ্বরের স্বাধীন আত্ম-অস্তিত্ব, তাঁর চিরন্তন প্রকৃতি, তাঁর অপরিবর্তনীয়তা এবং তাঁর ঐশ্বরিক আবেগহীনতার (impassibility) অন্বেষণ করবো, যা আমাদেরকে তিনি কে– তাঁর আত্মপ্রকাশের বিষয়ে আরও বেশি জ্ঞাত করে।

দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা ঈশ্বরের এই চারটি গুণ, তাঁর স্বনির্ভর আত্ম-অস্তিত্ব, তাঁর অনন্তকালীন, তাঁর অপরিবর্তনীয়তা এবং তাঁর আবেগহীন সত্তা সম্পর্কিত কিছু শিক্ষা বিবরণ বিবেচনা করি। আপনি মনে করতে পারেন যে এগুলি সবই সংক্ষিপ্তসারে উল্লেখ করা হয়েছে যা আমরা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ২অনুচ্ছেদ ১-এ পাই, যেখানে বলা হয়েছে, "একমাত্র জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর আছেন, যিনি অসীম এবং সিদ্ধ, সবচেয়ে বিশুদ্ধ আত্মা।, অদৃশ্য, শরীর, অংশ বা আবেগ বিহীন, অপরিবর্তনীয়, অপরিসীম, শাশ্বত, বোধগম্য, সর্বক্ষমতাশীল, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে স্বাধীন, সবচেয়ে পরম," ইত্যাদি। তবে আপনি কিছু শব্দ লক্ষ্য করবেন যা আমরা ইতিমধ্যে সেই বর্ণনায় উল্লেখ করেছি।

তাই প্রথমত, আমরা ঈশ্বরের স্বনির্ভর আত্ম-অস্তিত্ব দিয়ে শুরু করব। এখন ঈশতাত্ত্বিকরা এই গুণটিকে ঈশ্বরের অসীমতা (aseity) বলে, যা ল্যাটিন ভাষার দুটি শব্দ, এ এবং সে বা "ফ্রম হিমশেল্ফ" থেকে এসেছে। ঈশ্বর হলেন স্বয়ং থেকে– ঈশ্বর স্ব-অস্তিত্বশীল। তাঁর নিজের মধ্যে জীবন আছে। যোহন ৫:২৬ -এর কথা মনে রাখবেন, "কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন।" এখন প্রাণীদের জীবন আসলে নিজেদের থেকে আলাদা। ঈশ্বর তাদের জীবন দেন। সৃষ্টির জিনিসগুলি এক সময়ে অস্তিত্বে আসে এবং অন্য সময়ে মারা যায়। কিন্তু ঈশ্বর অন্য কারো থেকে জীবন লাভ করেন না। তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে তাঁরই সত্তার অংশ হিসেবে;অর্থাৎ তিনি অগত্যা তাঁর স্বভাব দ্বারাই বিদ্যমান। এটি সম্ভব নয় যে তিনি হতে পারেন না এবং তিনি যা সব, তা হতে পারে না। শিশুর প্রশ্নে এক সেকেন্ডের জন্য ফিরে যান যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম। "ঈশ্বরকে কে বানিয়েছে?" ঠিক, একটি শিশু উত্তর দিতে প্রলুব্ধ হতে পারে, "ঈশ্বর নিজেকে তৈরি করেছেন।" কিন্তু তা সত্য নয়। ঈশ্বর স্ব-সৃষ্ট নন, যা একটি যৌক্তিক দ্বন্দ্ব (logical contradiction) হবে। আপনার সঙ্গে অস্তিত্বে আনার জন্য প্রথমে আপনাকে অস্তিত্বে আসতে হবে। আপনি ধারণাটি বুঝতে পারছেন। বাইবেল বলে, ঈশ্বর সৃষ্টিহীন। ঈশ্বর তাঁর নিজের বাইরে, সৃষ্টির সবকিছু থেকে আলাদা। তিনি সমস্ত কিছুকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা সম্ভব, কারণ ঈশ্বরের নিজের কোন শুরু নেই বা তাঁর কোন কারণ ছিল না যার জন্য তিনি অস্তিত্বশীল। তিনি স্ব-অস্তিত্বশীল।

এর অর্থ এই যে ঈশ্বর নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই তিনি স্বাধীন বা স্ব-নির্ভর। তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। সকল প্রাণীদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু প্রয়োজন। আপনি এটি শিশুদের সঙ্গে দেখতে পারেন; বাচ্চাদের দুধের প্রয়োজন এবং তাদের কাপড় পরাতে হবে এবং ঘুম পাড়াতে হবে। গাছপালার মাটি থেকে পুষ্টি প্রয়োজন, তাদের সূর্যালোক প্রয়োজন, তাদের জল প্রয়োজন ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বরের কিছুর দরকার নেই। তার চেয়েও বেশি, তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন হতে পারে না, অন্যথায় তিনি অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং ঈশ্বর থাকবেন না। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং সর্বোচ্চ এবং তাই ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তিনি স্ব-নির্ভর, স্ব-অস্তিত্বশীল ঈশ্বর।

দ্বিতীয় গুণ ঈশ্বরের অনন্তকালের বা শাশ্বতকালে সাথে সম্পর্কিত। একমাত্র ঈশ্বরই চিরন্তন। বৈপরীত্য উপায় দ্বারা আমার সাথে চিন্তা করুন। প্রাণীদের তাদের অস্তিত্বের একটি শুরু এবং শেষ আছে। কিন্তু তারপরেও মানুষ এবং স্বর্গদূতদের কথা আমরা পড়ি;মানুষ এবং স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব শুরু হয় কিন্তু তাদের শেষ নেই-তারা অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে। একমাত্র ঈশ্বরের কোন শুরু নেই এবং শেষ নেই। ঈশ্বর চিরন্তন। এই সত্য সমগ্র বাইবেল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি যিশাইয় ৫৭:১৫ সম্পর্কে ভাবুন, "কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি অনন্তকাল-নিবাসী, যাঁহার নাম "পবিত্র", তিনি এই কথা কহেন"। আমরা বিভিন্ন গীতসংহিতা এই গান প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ৯০:২-এ আমরা গান করি, "অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর"। ঈশ্বরের অনন্ততা তার অসীমতা বা অসীমকে বোঝায়, যেমনটি সময়ের বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়। তাই তাঁর কোন সীমা নেই, তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো সীমা নেই। তাঁর কাছে এমন কোনো মুহূর্ত নেই যা পরিমাপ করা হয়, মিনিটে হোক বা সহস্রাব্দে। না! ঈশ্বর চিরন্তন। আপনি তখন নিজেকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, ঈশ্বর কি সময়ের মধ্যে আছেন / ঈশ্বরের কি সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ?" আর উত্তর হল, না। ঈশ্বর সময় সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সময়কে অতিক্রম করেন। ঈশ্বরের শাশ্বত প্রকৃতি একটি নিরন্তর অনন্তকাল। আমার সাথে চিন্তা করুন। সময় পরিমাপযোগ্য। ঈশ্বর পরিমাপযোগ্য নয়। এখন আমরা সময়ের ধারণাটি আরও সহজে অনুধাবন

করতে পারি সংখ্যাহীনতার সঙ্গে, কখনো শেষ না হওয়া দিন, সংখ্যা যা চলতে থাকে এবং চলতেই থাকে। আমরা যে ধরনের ধারণা করতে পারি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সময়ের সীমার বাইরে থাকায়, অস্থায়ী প্রাণীদের জন্য এটি উপলব্ধি করা কঠিন। আমরা সময়ের মধ্যে থাকি এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করি। তাই এটি আমাদের মনকে কিছুটা প্রসারিত করে। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই। ঈশ্বরের মধ্যে সময় প্রবাহিত হয় না। তিনি একই সাথে অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখেন– সম্পূর্ণটি একসাথে। এই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঐশ্ব-মানব-র মধ্যে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই আপনি যোহনের সুসমাচার খুলুন এবং প্রথম পদটি আমরা পড়ি, "আদিতে বাক্য ছিল এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিল।" তারপরে আপনি পড়তে থাকুন এবং আপনি ৮:৫৮-তে আসুন এবং সেখানএ আমরা পড়ি, "যীশু তাদের বলেছিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।" তাই, খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক প্রকৃতি হিসাবে, তিনি চিরন্তন এবং আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুখে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। তাই, দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে ঈশ্বর একাই চিরন্তন। সময়ের স্রষ্টা হিসেবে তিনি সময়ের বাইরে। তার একটি নিরবধি অনন্তকাল আছে।

তৃতীয়ত, একমাত্র ঈশ্বরই অপরিবর্তনীয় বা অবিকার। মালাখি ৩:৬ বলে, "কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্ত্তন নাই; তাই তোমরা, হে যাকোব-সন্তানগণ, বিনষ্ট হইতেছ না।" একটি নতুন নিয়মের অনুচ্ছেদ যা আপনি বিবেচনা করতে পারেন যাকোব ১:১৭, যা বলে যে তিনি "পরিবর্তনজনিত" বা "অবস্থান্তর ছায়া"-বিহীন। সৃষ্ট মহাবিশ্ব পরিবর্তন এবং প্রকরণ এবং পরিবর্তন এবং ওঠানামায় পরিপূর্ণ, এটি অপূর্ণতা এবং দুর্বলতা দেখায়। কিন্তু এসবের উপরে আমাদের সদাপ্রভু। আবার, গীতসংহিতা এই বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং প্রভুকে দেখার জন্য আমাদের হৃদয়কে উত্থাপন করে, যিনি চিরকাল একই, নিজের থেকে কখনও ভিন্ন নন। সুতরাং ঈশ্বরের কোন বিকাশ নেই, বিকাশের কোন সম্ভাবনাও নেই, কোন বৃদ্ধি নেই, কোন উন্নতি নেই। এই সব পরিবর্তনকে বোঝায়।আপনি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে এটি তাঁর অসীম আত্ম-অস্তিত্ব এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং তাঁর অনন্তকাল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে– এই সবগুলি ঈশ্বরে এক। তার মানে তাঁর সব গুণ অপরিবর্তনীয়। তাঁর শক্তি অপরিবর্তনীয়, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর উত্তমতা, তাঁর পবিত্রতা, তাঁর ভালবাসা ইত্যাদি। এটি আমাদের শাস্ত্রের ভাষা বোঝাতে সাহায্য করে, কারণ আমরা তাঁর "চিরস্থায়ী" করুণা এবং তাঁর "স্থায়ী" করুণা, তাঁর করুণার "অসীম ধন" ইত্যাদি। ঈশ্বরের জন্য, পরিবর্তন অসম্ভব, যেখানে মানুষের জন্য, কোন পরিবর্তন অসম্ভব নয়। সুতরাং আমরা দেখি, তৃতীয়ত, ঈশ্বর- অপরিবর্তনীয় বা অবিকার ঈশ্বর।

চতুর্থত, ঈশ্বর আবেগহীন। এখন এই ভাষাটি "আবেগ বিহীন" আমি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ১-এ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর আবেগ বিহীন। ঈশতত্ত্ববিদরা একটি ঈশ্বরের ঐশ্বরিক আবেগহীনতা বলে অভিহিত করেন। এটি ঈশ্বরের অনন্তকাল এবং তাঁর অপরিবর্তনীয়তা, তাঁর অবিকার থেকে প্রবাহিত হয়। তিনি ভেতর থেকে বা বাইরে থেকে পরিবর্তন হতে পারেন না। এর মানে হল যে তার অক্ষমতা আছে, উদাহরণস্বরূপ, ব্যথা বা কষ্ট ভোগ করতে অক্ষম। কিন্তু আরও মৌলিকভাবে, ঈশ্বরের সত্তা তাঁর নিজের বাইরের কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন না বা সৃষ্টির কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন না– কোনো বাহ্যিক শক্তি বা প্রভাব দ্বার নয়। আবেগহীন বা দুর্ভেদ্য বলতে আমরা এটাই বোঝায়। ঈশ্বর মানুষদের মত মানসিক অস্থিরতার জন্য সংবেদনশীল হতে পারেন না। সংবেদনশীল অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এবং দুর্বলতা এবং এমনকি নিজের সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কখনই সত্য নয়। তাঁর আবেগ এবং মানসিক ওঠানামা নেই– এটি একটি দুর্বলতা হবে;যা তাঁর উপর একটি সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসবে। এর ভয়ানক ফলাফল চিন্তা করুন। আমরা তাঁর উপর আস্থা বা নির্ভর করতে পারবো না। আবেগহীন না হলে, ঈশ্বর ব্যথা দ্বারা পঙ্গু হতে পারেন এবং তাঁর বিচারে অস্পষ্টতা হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি ক্ষতি, পরিবর্তন বা হেরফের করতে অক্ষম।

এখন, তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর প্রাণহীন বা উদাসীন বা জড় বস্তু। না, তিনি তাঁর সমস্ত উপায়ে পরম নিখুঁত হওয়ার পূর্ণতা। তাঁর মধ্যে কোনও অভাব নেই, কোনও ওঠানামা নেই, উদাহরণস্বরূপ, তাঁর প্রেম। কেন? কারণ তিনি অটল প্রেম। ঈশ্বরের সত্তায় সবকিছুই স্থির ও নিশ্চিত। তিনি আবেগহীন।

তৃতীয়ত, আমাদের এটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করব। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে নতুন নিয়ম খ্রীষ্টের চিরন্তন হওয়ার কথা বলে। "আব্রাহামের আগে, আমি আছি।" যীশুর জন্মের সত্যতা তবে কী হবে? ঠিক, অবতারে (মানবীয় রূপে নেওয়ার সময়ে), চিরন্তন পুত্র– ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সমষ্টির দ্বিতীয় ব্যক্তি–তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানব প্রকৃতির মিলন ঘটান। তাঁর অনন্তকালীয় গুন সহ, এই মিলনে তাঁর ঐশ্বরিক গুণগুলি অপরিবর্তিত থাকে। তিনি যখন মাংসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তিনি ঈশ্বর হতে বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে থাকতে ক্ষান্ত হননি, বা তিনি তাঁর ঐশ্বরিক কোন কিছু দিক আলাদা করেননি। মনে রাখবেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর গুণাবলী, তাই এটি অসম্ভব। কিন্তু আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক এবং মানব প্রকৃতিকে বিভ্রান্ত না করে পার্থক্য রেখে দেখতে হবে। জন্ম এবং বিকাশ এবং মৃত্যু উভয়ই খ্রীষ্টের মানব প্রকৃতির জন্য প্রযোজ্য– যা সাময়িক। কিন্তু তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতির জন্ম বা মৃত্যু

হতে পারে না– তিনি চিরন্তন ঈশ্বর। আমরা খ্রীষ্টের মতবাদের চতুর্থ মডিউলে এটি বিস্তারিতভাবে অন্বেষণ করবো।

দ্বিতীয়ত, এমন মনে হয় যেন বাইবেল ঈশ্বরের পরিবর্তনের কথা বলে। এটি তাঁর অনুশোচনার-ভাষায় কথা বলবে। এখন আমরা যখন ঈশ্বরের আদেশ অধ্যয়ন করতে আসি, তখন আমরা শিখব যে সেগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের মতো চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়। তাই যখন আমরা শাস্ত্রে পড়ি ঈশ্বরের অনুশোচনা করার কথা, বা তাঁকে মন পরিবর্তন করতে দেখা যাচ্ছে– উদাহরণস্বরূপ, তিনি জল প্লাবন পাঠানোর আগে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, বা যে ভাষা তিনি রাজা শৌলের প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন, বা এমনকি মোশির সাথেও, বা আপনি যোনার সাথে নীনবীর কথা ভাবুন– এগুলি সেই সমস্ত উদাহরণ যা পরিবর্তনের মতো দেখা যায়। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করার জন্য আমাদের মত করে ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি একটি পরিবর্তন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর তাঁর অপরিবর্তনীয় ইচ্ছার মোচড় ও বাঁক নির্দেশ করছেন। উদাহারণস্বরূপ আপনি যোনাকে মনে করুন। তিনি বলেন, যোনা নীনবীকে বলুন যে চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি তাদের ধ্বংস করতে চলেছেন এবং তাই মনে হচ্ছে যে এটি ঘটতে চলেছে। কিন্তু তারপরে তারা অনুতপ্ত হয়, রাজা থেকে শুরু করে সমস্ত জাতি।আর ঈশ্বর কী করেন? তিনি তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন। ঈশ্বর কি পরিবর্তনশীল? না, এটা ঈশ্বর পরিবর্তনকারী তা বোঝায় না। তিনি যোনার মাধ্যমে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং তাদের অনুতাপের দিকে নিয়ে আসার শেষ এবং এর মাধ্যমে যা ছিল তা পূরণ করা, তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের শেষ বিন্দুতে পৌছানো। ভাবুন– যদি আপনি কাদামাটি রোদে রাখেন, তবে রোদ সেটি শক্ত করে দেবে; কিন্তু রোদে বরফ রাখলে তা গলে যায়। কিন্তু সূর্য নিজেই একই থাকে। ঈশ্বর তাঁর সত্তায় অপরিবর্তনীয়, যদিও আমাদের কাছে তাঁর প্রকাশের মধ্যে, তিনি আমাদের সৃষ্টিশীলতাকে (বোধগম্যতাকে) এমনভাবে স্থান দিয়েছেন যা তাঁর প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং যা তিনি তাঁর নিজের মনে এবং তাঁর নিজের মাত্রায় পরিকল্পনা করেছেন। তাই যদিও আমাদের দিক থেকে পরিবর্তন এবং ওঠানামা দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর তাঁর পক্ষে স্থির এবং অপরিবর্তনীয় রয়েছেন।

তৃতীয়ত, কেউ কেউ এতে আপত্তি করে যে বাইবেল ঈশ্বরের আবেগের কথা বলে। এটি তাঁর ঐশ্বরিক আবেগহীনতার সাথে সম্পর্কিত। ঠিক আছে, এটি আবার, প্রাণীদের জন্য ঈশ্বরের দিক থেকে আমাদের বোধগম্যতার যথাযোগ্য একটি অভিব্যক্তি, ঠিক যেমন বাইবেল বলে, ঈশ্বরের কান, চোখ এবং হাত ইত্যাদি আছে;সেই সঙ্গে আবারও আমাদের বলে যে ঈশ্বর একজন আত্মা এবং মানুষের মতো তার শরীর নেই। আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর চোখের চিত্র আমাদের শেখায় যে তিনি সবকিছু দেখেন– যে তিনি সবকিছু জানেন; তাঁর কান বোঝায় যে তিনি সব শোনেন; তাঁর শক্তিশালী ডান হাত বোঝায় যে তাঁর অজেয় ক্ষমতা আছে, ইত্যাদি। এই চিত্রগুলি (ঈশ্বরের হাত, মুখ ইত্যাদি আছে) আমাদের কাছে অর্থবহ ছবি। তাই, একইভাবে, বাইবেল আমাদের কাছে আমাদের স্তরে নেমে আসে এবং আমরা যে আবেগের ভাষার সাথে যুক্ত বা যে আবেগের ভাষা বুঝি বা ব্যবহার করি, তা ব্যবহার করে যেন আমরা বুঝতে পারি এমন শর্তে ঈশ্বরকে বর্ণনা করে। এটি তাঁর মহিমা প্রকাশের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াকে সহজতর করে। তবে এখানে আমাদের ভুল করা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের মত ঈশ্বরকে পুনর্নির্মাণ করা উচিত নয়, উদাহারণস্বরূপ যেমন তিনি অভাবী এবং কষ্টভোগী। এটি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর দেবতাদের মূর্তিপূজার মতো, যারা তাদের সুখ এবং তৃপ্তির জন্য অসহায় এবং মানবতার উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য অস্থিরতা রয়েছে। না, প্রভুর সাথে বিষয়টি একই নয়। তিনি আবেগহীন।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য এই শিক্ষাতত্ত্ব থেকে কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ নিতে পারি। আমি তাদের কয়েকটি দেব। প্রথমত, যেহেতু ঈশ্বর স্ব-নির্ভরশীল এবং স্ব-অস্তিত্বশীল, তাই আমরা যা কিছু এবং আমাদের যা কিছু আছে, সেই সব কিছুর জন্য আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল। ঠিক আছে, এটি প্রকৃত বিশ্বাসীর মধ্যে সুসমাচার নম্রতা তৈরি করে। পৌল ১ করিন্থীয় ৪:৭-এ বলেছেন, " কেননা কে তোমাকে বিশিষ্ট করে? আর যাহা না পাইয়াছ, এমনই বা তোমার কি আছে? আর যখন পাইয়াছ, তখন যেন পাও নাই এইরূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ? তিনি বলছেন, শোনো, আমরা প্রভুর উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর হাত থেকে আমরা সবকিছুই পাচ্ছি। আমরা কে, আমরা কী করেছি, বা আমাদের কী আছে ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করার কোনো কারণ নেই। আমাদের অবশ্যই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এবং আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুর জন্য বিশ্বাসের সাথে তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে, আমাদের শরীরের সাথে আমাদের সাময়িক প্রয়োজন, সেইসাথে আমাদের আত্মার প্রয়োজন, সময় এবং অনন্তকাল উভয় ক্ষেত্রেই। ঈশ্বরের আত্ম-অস্তিত্বের শিক্ষা আমাদের সবকিছুর জন্য তাঁর উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে শেখায়।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু ঈশ্বর শাশ্বত, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের আনন্দ আছে যা কখনো শেষ হয় না, তাই আমরা গীতসংহিতা ১৬:১১-এ গান গাই, "তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ।" প্রভু কখনই তাঁর লোকদের সন্তুষ্ট করা থেকে থেমে যাবেন না। এটি এই জগতের বা সৃষ্টির জিনিসগুলির ক্ষেত্রে সত্য নয়। লোকেরা মনে করে যে অর্থ বা খ্যাতি বা সম্পত্তি বা কিছু সম্পর্ক তাদের সন্তুষ্ট করবে এবং সেগুলি

কখনই তা করে না, কারণ তারা কখনই তা করতে পারে না। কিন্তু বিশ্বাসীরা এই জগতের বাইরে দৃষ্টি রাখে, সময়ের বাইরে অতি প্রচিনের (দানিয়েল ৭:৯) দিকে দেখে, যিনি হলেন তাঁর লোকেদের চিরন্তন আনন্দ। এটি আমাদের দৃষ্টিকে এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলি থেকে পুনঃনির্দেশিত করে এবং আমাদের চোখ এবং আমাদের ক্ষুধা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আনন্দ এবং আমাদের সাধনা এবং আমাদের অগ্রাধিকারগুলিকে ঠিক করে– এটি সেগুলিকে স্বয়ং ঈশ্বর, চিরন্তনের উপর স্থির করেন।

তৃতীয়ত, মানুষ "জলের মতো অস্থির"। আদিপুস্তক ৪৯:৪-এ রূবেনকে বর্ণনা করার জন্য ঈশ্বর সেই ভাষা ব্যবহার করেছেন। এমনকি বিশ্বাসীরাও পরিবর্তন হয়। আমরা আমাদের চরিত্রে, অনুগ্রহে পরিবর্তিত হই– আমরা অনুগ্রহে, শক্তিতে এবং আরও অনেক কিছুতে বৃদ্ধি পাই। এখানে আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্য আছে। বেহালার মতো, আমরা প্রতিনিয়ত সুরের বাইরে যাচ্ছি এবং পুনরায় সুর আসতে হবে। আমরা জীব ও জগতের অসারতা দেখি। সেইজন্য, সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর যতটুকু রেখেছেন তার চেয়ে বেশি সন্ধান না করি। আমরা আমাদের আস্থা রাখি না, উদাহরণস্বরূপ, "রাজপুত্রদের মধ্যে", যেমন গীতসংহিতা বলা হয়। সব পরিবর্তন হয়, সবকিছু পরিবর্তিত হয় কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর পরিবর্তন হননা। তিনি আমাদের জীবনের শৈল এবং ভিত্তি। আমাদের সান্ত্বনা প্রভুর উপর নির্ভর করে, যিনি স্থির এবং স্থিতিশীল এবং নিশ্চিত। জীবনের সমস্ত পরীক্ষা এবং ক্ষতির মধ্যে, আমরা প্রার্থনা করি এবং আমরা সেই একজনের দিকে তাকাই যিনি আমাদের কখনই ব্যার্থ করেন না, তিনি অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর। তার ভালবাসা চিরকাল স্থায়ী হয়। আর এটি অস্থিরতার জগতে ঈশ্বরের লোকেদের আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে। সমস্ত বিস্ময়ের মধ্যে এবং আমাদের জীবন সম্পর্কে সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের উপর ভিত্তি করে। আমাদের বিশ্বাস একমাত্র তাঁরই উপরে হতে হবে।

চতুর্থত, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক অক্ষমতার কারণে তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। ইব্রিয় ৬:১৮ বলে, "ঈশ্বর আমাদের প্রতিশ্রুতি ও শপথ দুই-ই দিয়েছেন। এই দুটি বিষয় অপরিবর্তনীয় কারণ ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব। তাই, আমাদের সামনের প্রত্যাশা আঁকড়ে ধরে আমরা শরণ নেওয়ার জন্য তাঁর দিকে ছুটে গিয়েছি যেন আমরা দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই।" যদি প্রভু একটি বাহ্যিক শক্তি বা অভ্যন্তরীণ আবেগের অধীন হন তবে আমরা নিঃশর্তভাবে আশ্বাস বা সান্ত্বনা পেতে পারি না। কিন্তু পরিবর্তে, আমরা তাঁর মধ্যে আমাদের বিশ্রাম খুঁজে পেতে এবং তাঁর প্রতি অসংরক্ষিত ভক্তিতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে সক্ষম।

এই বক্তৃতায়, আমরা তাঁর আরও কয়েকটি গুণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সত্তাকে আরও বিবেচনা করেছি। আমরা ঈশ্বরের স্ব-নির্ভরতা ও আত্ম-অস্তিত্ব, তাঁর চিরন্তন প্রকৃতি, তাঁর অবিকার বা অপরিবর্তনীয়তা এবং তাঁর ঐশ্বরিক অক্ষমতা সম্পর্কে শিখেছি– যে তিনি আবেগহীন। এটি আরও জানায় যে ঈশ্বর তাঁর গুণাবলীর মধ্যে কে এবং আমরা তাঁর সম্পর্কে কী জানার আশা করতে পারি। পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে, জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরের অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের কাছে যা প্রকাশ করে আমরা তার অধ্যয়ন চালিয়ে যাব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৬

ঈশ্বরের গুণাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড

আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শুরু করতে চাই। শৈশব থেকে আপনার প্রথম দিকের কিছু স্মৃতি কী কী? এক মিনিটের জন্য থেমে চিন্তা করুন। আপনি কোথায় ছিলেন? আপনার কী দেখা, শোনা বা অভিজ্ঞতা স্মরণে আসছে? আপনি যদি আমার মতো হন তবে আপনার স্মৃতিগুলি অস্পষ্ট এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হবে। এই প্রারম্ভিক স্মৃতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু শুধুমাত্র একটি অস্পষ্ট ছাপ ছেড়ে যাই যা আমাদের মনে থেকে যায়। কখনও কখনও আমরা অন্য লোকেদের একটি প্রাথমিক ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বলতে শুনেছি এবং এমনকি আমরা এটিকে আমাদের নিজস্ব স্মৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলতে পারি। তদুপরি, যদি আমরা প্রথম স্থানে একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকি তবে আমরা অবশ্যই সেই ঘটনার কোনও স্মৃতি ধরে রাখতে পারি না। এই সব কিছু দ্বারা আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো শৈশবে অন্যভাবে নিজেদের প্রকাশ করে। আপনি কি কখনও দেখেছেন যে ছোট ছোট বাচ্চারা নিজেদের লুকানোর জন্য তাদের হাত দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে রাখে? তারা মনে করে যে তারা যদি আপনাকে দেখতে না পায় তবে আপনিও তাদের দেখতে পারবেন না। আমরা এটা দেখে হাসি এবং তাদের বলি, "আমি এখনও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি!"

কিন্তু এটি অনেক প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা প্রদর্শিত আরও গুরুতর আধ্যাত্মিক সমস্যাকে চিত্রিত করে। অনেকে এই ভেবে ভুল করে যে তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে হয়তো তিনিও তাদের দেখতে পান না। অথবা, অন্ততপক্ষে, মানুষেরা যা দেখতে পায় না তা ভুলে যায়, যা "দৃষ্টির বাইরে, মনের বাইরে।" গীতসংহিতা ১০:৪ বলে যে দুষ্টদের জন্য, "ঈশ্বর তাদের চিন্তাধারার মধ্যেই নেই।" এর ফলে অবিশ্বাসীদের জন্য বিপদ। এমনকি বিশ্বাসীর জন্যও এর ফলে অনেক আশীর্বাদ হারিয়ে যেতে পারে। আমাদের যা দরকার তা হল ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা, প্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি ধরে রাখা। এটি করার মাধ্যমে, আমরা আবিষ্কার করি যে প্রভু হলেন সেই একজন যাঁর উপস্থিতি সর্বত্র, যিনি সমস্ত কিছু দেখেন এবং জানেন এবং যিনি তাঁর সমস্ত পবিত্র ইচ্ছা পালন করার অদম্য ক্ষমতা রাখেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির সিরিজটি ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষার অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। শেষ কয়েকটা বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের সত্তা এবং তিনি তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে কী প্রকাশ করেন তা অধ্যয়ন করছি। শেষবার, আমরা ঈশ্বরের স্ব-নির্ভর, স্ব-অস্তিত্ব, তাঁর চিরন্তন গুণ এবং তাঁর অপরিবর্তনশীলতা-অর্থাৎ, তাঁর পরিবর্তনের অক্ষমতা সম্পর্কে শিখেছি। বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের গুণাবলীর অন্বেষণ চালিয়ে যাচ্ছি, এবার আমাদের মনোযোগ তাঁর সর্বব্যাপীতা (omnipresence), তাঁর সর্বশক্তিমানতা (omnipotence) এবং তাঁর সর্বজ্ঞতার (omniscience) দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি উপসর্গ ওমনি দিয়ে শুরু হয়, যার অর্থ "সর্ব"। সুতরাং এই শব্দগুলির অর্থ হল ঈশ্বর সর্বত্র (বা সর্ব)-ব্যাপী, -শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ।

প্রথমত, আমরা ঈশ্বরের নিজের প্রকাশন সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনাকে উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব। গীতসংহিতা ১৩৯-র শুরুতে ১ থেকে ৬ পদে আমরা এই সত্যের গান গাই যে ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন। তিনি আমাদের বসা-উঠা জানেন। তিনি আমাদের গভীরতম চিন্তা এবং আমাদের মুখের প্রতিটি শব্দ জানেন, এমনকি আমরা সেগুলি বলার আগেই তিনি তা জানেন। যেমন ৩ পদ বলে, তিনি "আমার সমস্ত পথ ভালো রূপে জানো।" প্রভু সব কিছু দেখেন এবং জানেন। আর এটি আমাদের গীতরচকের সাথে গান গাইতে পরিচালিত করে, "এই ধরনের জ্ঞান আমার জন্য খুব বিস্ময়কর; এটি

উচ্চ, আমি এটি অর্জন করতে পারি না। আমরা ৬ পদে দেখতে পাই যে ঈশ্বরের জ্ঞান ব্যাপক– এটি একটি অসীম জ্ঞান। এটা আমাদের স্তব্ধ; আমরা এটা দ্বারা বিস্মিত হয়; ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এই সত্যটি উপলব্ধি করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

তারপর এই গীতটি এই সম্পর্কিত অন্য বিষয়ে চালিত হই, সেটি হল যে ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। তাই একই গীতসংহিতা ১৩৯ পদ ৭-এ, আমরা গান করি, "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব?" এবং উত্তর, অবশ্যই, "কোথাও না।" আমরা কোথাও যেতে পারি না, যেখানে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যেমন গীতরচক বলেছেন, এমনকি উচ্চতম স্বর্গে এবং নরকের গভীরে, বা দূরতম সমুদ্রের ওপারে– এই স্থানগুলির কোনটিই আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির বাইরে নিয়ে যাবে না। আমাদের বলা হয়েছে যে, "বাস্তবিক অন্ধকারও তোমা হইতে গুপ্ত রাখে না, বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো দেয়; অন্ধকার ও আলোক উভয়ই সমান।" পদ ১২-তে আমরা এটি দেখি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।

অধিকন্তু, গীতসংহিতা ১৩৯ ঈশ্বরের অসীম শক্তির কথা বলে। উদাহারণস্বরূপ, এটি দেখা যায়, তার মায়ের গর্ভে একটি শিশুকে একত্রে গঠন করে জীবন সৃষ্টি করার ক্ষমতায়, বা অন্য দিকে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দুষ্টদের বধ করার মধ্যে তার মৃত্যু আনার ক্ষমতায়। প্রভুর জন্য কোন কিছুই খুব কঠিন নয়। যেমন আমরা গীতসংহিতা ৬২:১১ তে দেখি, "ঈশ্বর এক বার বলিয়াছেন, দুই বার আমি এই কথা শুনিয়াছি; পরাক্রম ঈশ্বরেরই।" তাই, গীতসংহিতা ১৩৯, এই তিনটি গুণের প্রত্যেকটিকে তুলে ধরেছে, তাদের সাহসী স্বস্তিতে নিয়ে এসেছে, যেখানে আমরা কেবল সেগুলি সম্পর্কে ভাবি এবং গান করি না, কিন্তু এই সত্যগুলির শক্তির কিছু অনুভব করতে পারি।

এই বক্তৃতায়, আমরা এই সত্যগুলিকে আরও গভীরভাবে অন্বেষণ করব, ঈশ্বরের সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ হওয়ার অর্থ কী তা শিখব: সর্বত্র-উপস্থিত, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয়ত, আসুন ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে এই তিনটি গুণের সাথে সম্পর্কিত কিছু শিক্ষাতাত্ত্বিক বিবরণ বিবেচনা করবো। আপনি আবারও লক্ষ্য করবেন যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের জন্য ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ১-এ দেওয়া সংক্ষিপ্তসারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমরা শেষ কয়েকটা বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। আমি আপনাকে ফিরে যেতে এবং এটি দেখতে উৎসাহিত করবো।

প্রথমত, এই শাস্ত্রীয় শিক্ষার ব্যাখ্যার অধীনে, আসুন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা বিবেচনা করি। সৃষ্টির সময়, ঈশ্বর সময় এবং স্থান উভয়ই অস্তিত্বে এনেছিলেন, যখন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। তার আগেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তিনি সময় ও স্থান উভয়ের বাইরেও আছেন। শেষ বক্তৃতায়, আমরা উল্লেখ করেছি যে, যখন আমরা ঈশ্বরের অসীম গুণের কথা বিবেচনা করি, সময়ের প্রসঙ্গে, আমরা দেখতে পাই যে তিনি কালজয়ী অনন্ত (timelessly eternal)-অর্থ হল তিনি সময়ের বাইরে।

যখন আমরা মহাকাশের ক্ষেত্রে একই ধারণা প্রয়োগ করি, তখন আমরা শিখি যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। যখন আমরা প্রশ্ন করি, "ঈশ্বর কোথায়," আমরা শিখি যে ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী সর্বত্র বিরাজমান। এমন কোন স্থান নেই যেখানে আপনি যেতে পারেন, এমন কোন স্থান অস্তিত্বে নেই– সেখানে ঈশ্বর নেই। এমনকি তিনি কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ নন, সব জায়গায় একত্রিত করেও তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, কিন্তু কোথাও সীমাবদ্ধ নন। এখন, মহাকাশের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার সাথে চিন্তা করুন। স্থান সীমাবদ্ধতা জড়িত এবং আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি যে ঈশ্বর অসীম; ঈশ্বরের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ১ রাজা. ৮:২৭-এ, শলোমন বলেছেন, "কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্ব তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে?" সমস্ত প্রাণী এক সময়ে শুধুমাত্র একটি স্থানে থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর কখনই একটি "স্থানে" - "যেকোন জায়গায়" সীমাবদ্ধ নয়। এখন, আমরা আগে যা শিখেছি তার সাথে এটি কীভাবে সম্পর্কিত তা ভেবে দেখুন। ঈশ্বরকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না; এটাকেই আমরা ঈশ্বরের সরলতা বলি। ঈশ্বর পুর্নাঙ্গ রূপে সর্বত্র বিরাজমান; অর্থাৎ তিনি তাঁর সমগ্র সত্তা নিয়ে একসময়ে সর্বত্র বিরাজমান। এটাকেই আমরা ঈশ্বরের অপরিমেয় (immensity) বলি, যা তাঁর সর্বব্যাপীতার সাথে সম্পর্কিত।

আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ১ দেখেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে তালিকায় "অপরিমেয়" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুটি জিনিস, অপরিমেয় এবং সর্বব্যাপী, একসাথে যায়। আপনি একটি ঘরে একটি বাতি জ্বালান, কী হয়? এটি ঘরে আলো ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এটা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এটি একই নয়। তাঁর কোন বিকিরণ নেই; তাঁকে আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত করা যায় না। এটা এমন নয় যে তাঁর কিছু অংশ এক জায়গায় এবং তাঁর কিছু অংশ অন্য জায়গায়। তাঁর কোনো বিভাজন নেই। তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ করা যায় না। এটা এমন নয় যে ঈশ্বরের কিছু অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রভুর কিছু অংশ চীনে। এমনকি আমরা বলতে পারি না যে তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর সমগ্র সত্তায় সর্বত্র বিরাজমান। তিনি আমাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত এবং তিনি একই সময়ে অন্যদের সাথে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, যদিও তারা আমাদের থেকে বহু দূরে অবস্থানে থাকতে পারে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এবং তাঁর সমগ্র সত্তা সর্বত্র বিরাজমান। এখন, যেমন আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি, এই প্রকারের ধারনা/ চিন্তাধারা আমাদের মনকে প্রসারিত করে, তাই না? এসব ভাবতে ভাবতে আমাদের কষ্ট লাগে। এটি অবশ্যই ভাল, কারণ আমরা সসীম প্রাণী, যারা অসীম সৃষ্টিকর্তার কথা ভাবছি।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তিতে অতুলনীয়। তিনি সর্বশক্তিমান– শক্তিতে অজেয়। তিনি শুধু পরাক্রমশালী নন, সর্বশক্তিমান। আপনি যখন ক্ষমতার কথা চিন্তা করেন, তখন আপনি সব ধরণের জিনিস কল্পনা করতে পারেন। আপনি একটি বোমার মত একটি বস্তু কল্পনা করতে পারেন, অথবা আপনি একটি শক্তিশালী শাসক সম একজন ব্যক্তির কল্পনা করতে পারেন, অথবা আপনি এমনকি একটি শক্তির কথা ভাবতে পারেন, যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি;এটি পৃথিবীতে জিনিসগুলিকে ধরে রাখার ক্ষমতা ধরে। এই সবকিছুতে আপনি অন্য কিছু প্রভাবিত করার ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছেন।কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি তাঁর অন্যান্য সমস্ত গুণাবলীকে জীবন ও কর্ম দেয়। তাঁর কেবল অসীম এবং শাশ্বত এবং জ্ঞানী পরামর্শই নেই, তবে সেগুলি কার্যকর করার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। ক্ষমতা ছাড়া ঈশ্বরের করুণা থাকলে কী হবে? এটা শুধুমাত্র নিছক করুণা হবে। কিন্তু তাঁর কছে একটি শক্তিশালী করুণা আছে। অথবা তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেন সেগুলি সম্পর্কে আপনি চিন্তা করুন, সেগুলি আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি হোক বা অভিশাপের প্রতিশ্রুতি হোক; ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এই সত্যটি না থাকলে সেগুলি কেবলমাত্র নিছক কথা হয়ে থাকবে। তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

আমাদের ক্ষমতা খুব আলাদা। আমাদের শক্তি আমাদের নিজেদের বাইরে থেকে উদ্ভূত বা প্রবাহিত হয় এবং তাই আমাদের শাকসবজি খেতে হবে এবং জল পান করতে হবে এবং শক্তি এবং নড়াচড়া করার এবং কাজ করার এবং কাজ করার ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আমাদের শরীরকে ব্যায়াম করতে হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের অন্যান্য জিনিসগুলি ব্যবহার করতে হবে, যেমন একটি গাড়ি যা আমরা চালায়। এখন, এটি সবকিছুর জন্য সত্য। এটি ছোট পোকামাকড়ের ক্ষেত্রে সত্য, এটি গাছের মতো জিনিস এবং অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও সত্য। সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত পৃথক প্রাণীকে তাদের শক্তি নিজের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা স্বাধীন। এটি অন্তর্নিহিত এবং এটি পরম। ঈশ্বর ক্ষমতা অসীম। ইয়োব ২৬:১৪ বলে, "দেখ, এই সকল তাঁহার মার্গের প্রান্ত; তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র শুনা যায়; কিন্তু তাঁহার পরাক্রমের গর্জ্জন কে বুঝিতে পারে?" ঈশ্বর অন্য যেকোনো কিছুর মতো সহজে সবকিছু করতে পারেন, কারণ তিনি সর্বদা প্রচেষ্টা ছাড়াই কাজ করেন। তিনি কখনই শক্তি ব্যয় করেন না যা অবশ্যই পুনরায় পূরণ করতে হবে। তিনি তাঁর অসীম সত্তার পূর্ণতায় অ-হ্রাসপ্রাপ্ত। তিনি সর্বদা তাঁর সমস্ত পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

এখন, তিনি বিভিন্ন উপায়ে সেই শক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি সৃষ্টিতে আমাদের কাছে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন। গীতসংহিতা ৩৩:৬, ৯ এবং ১০ সম্পর্কে চিন্তা করুন। আমাদের বলা হয়েছে যে প্রভু, তাঁর বাক্যের শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন– তিনি এটিকে অস্তিত্বের আনয়ন করেছেন। আপনি এই নির্দিষ্ট উদাহরণ চিন্তা করতে পারেন। তিনি আলো তৈরি করেছেন যা এক সেকেন্ডে সমগ্র পৃথিবীর চারপাশে সাড়ে সাত বার যেতে পারে এমন গতিতে ভ্রমণ করতে পারে। প্রভু তাঁর বাক্যের শক্তি দ্বারা আলো সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত কিছুর বিচক্ষণতা ও পরিচালনা করার জন্য তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন– সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর-তে। ইব্রীয় ১:৩ তাঁর সম্বন্ধে বলে "তেজোদৃপ্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছুই ধারণ করে আছেন।" আমরা

তাঁর বিচারের মধ্যেও তাঁর শক্তি দেখতে পায়। জল প্লাবনের কথা ভাবুন, নোহের দিনে, কিভাবে প্রভু আটটি আত্মা-নোহ এবং তার নিকটবর্তী পরিবার ছাড়া সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিলেন। অথবা মনে করুন তিনি সদোম ও ঘোমরার উপর স্বর্গ থেকে আগুন বর্ষণ করছেন। এক মুহূর্তে সবকিছু ঠিকঠাক এবং স্বাভাবিক ছিল এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পুরো জায়গাটি ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্যই, আমরা শেষ দিনের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি, যখন প্রভু উত্থিত হবেন এবং সমস্ত মানবজাতির সমস্ত বাহিনীকে তাঁর সিংহাসনের সামনে একত্রিত করবেন বিচার করার জন্য, দোষীদের দোষী সাব্যস্ত করতে এবং যারা মুক্তি প্রাপ্ত তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন। তাঁর শক্তির একটি সুন্দর প্রদর্শন একটি আত্মার রূপান্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। এই কারণেই পৌল রোমীয় ১:১৬ -তে বলেছেন, "আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নই: কারণ এটি প্রত্যেকের জন্য যারা বিশ্বাস করে তাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি।" প্রভু যখন একটি আত্মাকে রূপান্তর করতে আসেন, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের নিয়ে যান এবং তাদের জীবিত করেন। তিনি যারা আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ তাদের নিয়ে যান এবং তাদের দেখতে সক্ষম করেন। অবশ্যই, আমি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি, আমরা এখনও শেষ পুনরুত্থানে তাঁর শক্তি দেখতে পাব, মৃতদের পুনরুত্থান, যখন প্রভু আদম থেকে ইতিহাসের শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবতার ধূলিকণা নেবেন এবং এই মৃতদেহগুলোকে জীবিত করবেন - যারা দোষী, অসম্মান করার জন্য এবং যারা ন্যায়পরায়ণ, সম্মানের জন্য। এই সব আমাদের দেখায় যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি সর্ব শক্তিশালী

তৃতীয়ত, ঈশ্বর তাঁর জ্ঞানে অতুলনীয়। তিনি সব জানেন বা সর্বজ্ঞ। ঈশ্বর তাঁর উপলব্ধির এক বিশুদ্ধ, সরল, অবিভক্ত এবং চিরন্তন কাজ দ্বারা নিজের মধ্যে সমস্ত কিছু জানেন। তার মানে তিনি সব কিছু নিখুঁতভাবে এবং অবিলম্বে এবং প্রতিটি মুহূর্তে স্পষ্টভাবে জানেন। ঈশ্বর কখনই জ্ঞান বৃদ্ধি বা হ্রাস করেন না। তিনি কখনো কিছু শেখেন না। তিনি সব জানেন। তিনি জানেন কী ছিল এবং কী আছে এবং কী ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি জানেন কী হতে পারে এবং কী হতে পারে না। তাঁর জ্ঞান বিস্তৃত। এটি আমাদের নিজেদের থেকে অনেক আলাদা। আমরা আংশিকভাবে জানি এবং আমরা এক সময়ে এক জিনিস জানতে পারি;আমরা একবারে একটি মাত্র চিন্তাধারা করতে পারি। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জিনিস জানতে পারি, সেগুলো শুনে বা দেখে বা অনুভব করে। কিন্তু ঈশ্বর সব জানেন এবং তিনি একবারেই সব জানেন। জিনিসগুলি অস্তিত্বে রয়েছে বলেই ঈশ্বর কেবল তা জানেন না– বরং, এটি তার বিপরীত। সেগুলি অস্তিত্বে রয়েছে কারণ ঈশ্বর তাদের বিষয়ে চিন্তা করেন। জিনিসগুলি বিদ্যমান - কারণ সেগুলি এখন ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যে রয়েছে। অন্য কথায়, তাঁর শক্তি এবং তাঁর জ্ঞান এক। তাঁর সমস্ত গুণাবলী, অবশ্যই, ঈশ্বরের অবিভক্ত সত্তায় এক। সুতরাং তাঁর শক্তিকে তাঁর জ্ঞানের সাথে যুক্ত করতে হবে, আর সেটিকে এই সত্যের সাথে যুক্ত হতে হবে যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান, আর এই সমস্ত কিছু তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর সাথেও যুক্ত হতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যুক্তিতর্কের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। প্রথমত, ঈশ্বরের সর্বব্যাপী সম্পর্কে। এই সত্য সম্পর্কে আপনি কী বলবেন, শাস্ত্রে যেখানে ঈশ্বরের আগমন এবং যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটি তাঁর কাছে এবং দূরে থাকার কথাকে উল্লেখ করে? এর উত্তর কী? এটা কী ঈশ্বরের সর্বত্র বিরাজমান ধারণাটির একটি দ্বন্দ্ব? এর উত্তর হল, "না, এটি একটি দ্বন্দ্ব নয়।" উত্তর হল এই শাস্ত্রংসগুলি ঈশ্বরের অন্তঃসার বা তাঁর সত্তাকে বর্ণনা করছে না। বরং তারা তাঁর সৃষ্টির কাছে তাঁর উপস্থিতির প্রকাশের কথা বলছে। ঈশ্বর, আবার, আমাদের বোধগম্যতার মত করে কথা বলছেন। যে ভাষা তাঁর আগমন এবং যাওয়ার কথা বলে তা তাঁর আনা আশীর্বাদকে প্রকাশ করে, উদাহরণস্বরূপ, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসা বা বিচার নিয়ে আনা। এটি তাঁর অবস্থানকে নির্দেশ করছে না, বরং তাঁর নিজের বিষয়ে তাঁর প্রকাশ। আপনি এদন উদ্যানে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে তা দেখতে পাবেন। আপনি এটি মরুভূমিতে তাঁবুতে এবং পরে মন্দিরে দেখতে পান, যেখানে প্রভু তাঁর লোকেদের সাথে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেন; তিনি তাদের দেখান যে তিনি তাদের কাছাকাছি, তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি শক্তিশালী, তিনি জ্ঞানী এবং তাদের পথপ্রদর্শক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়। তবে এটি সবচেয়ে সুন্দর প্রদর্শন, খ্রীষ্টের অবতারে (মানব রূপ ধারণ), যখন ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজে মানব প্রকৃতির ধারণ করেন। তিনি ইম্মানুয়েল– তিনি হলেন "আমাদের সহিত ঈশ্বর।" এটা

আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতির একটি সুন্দর ছবি। অবশ্যই, ঐশ্ব-মানব, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, সত্য ঈশ্বর এবং সত্য মানুষ। যদিও তাঁর মানব প্রকৃতিতে একটি সত্যিকারের মানব প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবুও তিনি তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হিসাবে অবিরত আছেন।

আমরা তাঁর লোকেদের জনসাধারণের উপাসনার মধ্যেও তাঁর উপস্থিতির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। কোথায় দুই বা তিনজন একত্রিত হয়েছে, খ্রীষ্ট তাদের সাথে তাঁর উপস্থিতিতে আছেন। প্রভু আসেন এবং উপাসনার অধ্যাদেশের (ordinances) মাধ্যমে তাঁর শক্তি দেখান, এটিকে একটি আনন্দ এবং আশীর্বাদের সমাবেশ করে তোলেন এবং এটিকে তাঁর নিজের মহিমার জন্য একটি ফলদায়ক দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করেন। তাই শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদগুলি যেগুলি ঈশ্বরের আমাদের কাছে আসার বা দূরে যাবার কথা বলে তা কোন মতেই বাইবেল আমাদের তাঁর সর্বব্যাপী সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয়, তার বিরোধী নয়।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু কী আছে যা ঈশ্বর করতে পারেন না ? এটি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার একটি উল্লেখ। কিছু লোক থাকবে যারা বলবে, "ঈশ্বর কি এমন একটি পাথর তৈরি করতে পারেন যা তিনি নিজেই তুলতে পারেন না?" অথবা "ঈশ্বর কি এটা করতে পারেন? ঈশ্বর কি ওটা করতে পারেন?" এবং কখনও কখনও তারা খুব অসম্মানজনক এবং অপ্রীতিকর উপায়ে এটি করে। অন্য সময়ে, এটি এমন একজন ব্যক্তি হতে পারে যে সত্যিকারের এবং আন্তরিকভাবে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান তা বোঝার জন্য লড়াই করছে। ঠিক আছে, প্রশ্নের উত্তরটি শুরু হয় এই উপলব্ধি দিয়ে যে এটি আসলে জিনিসগুলিকে উল্টে দিচ্ছে, এটি আসলে জিজ্ঞেস করা প্রশ্নটিকে উল্টে দিচ্ছে, "এমন কিছু আছে যা ঈশ্বর করতে পারেন না?" আমরা এর দ্বারা বলে থাকি যে, ঈশ্বর ঈশ্বর হতে পারেন না। তিনি-যিনি তা বিদ্যমান হওয়া থেকে তিনি বিরত থাকতে পারবেন না। তিনি অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান, তিনি অনিবার্যভাবে বিদ্যমান এবং তিনি যেমন আছেন তিনি তেমনই বিদ্যমান। এখন, এটির প্রভাব আছে। উদাহারণস্বরূপ, বাইবেল বলে, ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন না এবং ঈশ্বর নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না, ঈশ্বর পাপ করতে পারেন না ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা না হয়ে সেগুলি তাঁর ক্ষমতার প্রদর্শন। কারণ ঈশ্বর যদি মিথ্যা বলতে পারেন, তাহলে তিনি সত্যকে জানার ও ভালোবাসার, তাঁর ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন। ঈশ্বর যদি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে একটা সীমাবদ্ধতা, তাই না? সত্য যে তিনি এই জিনিসগুলি করতে সক্ষম নন কারণ ঈশ্বর নিজের প্রতি সত্য না হওয়াতে সক্ষম নন। তাই এই প্রশ্নগুলি যেগুলি কখনও কখনও অবিশ্বাসের মধ্যে উত্থাপিত হয়, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করে, প্রকৃতপক্ষে একেবারে বিপরীত কাজ করে। তিনি এত শক্তিশালী যে তিনি কখনও পাপ করতে পারেন না, কখনও নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না ইত্যাদি।

তৃতীয় একটি প্রশ্ন হল– ঈশ্বরের জ্ঞান কি খোলা এবং অসম্পূর্ণ? সুতরাং আপনার কাছে বোকা লোক থাকবে যারা এমন কিছু বলবে, "আচ্ছা, ঈশ্বর মনে হয় ভবিষ্যত জানেন না। ভবিষ্যৎ কী তা জানার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।" এটি একটি অশাস্ত্রীয় শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয় যেখানে লোকেরা বিশ্বাস করে যে মানুষদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা আছে তারা যা চায় তা করতে এবং সেইজন্য, তারা সেটি না করা পর্যন্ত ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে জানেন না যে তারা কী করতে চলেছে। ঠিক আছে, এটি বিভিন্ন শিক্ষাতত্ত্বের বিস্তৃত শিক্ষাকে স্পর্শ করে এবং আমরা এখানে সেগুলিকে সম্বোধন করতে পারি না। তাদের কিছু অন্য লেকচারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু আরও বিশেষভাবে এই বক্তৃতার ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁর সর্বজ্ঞ হওয়া সম্পর্কে, এটি মিথ্যা। এটি একটি ত্রুটি। এটা সত্য না। এটা বলা একটি মিথ্যা শিক্ষা যে ঈশ্বরের জ্ঞান উন্মুক্ত বা অসম্পূর্ণ, যা কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু না জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি মিথ্যা। এই ক্ষেত্রে, ঈশ্বর-ঈশ্বর হবেন না– ঈশ্বর সেই ব্যাক্তি হবেন না যিনি সব কিছুর স্থির করেছেন, যার একটি চিরন্তন অপরিবর্তনীয় আদেশ/ফরমান (decree) রয়েছে যেখানে তিনি যা ঘটবে তা আদেশ দেন। এর দ্বারা-তাঁর কেবল জ্ঞানের অভাব হবে না, তাঁর শক্তির অভাব হবে, তাঁর প্রজ্ঞার অভাব হবে, তাঁর উত্তমতার অভাব হবে এবং এর থেকে প্রবাহিত হতে পারে এমন একটি সম্পূর্ণ বহুমুখী স্রোত রয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। লোকেরা কখনও কখনও মনে করে যে তারা উদ্ভাবনী এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং সৃজনশীল, যখন তারা এই ধরণের কথা বলে, যে ঈশ্বরের জ্ঞান উন্মুক্ত এবং অসম্পূর্ণ, কিন্তু এটি একটি ত্রুটি যা বিপর্যয়মূলক সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং সত্য হল ঈশ্বরের জ্ঞান

ব্যাপক, অসীম, শাশ্বত, নিখুঁত, অপরিবর্তনীয়। ঈশ্বরের জ্ঞান এমন যে তিনি সব জানেন।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখতে পারি। প্রয়োগের প্রথম বিন্দুটি আমাদের বিস্মিত করা উচিত নয় এবং এটি আমাদের নম্র করে।এই সত্যগুলো নম্রতা উৎপন্ন করে আমাদের প্রভাবিত করে। আপনি যদি এই বক্তৃতায় ফিরে যান, যেখানে আমরা এই বক্তৃতা শুরু করেছি, গীতসংহিতা ১৩৯:১৭-১৮-এ বলা হয়েছে, "হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান। তাহার সমষ্টি কেমন অধিক! গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহু সংখ্যক হয়; আমি যখন জাগিয়া উঠি, তখনও তোমার নিকটে থাকি।" গীতরচক ঈশ্বরের মহিমা এবং মহিমাতে নম্রতার অনুভূতিতে অভিভূত হচ্ছেন। এটা আকর্ষণীয় যে গীতসংহিতা ১৩৯-এর ছন্দপতন আছে, অর্থাৎ এটি একই বিন্দু দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়, তাৎপর্য হল, ঈশ্বর আমাদের অনুসন্ধান করেন। তিনি আমাদের অনুসন্ধান করেন, তিনি আমাদের চেনেন। এই গীতসংহিতার শেষে, আমরা বলি, "হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর।" তিনি আমাদের ভিতরের পাশাপাশি আমাদের বাইরেও অনুসন্ধান করেন। এটি নম্রতাকে আরও শক্তিশালী করে। ঈশ্বর আমাদের আত্মার গভীরতম ফাটলের মধ্যে সবই জানেন– আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আরও অনেক কিছু, ভাল এবং পাপী উভয়ই। তাই আমরা ঈশ্বরের হাতের নিচে নত হয়েছি। আমরা তাঁর মহিমার অধীনে নত।

ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বিতীয় বিন্দুটি তার সাথে সম্পর্কিত যাকে কিছু বয়স্ক লেখক ব্যবহারিক নাস্তিকতা বলে। আমরা সবাই জানি নাস্তিকতা কী– নাস্তিকতা হল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। ব্যবহারিক নাস্তিকতা একই রমক কিন্তু এক নয়। ব্যবহারিক নাস্তিকতা প্রকাশ করা হয় এমনকি যখন একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন একজন বিশ্বাসী হতে পারে যিনি জীবিত এবং সত্য ঈশ্বরকে জানেন, বাইবেলের ত্রিত্ব ঈশ্বর কে জানেন, কিন্তু কার্যত তারা নাস্তিকদের মতো চিন্তা করছেন বা কাজ করছেন। তারা কথা বলছেন, জীবনযাপন করছেন এবং এমনভাবে করছেন যেন প্রভু উপস্থিত ছিলেন না। এটা একটা সমস্যা। আমাদের ব্যবহারিক নাস্তিকতার মোকাবিলা করতে হবে কারণ এটি আমাদের জীবনে অভিব্যক্তি খুঁজে পায়। আমরা তা করি ঈশ্বরের উপস্থিতির অনুভূতি গড়ে তোলার মাধ্যমে। আমাদের স্মরণে আনতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের সমস্ত চিন্তায়, আমাদের সমস্ত কথাবার্তায়, আমাদের সমস্ত কর্মে উপস্থিত আছেন। আমাদের তাঁর উপস্থিতির সেই অনুভূতি বজায় রাখতে হবে। আমাদের ভুলে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের বলতে হবে, আদিপুস্তকের বইয়ের ভাষায়, "তুমি, ঈশ্বর, আমাকে দেখো।" নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি ঈশ্বরের সামনে এমনটা ভাববেন, কথা বলবেন বা করবেন যা আপনি মানুষের সামনে কখনও করবেন না? হিতোপদেশ ১৫:৩ বলে, "সদাপ্রভুর চক্ষু সর্বস্থানেই আছে, তাহা অধম ও উত্তমদের প্রতি দৃষ্টি রাখে।" ঠিক আছে, অনুতপ্ত অবিশ্বাসীদের জন্য এটি একটি ভয়ঙ্কর সংবাদ। কেন? কারণ প্রভু সমস্ত পাপ জানেন এবং কোন পলাতক প্রভুর কাছ থেকে পালাতে পারে না। তিনি সব দেখেন, তিনি সব জানেন এবং তিনি সব ক্ষমতার অধিকারী। তবে তৃতীয়ত, এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি সান্ত্বনাও বটে। সত্য যে প্রভু সর্বত্র আছেন, সত্য যে প্রভু সর্বশক্তিমান এবং তিনি সর্বজ্ঞ, এটি একটি সান্ত্বনা। এটি প্রলোভনের মধ্যে একটি সান্ত্বনা এবং এটি দুঃখের মধ্যে একটি সান্ত্বনা। ২ বংশাবলী ১৬:৯-এ, আমরা পড়ি "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে।" এতে প্রভু আমাদের সান্ত্বনা দেন। আমাদের তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, পাপ এত শক্তিশালী বলে মনে হয়; প্রলোভন মাঝে মাঝে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর আরও শক্তিশালী এবং তিনি জানেন যে আমরা নিজেদের এই সমস্ত পরিস্থিতিতে খুঁজে পাই। ১ পিতর ১:৫ আমাদেরকে "ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ, যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে" এটি জ্ঞাত করে। প্রভু আমাদের সমস্ত দুঃখ, আমাদের সমস্ত কষ্ট, আমাদের সমস্ত সীমাবদ্ধতা এবং আমাদের দুর্বলতাগুলি জানেন– আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হই যা তিনি জানেন। তিনি সেসব দেখেন। তিনি আসলে এই সমস্ত জিনিসের মাঝে তাঁর লোকেদের সাথে আছেন। আপনি গীতসংহিতা ২৩-এ এটি সম্পর্কে গান করেন– এমনকি "মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকায়" প্রভু তাঁর লোকেদের সাথে আছেন; তার লাঠি এবং তার পাঁচনি/যষ্টি, তারা তাদের সান্ত্বনা

দেয়। তাই তিনি তাদের পরীক্ষায় তাঁর লোকেদের সাথে উপস্থিত থাকেন এবং তিনি তাদের ধরে রাখতে এবং তাদের সাহায্য করার জন্য শক্তিশালী; তাদের দুঃখে এবং কষ্টের মধ্যে ধরে রাখেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের উদ্ধার করেন।

চতুর্থত, এই শিক্ষাতত্ত্বগুলোও পবিত্রতার প্রচার করে। তারা প্রভুর ভয় গড়ে তোলে। প্রভুর ভয় হল তাঁর উপস্থিতির একটি চেতনা এবং একটি সচেতনতা যে তিনি অতীন্দ্রিয়– আমাদের অনেক উপরে তবুও তিনি এখনও আমাদের সাথে– এবং তিনি আমাদের কাছ থেকে এসবের জ্ঞান প্রত্যাশা করেন। এই শিক্ষাতত্ত্বগুলি খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতাকে সাহায্য করে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রার্থনার মধ্যে যে বিভ্রান্তির সম্মুখীন হই এবং গীতসংহিতাগুলিতে তাঁর প্রশংসা গাইতে এবং তাঁর বাক্য পাঠ ও প্রচারের অধীনে বসে থাকি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ঈশ্বর উপস্থিত আছেন, ঈশ্বর সব দেখছেন, ঈশ্বর তাঁর শক্তি প্রয়োগ করছেন। এটি আমাদের সাহায্য করে যখন আমরা আমাদের প্রার্থনার কক্ষে, গোপন স্থানে বা তাঁর লোকেদের জনসভায় যায়। এটি আমাদের সাহায্য করে এবং আমাদেরকে ঈশ্বরীয় ভয়ে তাঁর সামনে চলতে সক্ষম করে। "মানুষের ভয় একটি ফাঁদ নিয়ে আসে, "কিন্তু প্রভুর ভয় জ্ঞানের শুরু।" এটি "জ্ঞানের শুরু" এটা ঈশ্বরের লোকেদেরকে সাহসী সাক্ষ্য দিতে সক্ষম করে, এমনকি তাদের মুখেও যারা হয়তো ভ্রুকুটি করে বা আরও খারাপভাবে তাদের তাড়না করে।

পঞ্চমত, এই গুণাবলীর জ্ঞান আমাদের উপাসনার দিকে নিয়ে যায়। যাত্রাপুস্তক ১৫:১১-এ আমরা পড়ি, "হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য? কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী?" ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরের অধ্যয়ন, ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে প্রতিফলন এবং শিক্ষা আমাদের অবশ্যই তাঁর উপাসনা করতে পরিচালিত করবে। এটি অবশ্যই আমাদের হৃদয় এবং আমাদের মুখকে তাঁর প্রশংসা এবং আরাধনায় পূর্ণ করবে। এই ঈশ্বরকে জানার জন্য, তাঁকে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁকে সত্যিকারভাবে জানার জন্য আমাদের বিস্মিত, সশ্রদ্ধ ভয় এবং আনন্দিত হওয়া উচিত।

উপসংহারে, এই বক্তৃতায় আমরা ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে আরও খুলে ধরেছি। আমরা ঈশ্বরের সর্বজনীনতা, তাঁর সর্বশক্তিমানতা এবং তাঁর সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে শিখেছি। পরবর্তী বক্তৃতায় আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা চালিয়ে যাব, যার ফলে জীবিত এবং প্রকৃত ঈশ্বর কে, তা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ হবে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৭

ঈশ্বরের গুণাবলী, তৃতীয় খণ্ড

প্রত্যেকেই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়– উদাহরণস্বরূপ, একটি চমৎকার সূর্যাস্তের দৃশ্য। লোকেরা থামবে এবং দেখবে এবং দেখবে বৈচিত্র্যময় রঙ এবং সুন্দর বর্ণগুলি যা সূর্য দিগন্তের নীচে পড়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়। অন্যরা থামবে এবং একটি ফুলের সমস্ত সুন্দর পাপড়ি এবং এটি যে রঙ এবং গঠনের প্রতিনিধিত্ব করে তার অধ্যয়ন করবে। আপনি একটি নবজাত শিশুর সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছেন, বা একজন বিখ্যাত শিল্পীর মাস্টারপিস, যাদুঘরে ঝুলানো একটি চিত্রকর্মের বিশদটি দেখেছেন। কিন্তু কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে সৌন্দর্য দর্শকের চোখে; যে, সৌন্দর্য সবসময় এবং শুধুমাত্র ব্যাক্তি কেন্দ্রিক। এখন, যদিও স্বাদের কিছু বিষয় মানুষের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে, বাইবেল আমাদের শেখায় যে একটি বস্তুগত সৌন্দর্য আছে; যে ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃত সৌন্দর্যের চূড়ান্ত উৎস, আদর্শ এবং সর্বোত্তম প্রদর্শন। তিনি সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্য সংজ্ঞায়িত করেন। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ২৯:২-এ, আমরা গান করি, "সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার নামের গৌরব কীর্তন কর; পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর।" আপনি গীতসংহিতা ৯৬:৯ এবং অন্যত্র একই জিনিস দেখতে পান। স্বর্গের স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের সৌন্দর্য ধারণ করে এবং তাঁর উপাসনা ও প্রশংসা করা নিয়ে ব্যস্ত। এই পৃথিবীতে, বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের দ্বারা সেই সৌন্দর্য দেখতে পায় এবং গৌরবে, অবশ্যই, তাদের প্রধান আনন্দ অনন্তকালের জন্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আনন্দদায়ক হবে। ঈশ্বর তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা জীবের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন যে তিনি কে এবং তিনি কি করেন।

ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন হল ঈশ্বরের মহিমার সৌন্দর্যের অধ্যয়ন। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরকে দেখার আরেকটি জানালা প্রদান করে। কী এক বিশেষ সুযোগ এবং কী আনন্দ– ঈশ্বর তাদের জন্য প্রসারিত করেন যারা আমাদের মতো অযোগ্য।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউল বা পাঠের বক্তৃতাগুলির এই সিরিজটি ঈশ্বরের মতবাদের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত এবং উদ্দেশ্য হল বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। শেষ কয়েকটা বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক গুণাবলী অন্বেষণ করেছি। উদাহারণস্বরূপ, পূর্ববর্তী বক্তৃতায়, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর সর্বত্র– উপস্থিত, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ হওয়ার অর্থ কী। বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ঈশ্বরের অন্যান্য কিছু গুণাবলীর একটি নির্বাচিত সংখ্যক গুণের আলোচনা করব– আমরা তাদের সাতটি বিবেচনা করব। ঈশ্বরের গুণাবলীর উপর এই তিনটি বক্তৃতা একসাথে একটি সম্পূর্ণ তালিকা বা অধ্যয়ন হিসাবে কাজ করে না; বরং, তারা এমন উদাহরণ প্রদান করে যা শাস্ত্রে প্রকাশিত ঈশ্বরের অন্যান্য গুণাবলীর আরও তদন্তে আপনাকে সাহায্য করে।

তাই আমরা শুরু করব, প্রথমত, ঈশ্বরের স্বর্গীয় গুণাবলী সম্বন্ধে আমাদের আরও বিবেচনার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখার মাধ্যমে। আপনি চাইলে আমার সাথে বের করুন, যাত্রাপুস্তক ৩৪:৫-৮, যেখানে আমরা এই শব্দগুলি পড়ি, "তখন সদাপ্রভু মেঘে নামিয়া সেই স্থানে তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিলেন। ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান।' তখন মোশি ত্বরা করিলেন, ভূমিতে নতমস্তক হইয়া প্রণিপাত করিলেন।" এখন আপনি হইতে এখানে কী প্রসঙ্গে কথাগুলি বলা হয়েছে সম্ভবত তা অবগত আছেন। এই পাঠ্যটি এমন সময়ে আসে যখন ঈশ্বর দ্বিতীয়বার দশটি আদেশ প্রদান

করছিলেন। মোশি প্রথম দুটি প্রস্তর ফলক ভাঙ্গার পর, তিনি আরও দুটি প্রস্তর ফলক পাহাড়ে ফিরিয়ে আনলেন। সুতরাং ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ব্যবস্থা প্রদান এবং তাঁর মহিমা প্রকাশের মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছে। ঈশ্বরের এই প্রকাশ যা আমরা এইমাত্র পড়েছি তা তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর আজ্ঞা দেওয়ার প্রসঙ্গে ঘটে। আপনি যদি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ফিরে যান, যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৩ -তে, সেখানে মোশি বলছেন, "ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্য আমাকে তোমার পথ সকল জ্ঞাত কর এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা, ইহা বিবেচনা কর।" তারপরে মোশি ১৮ পদে এগিয়ে যান, "তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও।" আর প্রভু এই বলে উত্তর দেন "আমি আমার সমস্ত মঙ্গল তোমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাব এবং আমি তোমার সামনে প্রভুর নাম ঘোষণা করব।" এখন লক্ষ্য করুন যে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের অধ্যয়নে যা দেখেছি তার সাথে এটি কীভাবে সংযুক্ত। সর্বপ্রথম, তিনি তাঁর গুণাবলীর প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত "প্রভুর নাম" ঘোষণা করেছিলেন। সেখানেই আমরা শুরু করেছি, তাই না? আমরা ঈশ্বরের নামগুলির অধ্যয়ন দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং তারপরে সেই থেকে ঈশ্বরের গুণাবলীর অধ্যয়নের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তবে আমাদের কাছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু বর্ণনাও রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু নাম দ্বারা তালিকাভুক্ত করা হয়, অন্যগুলি বর্ণনা করা হয়। এটি ঈশ্বরের করুণা এবং তাঁর দয়া এবং তাঁর দীর্ঘসহিষ্ণুতা এবং তাঁর মঙ্গল ও সত্যের কথা বলে। তারপরে এটি তাঁর বিশ্বস্ততা এবং তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর পবিত্রতা এবং তাঁর ন্যায়বিচারকে বর্ণনা করে। ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশ করছিলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত দাস মোশির কাছে নিজেকে প্রকাশ করছিলেন। ঈশ্বর কে তিনি কী করেন সে সম্বন্ধে স্বয়ং প্রকাশ করেছেন। তিনিই হলেন সেই ব্যাক্তি যিনি করুণা করেন, তিনিই হলেন সেই ব্যাক্তি যিনি পাপ ক্ষমা করেন, অপরাধীকে দণ্ড দেন, পাপের শাস্তি দেন ইত্যাদি। তাই আমরা শিখি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটিকে প্রথমিকতা দিয়ে আমরা শিখি ঈশ্বর কে, যেন তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে তিনি কী করেন।

কিন্তু আমরা অন্য কিছু দেখি। এই মডিউলে আমরা এখন পর্যন্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করেছি তা ঈশ্বরের একা থাকার সম্পর্কিত; অর্থাৎ ঈশ্বর বহির্ভূত এগুলি দৃশ্যমান নয়। মনে রাখবেন, শেষ দুটি বক্তৃতায়, আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর স্ব-নির্ভর এবং স্ব-অস্তিত্বশীল। এটি অন্য কারও ক্ষেত্রে সত্য নয়। আমরা পরাধীন, স্বর্গদূতেরা নির্ভরশীল, সৃষ্টির সবকিছুই পরনির্ভরশীল। ঈশ্বর চিরন্তন, কিন্তু সৃষ্টির সবকিছুই চিরন্তন হতে পারে না। ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, আমরা পরিবর্তনশীল, আমরা পরিবর্তনাধীন। ঈশ্বর আবেগ হীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী-তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এটা কোন প্রাণীর বিষয়ে বলা যাবে না। তিনি সর্বশক্তিমান, বা সর্ব শক্তিশালী। এটিও অন্য কারো বিষয়ে বলা যাবে না। তিনি সর্বজ্ঞ-তিনি সম্পূর্ণরূপে সবকিছুই তার চুরান্তে জানেন এবং তিনি এটি একই সাথে জানেন। এগুলি স্বর্গের স্বর্গদূতদের, কোন মানুষের বা অন্য কোথাও কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এখানে এই অনুচ্ছেদে, যাত্রাপুস্তক ৩৪-এ, আমরা অন্যান্য ঐশ্বরিক গুণাবলী আবিষ্কার করি যা মূলত ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যা তিনি সার্বভৌমভাবে এবং সাদৃশ্যভাবে প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করেন। সুতরাং, পবিত্র স্বর্গদূতেরা এবং বিশ্বাসীরা উভয়কেই ভাল এবং পবিত্র এবং ন্যায়, সত্য, বিশ্বস্ত, করুণাময়, প্রেমময় ইত্যাদি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন স্বর্গদূত এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের মতো এগুলি ধারণ করতে পারে না, তবে তারা তাদের মধ্যে ঈশ্বরের একটি উদ্ভূত সাদৃশ্য বহন করে। তাঁর বিনম্র অনুগ্রহে, ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর নিজের সাদৃশ্যের ছাপ প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে নিজেকে মহিমান্বিত করতে সন্তুষ্ট হন। এটি ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কী করেন তার সঙ্গে বিশ্বাসীরা কী হবে এবং তারা ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য কী করবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং আপনি দেখুন, যাত্রাপুস্তক ৩৪ -এ বর্ণীত বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত ঈশ্বরের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বর্গদূত এবং খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের মধ্যেও এর অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রকাশনের প্রথম এবং সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়া মোশির মধ্যে দেখা যায়, আমরা এটি সেই অনুচ্ছেদে পড়ি। এতে বলা হয়েছে, "এবং মোশি তাড়াহুড়ো করলেন এবং ভূমিতে মস্তক নত করলেন এবং উপাসনা করলেন।"

এই বক্তৃতায়, আমরা এইমাত্র যা বর্ণনা করেছি তার রেখা বরাবর আরও সাতটি ঐশ্বরিক গুণের উপর

আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব। আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান, পবিত্রতা, ন্যায়বিচার, তাঁর সততা, উত্তমতা, প্রেম এবং দয়া বিবেচনা করব।

দ্বিতীয়ত, আসুন এই সাতটি ঐশ্বরিক গুণাবলীর শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করি। আবার লক্ষ্য করুন যে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ১-এ যা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, সেইসাথে, উদাহরণ স্বরূপ, সংক্ষিপ্ত ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ও উত্তর ৪ -এ যা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তাতে এগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি বিবেচনা করব, একবারে একটি করে।

প্রথমত, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক জ্ঞান। বাইবেল প্রভুকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হিসাবে বর্ণনা করে এবং অন্যত্র "একমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বর" হিসাবে বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি রোমীয় ১৬:২৭ বা ১ তিমথি ১:১৭ বা যিহূদা ২৫ বা প্রকাশিত বাক্য ৫:১২ এবং অন্যান্যগুলিতে দেখতে পারেন। ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলীর মতো, আমরা তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধার সাথে দেখতে পাই যে তিনি নিখুঁতভাবে, অসীমভাবে, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং অতুলনীয় জ্ঞানী। রাজাদের, ব্যবসার মালিকদের এবং অন্য লোকেদের বিপরীতে ঈশ্বরের কোন পরামর্শদাতা নেই তাঁকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য। যিশাইয় ৪০:১৩ এই বিষয়ে কথা বলে, যেমন পৌল বলেন, রোমীয় ১১:৩৪-এ। ঈশ্বর তাঁর জ্ঞানের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভর করেন না– তিনি অন্য কারো কাছ থেকে পরামর্শ খোঁজেন না। প্রজ্ঞা হল ঈশ্বরের সমস্ত কিছু পরিচালনা এবং আদেশ করার ক্ষমতা। এটি জ্ঞানের দক্ষ পরিচালনা এবং প্রয়োগ। জ্ঞান এবং বুদ্ধির মধ্যে এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রাণীদের মধ্যে অনেক জ্ঞান এবং অল্প বুদ্ধি থাকা সম্ভব। কিছু লোক হয়তো অনেক কিছু জানে কিন্তু তারা জানে না কিভাবে সেই জ্ঞানকে পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিতে, ঈশ্বর সব কিছুকে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং তিনি সমস্ত কিছুকে তাঁর নিজের মহিমা এবং আমাদের উত্তমতার দিকে পরিচালিত করেন– এটিই আপনি ইফিষীয় ১:১১ এবং রোমীয় ৮:২৮-এ দেখতে পান। ঈশ্বর সঠিক সময়ে এবং সঠিক উপায়ে সবকিছু করেন– দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪, উপদেশক ৩ ইত্যাদি। সৃষ্টির ক্রম ও সৌন্দর্যে ঈশ্বর তাঁর বুদ্ধি প্রদর্শন করেন। আমরা গীতসংহিতা ১০৪-এ এটি সম্পর্কে গান করি এবং আপনি যিরমিয় ১০:১২-এ ভাববাদীকে এটি সম্পর্কে কথা বলতে দেখেন। আপনি যখন সৃষ্টির দিকে তাকান, এটি ঈশ্বরের কাজ এবং আপনি সেই হস্তকর্মের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক বুদ্ধির চিহ্ন দেখতে পান। যেভাবে তিনি জিনিসগুলি তৈরি করেছেন এবং সেগুলিকে একত্রিত করেছেন, তারা যেভাবে কাজ করে, তারা যে উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশন করে, তারা যে শেষে যা সম্পাদন করে– আপনি যেখানেই তাকান তা বুদ্ধি প্রদর্শন করে। ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞার পাশাপাশি তাঁর সার্বভৌম কার্যাবলীর মাধ্যমে, সবকিছুকে টিকিয়ে রাখতে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে, ইতিহাসে তাঁর পরিকল্পনার প্রকাশের মাধ্যমে দেখান। যোষেফের জীবনের উদাহরণ আশ্চর্যজনক, তাই না? সমস্ত মোচড় এবং বাঁক, বিস্ময় ঘটনাগুলি যা বিপত্তির মত দেখায়– কিন্তু প্রভু আদেশ দিচ্ছেন, তিনি এই সমস্ত কিছুর আয়োজন করছেন, যাতে ঈশ্বরের মহিমা এবং তাঁর লোকেদের ভালোর জন্য সমাপ্তি ঘটানো যায়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর বুদ্ধিকে প্রধানভাবে প্রদর্শন করেন। পৌল ১ করিন্থীয় ১-এ এবং ইফিষীয় ৩-এ এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন, কারণ, খ্রীষ্টের ক্রুশে, পিতা প্রতিটি ঐশ্বরিক গুণকে একই সাথে এমনভাবে সম্মান করেছিলেন, যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করেছিল এবং পাপীদের পরিত্রাণ এনেছিল। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর সংরক্ষণ ও শাসনের মাধ্যমে যুগে যুগে তাঁর বুদ্ধি প্রদর্শন করে চলেছেন। তাই প্রথমত, আমরা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক বুদ্ধি দেখতে পাই।

দ্বিতীয় গুণ হল ঈশ্বরের পবিত্রতা। এখন, পবিত্রতার দুটি অংশ, দুটি ধারণা রয়েছে: প্রথমটি পৃথককতার ধারণা এবং দ্বিতীয়টি শুদ্ধতার। তাই ঈশ্বর বাকি সৃষ্টি থেকে পৃথক। এটি হল স্রষ্টা/প্রাণীর পার্থক্য যা আমরা পূর্বেই বলেছি। যা সাধারণ তা থেকে তিনি পৃথক। এখন আমরা সেই প্রসঙ্গেই "পবিত্র" শব্দটি ব্যবহার করি। আমরা এর সাথে পরিচিত। আমরা পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে কথা বলি কারণ এটি এমন একটি বই যা অন্য সমস্ত বই থেকে আলাদা, অথবা আমরা পবিত্র নৈশভোজ– (খ্রীষ্টের শেষ ভোজ) কমিউনিয়নকে উল্লেখ করি, কারণ এটি অন্য সমস্ত নৈশভোজ থেকে আলাদা। ঈশ্বরের লোকেরা পবিত্র লোক– তারা বাকি বিশ্বের থেকে পৃথক। বিশ্রামবার একটি পবিত্র দিন কারণ এটি অন্য ছয়টি থেকে আলাদা। তাই পৃথকীকরণের এই ধারণা আছে। উদাহারণস্বরূপ আপনি মনে করুন, যিশাইয় ৬ যেখানে স্বর্গদূতেরা বলছে, "পবিত্র পবিত্র, পবিত্র,

বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু।" যাইহোক, যিশাইয় ৬ হল ত্রিত্ববাদী উপাসনার পটভূমি যা প্রকাশিত বাক্য ৪ এবং ৫-এ আবার বর্ণিত হয়েছে। পবিত্রতার দ্বিতীয় উপাদান হল বিশুদ্ধতা– ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ বা নৈতিক বিশুদ্ধতা। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি কোন পাপ বা কোন পাপের দাগ বিহীন। তিনি তাঁর মহিমা দ্বারা, তাঁর মহিমা জন্য পৃথকীকৃত। জন ওয়েন, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ পিউরিটান, বলেছিলেন, "এই জ্বলন্ত পবিত্রতা তাঁর সিংহাসন থেকে প্রবাহিত হয়, দানিয়েল ৭:১০ এবং এখনকার মতো অভিশাপ ও পাপের অধীনে সমগ্র সৃষ্টিকে দ্রুত গ্রাস করবে, যদি তা যীশু খ্রীষ্টের অন্তর্নিহিত না হয়।" সুতরাং, দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশুদ্ধতা আছে।

তৃতীয়ত, আমাদের ঈশ্বরের ন্যায়বিচার আছে। প্রভু একজন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর এবং একজন ন্যায় বিচারক এবং একজন ন্যায়সঙ্গত ত্রাণকর্তা। ন্যায়বিচার বলতে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেওয়ার ঈশ্বরের অবিচল ইচ্ছাকে বোঝায়– অন্য কথায়, লোকেরা যা তাদের প্রাপ্য তা পায়। উদাহারণস্বরূপ, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার পাপের শাস্তি দাবি করে। ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক পূর্ণতাকে অস্বীকার না করে দোষী ছারপত্র দিতে পারেন না, যেমন নহুম ১ আমাদের বলে। ঈশ্বর পাপের প্রতি উদাসীন হতে পারেন না– তিনি অন্য দিকে তাকাতে পারেন না। আমরা যখন ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কে চিন্তা করি, ঈশ্বরের ক্রোধ আসলে ঈশ্বরের এই সত্যতা প্রতিপাদনকর বিচারের (vindictive justice) শিরোনামের অধীনে পড়ে। এটি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের এক অভিব্যাক্তি। পৌল, রোমীয় ১:১৮ এবং ৩২ এবং ২ থিষলনীকীয় ১:৬-এ এই বিষয়ে কথা বলেছেন। পাপীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ অনিবার্যভাবে ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর অপরিবর্তনীয়তা এবং তাঁর ন্যায়বিচার থেকে প্রবাহিত হয়। প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃতি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে, ন্যায়বিচারের একটি প্রদর্শন। আমরা এই শিক্ষার ব্যবহারিক বিবেচনার অধীনে এটিতে ফিরে আসব। কিন্তু আপনি মনে রাখবেন, ঠিক এই মুহূর্তে, গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রার্থনা, যখন তিনি বলেছিলেন, "যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে যাক।" কিন্তু পেয়ালাটি তাঁর কাছ থেকে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ পাপীদের মুক্ত করার জন্য পাপের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে বহাল রাখতে হয়েছিল। যদি অন্য উপায় থাকতো, তাহলে অন্য উপায় করা যেত, কিন্তু সেখানে কোন অন্য উপায় ছিল না। রোমীয় ৩:২৫ এটা স্পষ্ট করে। এটাই ঈশ্বরের ন্যায়বিচার।

চতুর্থত, আমাদের কাছে ঈশ্বরের সত্যতা রয়েছে– এটি সত্যের কথা বলে। ঈশ্বর সত্য। সত্য ঈশ্বর হলেন সত্যের ঈশ্বর। এটি বাইবেলের সর্বত্র বলা হয়েছে। আমরা গীতসংহিতা মধ্যে এটি সম্পর্কে গান (গীত ৩১:৫) গায়; আপনি এটা ভাববাদীদের মধ্যে দেখতে পান (যিরমিয় ১০); আপনি এটি সমগ্র সুসমাচারের এবং পত্রের এবং আরও অনেক কিছুতে দেখতে পান। ঈশ্বরই সমস্ত সত্যের ভিত্তি এবং মানদণ্ড। ঈশ্বর ছাড়া সত্যের ধারণা অর্থহীন। আমরা আরও জানি যে, যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের দেহধারী সত্য। যীশু বলেছেন, "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন"। ঈশ্বর তাঁর কথার মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর সত্য প্রকাশ করেন– পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে: যোহন ১৭, "তোমার সত্যের মাধ্যমে তাদের পবিত্র কর: তোমার বাক্য সত্য।" আমরা জানি, অবশ্যই, ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। ইব্রিয় ৬ এবং তীত ১ আমাদের তা বলে। অতএব, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত এবং আমাদের নির্ভরতার একমাত্র উপযুক্ত কেন্দ্র, কারণ তিনি শব্দের প্রতিটি অর্থে সত্য। এটি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার সাথেও সম্পর্কিত। ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা তাঁর সত্যতা বা তাঁর সত্যের সঙ্গে আবদ্ধ এবং এটি শাস্ত্রে চুক্তির ধারণার সাথে আবদ্ধ। দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯, গীতসংহিতা ৮৯:৮ এবং আরও অনেক, অনেক অনুচ্ছেদ এটিকে পরিষ্কার করে।

পঞ্চমত, আমাদের ঈশ্বরের ঐশ্বরিক উত্তমতা রয়েছে। আবারও, ঈশ্বর কেবল উত্তম জিনিসই করেন না, কিন্তু ঈশ্বরও উত্তম। তিনিই মঙ্গলময়। গীতসংহিতা ১১৯:৬৮-এ, আমরা গান করি, "তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী।" তিনি উভয়ই উত্তম এবং সেইজন্য তিনি যা উত্তম তা করেন। এটি আকর্ষণীয়, কারণ গীতসংহিতার বইটি অন্য যেকোন গুণের চেয়ে ঐশ্বরিক মঙ্গলকে বা উত্তমতাকে বেশি তুলে ধরে বলে মনে হয়। অন্যান্য সমস্ত গুণাবলী গীতসংহিতার বইতে রয়েছে, তবে এটি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়। এটি আমাদের কাছে সত্যিই আশ্চর্যজনক নয় কারণ আমরা এই বক্তৃতার শুরুতে যা দেখেছি, যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮-১৯ এ;

মোশি যখন ঈশ্বরকে তাঁর মহিমা দেখানোর জন্য অনুরোধ করছিলেন, তখন প্রভু বলেছেন যে তিনি তাঁর সমস্ত মঙ্গলকে তাঁর সামনে দিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর মঙ্গলতা বা উত্তমতা তাঁর মহিমা। উত্তমতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বরের এই উত্তমতা তাঁর প্রেম, তাঁর করুণা এবং তাঁর দয়া-কে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রযোজ্য। এগুলি ঈশ্বরের উত্তমতার প্রদর্শন। আমরা এটি অনেক জায়গায় দেখতে পাই। আপনি সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল প্রদর্শন দেখতে পান। মনে রাখবেন, আদিপুস্তক ১-এ, আপনি প্রতিটি দিনের শেষে যান এবং আমাদের বলা হয়, "এবং ঈশ্বর দেখেছেন যে এটি উত্তম।" একেবারে শেষের দিকে, ষষ্ঠ দিনের শেষে, তিনি যা কিছু তৈরি করেছিলেন তার দিকে তাকালেন এবং তিনি বলেছিলেন যে এটি "অতি উত্তম"। সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল দেখা যায়। এটি তাঁর সংরক্ষণে দেখা যায় (গীতসংহিতা ১৪৫:১৫-১৬)। এটি বিশেষত ঈশ্বরের মুক্তির কাজে দেখা যায়।

ষষ্ঠত, ঈশ্বর প্রেম। ষষ্ঠ গুণ হল ঐশ্বরিক প্রেম। "ঈশ্বরই ভালবাসা।" এটি একটি সরাসরি উদ্ধৃতি-১ যোহন ৪:৮ এবং ১৬ উভয়ই বলে, "ঈশ্বর প্রেম।" তাঁর যা আছে তা নয়, তিনি যা করেন তা নয়, তবে তিনি কে। আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের উল্লেখ ছাড়া প্রেম সম্পর্কে কথা বলতে পারি না। এমনকি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসীর ভালবাসা তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার পরে আসে। "আমরা তাঁকে ভালবাসি কারণ তিনি প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।" তাই আমরা ঈশ্বরের সাথে শুরু করি, যিনি প্রেমের অক্ষয় ঝর্ণা এবং আমরা লক্ষ করি যে ঈশ্বর নিজেকে সর্বোত্তম এবং চিরন্তনভাবে ভালবাসেন। যোহন ১৭:২৬ এর মত স্থানগুলি অনন্তকাল থেকে পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসার কথা বলে এবং অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে এই উল্লেখ রয়েছে। ঐশ্বরিক সমষ্টির মধ্যে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নিবাসে একটি নিখুঁত প্রেম রয়েছে। ঈশ্বর নিজেকে পরম ভালোবাসেন। যদি তিনি না করেন তবে তিনি ঈশ্বর হতেন না, কারণ তিনি যদি অন্য কিছুকে বেশি ভালোবাসতেন তবে তিনি যে জিনিসটিকে বেশি ভালোবাসতেন সেটিই ঈশ্বর হয়ে উঠবে।কিন্তু তিনি সেই প্রেমকে নিজের বাইরে প্রকাশ করার জন্যও বেছে নিয়েছিলেন এবং আরও, এটি প্রকাশ করার জন্য এবং এটিকে ভ্রষ্টচারী (depraved) (যে নিজে থেকে নিজের ভালোর জন্য কিছু করতে পারেনা, অধার্মিক, শত্রুদের উপর স্থাপন করেছিলেন– নির্বাচিতদের, যাদের তিনি মুক্তি দিতে এসেছিলেন। ঈশ্বরের প্রেমের প্রাপ্তিতে বিশ্বাসীর অযোগ্যতা– ঈশ্বরের ভালবাসাকে তাদের কাছে আরও সুন্দর করে তোলে।

সপ্তম এবং সবশেষে, আমাদের কাছে আছে দয়া– ঈশ্বরের দয়া। দয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে উপস্থিত হয়। অনুগ্রহ মানুষের পাপকে সম্বোধন করে, যেখানেই দয়া তাদের দুর্দশা সম্বোধন করে। পাপ এবং দুর্দশা প্রায়শই একসাথে রাখা হয় এবং তাই অনুগ্রহ এবং দয়াও একসাথে রাখা উচিত– পাপের প্রসঙ্গে অনুগ্রহ, দুর্দশা ক্ষেত্রে দয়া। পতনের আগে ঈশ্বর আদমের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার প্রতি দয়া করেননি, কারণ সেই সময়ে কোন দুর্দশা ছিল না। ঈশ্বরের দয়া, আমাদের বলা হয়, এটি বিনামূল্যে। ঈশ্বর সকল সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ এবং অস্থায়ী করুণা উভয়ই ব্যবহার করেন। গীতসংহিতা ১০৪:২৭ এর মতো স্থানগুলি এটিকে পরিষ্কার করে। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টে তাদের অনন্ত জীবন দান করার মাধ্যমে তাঁর নির্বাচিতদের জন্য একটি বিশেষ এবং চিরন্তন দয়া করেন। ঈশ্বরের দয়া বিশ্বাসীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল, যার দিকে তারা দৌড়ায়। কিন্তু এটা অবিশ্বাসী ও অনুতপ্তহীনদের আশ্রয়স্থল নয়।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্বগুলিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আমরা সংক্ষেপে এটি করব। প্রথমত, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গে, এমন কিছু লোক আছে যারা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবে, "ঈশ্বর কীভাবে ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারেন এবং অপরাধীকে দোষী নয় বলে ঘোষণা করতে পারেন?" তাহলে যারা পরিত্রাণ পায়, তাদেরকে অপরাধী নয় বা অপরাধী কীভাবে সেটি ঘোষণা করা যায়? এটা মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বর একজন পাপী লোককে নিজের সাথে মিলিত করার জন্য নিজের ন্যায়বিচারকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তাই আপত্তি হল একটি সংযোগ বিচ্ছিন্নতা, বা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং তাঁর মুক্তির মধ্যে বিরোধিতা আছে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর আমাদের সুসমাচারের মূলে নিয়ে যায়। ঈশ্বর নিজে যা তা হওয়া বন্ধ করতে পারেন না। পৌল বলেছেন যে ঈশ্বর উভয়ই ন্যায়পরায়ণ এবং অধার্মিকদের ন্যায়বিচারক। এটা কিভাবে হয়? সমস্ত পাপের শাস্তি হওয়া উচিত এবং যারা আদমের অবিশ্বাসী সন্তান, তারা সেই শাস্তি পায়– তারা অনন্তকালের জন্য নরকে

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার পায়। মনোনীতদের জন্য, ঈশ্বর তাঁর ন্যায়বিচার গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির মধ্যে একটি প্রতিকল্প (substitute) প্রদান করেন। তাই যীশু তাঁর মনোনীত লোকদের জায়গায় দাঁড়িয়েছেন। ঈশ্বরের লোকেদের পাপ, তাদের সীমালঙ্ঘন, তাঁর খাতায় জমা হয়। তারপর ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে, তাঁর লোকেদের জায়গায়-একটি প্রতিকল্প হিসাবে, তাঁর ন্যায়বিচার সম্পাদন করেন, যেন তাঁর ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে স্ব-প্রমাণিত হয়। তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়– সেটি সন্তুষ্ট হয়। এটি তাঁর পুত্রের ব্যক্তির মধ্যে শান্ত করা হয়েছে, যেন তাঁর লোকেরা মার্জনা পেতে পারে, ক্ষমা পেতে পারে। আর তাই ন্যায়বিচার ও মুক্তির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে, মুক্তি আমাদেরকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সবচেয়ে বিস্ময়কর, সুন্দর প্রদর্শনিটি প্রদান করে। এখানে, ধার্মিকতা এবং দয়া মিলিত হয়েছে এবং চুম্বন করেছে, যেমন আমরা গীতসংহিতা গাই।

একটি দ্বিতীয় ক্ষেত্র, আমাদের বিতর্কিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের সত্যতা, ঈশ্বরের সত্যের সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বর সত্য, তাই তাঁর মধ্যে পরম সত্য আছে। তবুও আমাদের চারপাশের জগতে যারা বলতে চায়, "না, সত্য আপেক্ষিক/তুলনামূলক (truth is relative)। সত্য আপেক্ষিক এবং আপনার পক্ষে যা সত্য তা আমার পক্ষে সত্য নাও হতে পারে; আপনার জন্য যা সঠিক তা আমার জন্য সঠিক নাও হতে পারে" ইত্যাদি। অন্য কথায়, সত্য ব্যক্তি-আপেক্ষিক। এটি একজন ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্ধারিত হয়, এমনকি তাদের নিজস্ব পছন্দ এবং প্রবণতা এবং আরও অনেক কিছু দ্বারা নির্বাচিত হয়। এটি বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার বিরুদ্ধে যায় এবং এটি যৌক্তিকতার তোয়াক্কা করে না। কারণ, যদি আমরা বলি, "আপনার জন্য যা সত্য তা আমার পক্ষে সত্য নয়", আমাদের নিজের বাইরে সত্যের এমন কোন মানদণ্ড নেই যার প্রতি লোকেরা আবেদন করে, তবে যখনই বিবাদ হয়, কেউ ভুল হতে পারে না। তাই যদি একজন ব্যক্তি বলেন, "আমি আমার ধার পরিশোধ করেছি" এবং অন্য একজন ব্যক্তি বলেন, "না, আপনি আপনার ধার পরিশোধ করেননি," সাধারণত আমরা নিজেদের বাইরের কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে আবেদন করব: এখানে সত্যটির প্রমাণ রয়েছে যে আমি আমার ধার পরিশোধ করেছি, অথবা একজন ব্যক্তির ধার পরিশোধ না করার প্রমাণ। কিন্তু সত্য যদি আপেক্ষিক হয়, তবে আপনার সেই ক্ষমতা নেই। একজন ব্যক্তি কেবল বলতে পারেন, "না, এটি আপনার পক্ষে সত্য হতে পারে যে আমি আমার ধার পরিশোধ করিনি, তবে এটি আমার পক্ষে সত্য নয়," তাই না? এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায়, এটি অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। আর নৈতিক সততা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। আপনি যদি একজন ব্যক্তির কাছে যান এবং একটি বন্দুক ধরে বলেন, "আমাকে আপনার টাকার ব্যাগটা দিন" এবং তারপরে তার টাকার ব্যাগটি নিয়ে যান, তারা বলতে পারে, "এটা ঠিক নয়! আপনি এটি করতে পারবেন না, এটি অন্যায্য, এটি নৈতিক নয়," ইত্যাদি। একজন ব্যক্তি বলতে পারেন, "ঠিক আছে, এটি আপনার জন্য সত্য হতে পারে কিন্তু আমার জন্য নয়।" পুরো বিশ্ব বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেমে আসবে। না, আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে, আমাদের আপেক্ষিকতার এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে ঈশ্বর সত্য, তাঁর বাক্য সত্য এবং এটি সমস্ত সত্যের ভিত্তি। যারা বলে, "ঠিক আছে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের পক্ষে এটা বলা অহংকারপূর্ণ যে তাদের কাছে সত্য আছে যখন অন্যরা তা করে না," এটি আসলে বিপরীত। আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা এবং আমাদের নিজেদের দোষ স্বীকার করা এবং যীশুর মতো সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, ঈশ্বরের বাক্যে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর কাছ থেকে সেই সত্য গ্রহণ করা হল নম্রতা। অহংকার আমাদের নিজেদের সীমিত মূর্খতার জন্য সেটিকে প্রত্যাখ্যান করছে।

এটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করার তৃতীয় বিন্দুটি হল প্রেমের সাথে সম্পর্কিত। সত্যের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছি তার অনুরূপ, লোকেরা সমস্ত ধরণের উপায়ে প্রেমকে সংজ্ঞায়িত করবে। "এটাই আমি প্রেমময় মনে করি" এবং "আমি এভাবেই ভালবাসা প্রকাশ করতে চাই।" তারা অনৈতিক জিনিসগুলি গ্রহণ করবে এবং তাদের ভালবাসা বলবে এবং এর কারণ হল ভালবাসাকে নিজেদের খুশি করার পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে– তারা যা পছন্দ করে; যদিও প্রেম, সত্যিকারের এবং বাইবেল অনুসারে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে খুশি করে। এটা হল ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যা চান তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণেই প্রভু যোহনের সুসমাচারে আমাদের বলেছেন যে আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি তবে আমরা তাঁর আদেশগুলি পালন

করব। প্রেমের বিষয়বস্তু আনুগত্য এবং বশ্যতা মধ্যে দেখা হয় যা ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের কাছে যা প্রয়োজন। এটি বাইবেলে ভিত্তিক প্রেম। যখন লোকেরা অনৈতিকতার প্রতি ভালবাসাকে দায়ী করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতি, নিজের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি অসম্মানজনক যা ঘৃণাজনক এবং অপছন্দনীয় তা করছে।

চতুর্থ হল, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরব। আমরা বরং এটি দ্রুত করব, তবে আমরা বিবেচনা করেছি এমন প্রতিটি গুণ বাছাই করে। প্রথমত, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা/বুদ্ধি। ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বীকার করার জন্য আমাদেরকে অনেক নম্রতা ও ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। আপনি কখনও কখনও বলতে প্রলুব্ধ হতে পারেন, কেন ঈশ্বর এটির অনুমতি দেন? বা, কেন ঈশ্বর ঐটির অনুমতি দেন? কিন্তু বাস্তবতা হল, তিনি আমাদের জানাতে চাইলেও আমরা পর্যাপ্তভাবে বুঝতে পারিনি। কিন্তু বরং, আমাদেরকে তাঁর চরিত্রে বিশ্বাস করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে তিনি বিজ্ঞ। ইয়োব ২৮ এটি তুলে ধরে। ঈশ্বর যদি সমস্ত প্রজ্ঞার উৎস হন, তাহলে আসুন আমরা তাঁর কাছ থেকে সমস্ত প্রজ্ঞার সন্ধান করি। এই পাঠটি এবং জন নক্স ইনস্টিটিউটের অন্যান্য পাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়া একজন শিক্ষার্থী হিসাবে এটি আপনাকে দুর্দান্ত উৎসাহ দেবে। আমরা প্রজ্ঞায় বৃদ্ধি পেতে চাই, আমরা "জগতের প্রজ্ঞা" এড়াতে চাই, যেমন ১ করিন্থীয় ১ এবং ২ আমাদের বলে– প্রাজ্ঞা যা "পার্থিব, কামুক এবং শয়তান সংলগ্ন," যেমন যাকোব ৩:১৫ বলে। আমরা সত্য প্রজ্ঞা চাই এবং এটি আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে চালিত করে, যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, "যার মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমস্ত ভান্ডার পাওয়া যায়।" এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে চালিত করে। "তাদের তোমার সত্য দ্বারা শুদ্ধ কর: তোমার বাক্য সত্য।" আমাদের পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে; আমাদের ঈশ্বরের বাক্য এবং তিনি আমাদের যা দেখিয়েছেন তা অধ্যয়ন করতে হবে যাতে আমরা সত্য প্রজ্ঞা পেতে পারি। যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা পেতে প্রভু আমাদের সাহায্য করেন। আমরা কিভাবে প্রজ্ঞা খুঁজে পেতে পারি? ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পবিত্রতা আছে। ঈশ্বরের পবিত্রতা দ্বী-স্তরীয়– পৃথকীকরণ এবং বিশুদ্ধতা, যা আমাদের দ্বী-স্তরীয় পবিত্রতা বা খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতার বৃদ্ধির সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা ঈশ্বরের সাথে চলতে পারি না যতক্ষণ না আমরা পবিত্রতায় চলি। "পবিত্রতা ছাড়া কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না," ইব্রীয় ১২-তে এটি আমরা পাই। ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থায় আমাদের কাছে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের পবিত্রতাই হল আমাদের পবিত্রতার ভিত্তি। তিনি বলেন, "তোমরা পবিত্র হও, যেমন আমি পবিত্র।" খ্রীষ্টের পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতার আদর্শ। ঈশ্বর আমাদেরকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারি।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারক। জগতের নৈতিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে বহার রাখার জন্য ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার প্রয়োজন। আমাদের যা প্রাপ্য তা পেতে হলে ন্যায়বিচার পেতে হবে। অনুগ্রহ হল যা পাওয়ার অযোগ্য তা গ্রহণ করা। তাই ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে খারিজ করার উপায় রূপে ঈশ্বরের ভালবাসার কাছে আবেদন করতে একটি মিথ্যা ঈশ্বর তৈরি করার মত। এটি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জন্য একটি সান্ত্বনা হওয়া উচিত, কারণ সমস্ত ভুল সংশোধন করা হবে। দুষ্টরা কখনো জয়ী হয় না। ঈশ্বর শেষ দিনে সব কিছু বিচারে আনবেন। আমরা দেখেছি যে খ্রীষ্টের ক্রুশ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং দয়া এবং পাপীদের পরিত্রাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদের পাপের শাস্তি দিয়ে তাঁর ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করেছেন, যেমনটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি অপরাধীদের বিনষ্ট না করে পাপীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তার জন্য তিনি ধার্মিক এবং ন্যায়বিচারক।

চতুর্থত, ঈশ্বরের সত্যতা আছে। এটি ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর অদম্য বাক্যে আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। উদাহারণস্বরূপ দুঃখের মধ্যে এটি এক সান্ত্বনা। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের এমন প্রতিশ্রুতি দেন যা নিশ্চিত–সেগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টে "হ্যাঁ এবং আমেন।" আমরা জানি ঈশ্বরই সত্য। এই প্রতিশ্রুতিতে আমরা আত্মবিশ্বাসী হতে পারি। আমাদের অবশ্যই ত্রুটি দেখতে হবে এবং ঘৃণা করতে হবে। আমাদের মিথ্যা শিক্ষা, মিথ্যা উপাসনাকে ঘৃণা করতে হবে, কারণ এটি কেবল ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করে না, এটি

ঈশ্বরের সত্তারও বিরোধিতা করে। আমাদের সত্যের জন্য উদ্যোগী হওয়া দরকার। আমাদের এটিকে ভালবাসতে হবে, এটি ঘোষণা করতে হবে, এটিকে রক্ষা করতে হবে। অবশ্যই অন্যরা এই সত্যের পথে চলুক আমাদের এটি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, যেমন ২ যোহন ৪ আমাদের বলে।

পঞ্চমত, ঈশ্বরের উত্তমতা। রোমীয় ২:৪ আমাদের বলে যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আমাদের অনুতাপের দিকে নিয়ে যায়। আমাদেরকে গীতসংহিতা ৩৪:৮-এও বলা হয়েছে যে আমাদেরকে "আস্বাদন করতে হবে এবং দেখতে হবে যে প্রভু মঙ্গলময়," যে এটি এমন কিছু যা বিশ্বাসীদের অনুভব করতে হবে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা উপভোগ করতে হবে। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ঈশ্বরের উত্তমতা ও দয়া বিশ্বাসীকে তাদের জীবনের সমস্ত দিন অনুসরণ করবে, যেমন গীতসংহিতা ২৩ বলে। এটি বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের উত্তমতায় জীবন যাপন করতে শক্তিশালী করে। তাই তারা "ভালো কাজ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন না", যেমন গালাতীয় ৬:৯-১০ আমাদের বলে, যেমন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ভাল কাজ করতে ক্লান্ত হননি। বিশ্বাসীর ভালো কাজ অনুধাবন করতে এবং বাস্তবায়িত করতে হবে– যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মার পরিচর্যার ফল স্বরূপ।

ষষ্ঠত, আমাদের ঐশ্বরিক প্রেম আছে। অন্য প্রাণীর দ্বারা প্রেম করা ভাল। কিন্তু যিনি প্রেমময় তাঁর তুলনায় এটি ফ্যাকাশে। ঈশ্বর বিশ্বাসীকে ত্রিত্ব ঈশ্বরের চিরন্তন প্রেমের মধ্যে নিয়ে আসেন। এই কারণেই তাঁর লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা "অতুলনীয়," পৌল বলেছেন ইফিষীয় ৩:১৭ এবং তার পরের পদগুলিতে তাই বলেছেন। তাঁর লোকেদের প্রতি তাঁর ভালবাসা অবিনশ্বর, যেমন রোমীয় ৪-এর শেষ আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। স্বর্গ হবে ঐশ্বরিক প্রেমের সমুদ্র, অপরিবর্তিত, অবিরাম। পবিত্র আত্মা তাঁর লোকেদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এই ভালবাসা ছড়িয়ে দেন এবং তাদের এটি দেখতে এবং বিশ্বাস করতে এবং এটির স্বাদ নিতে এবং উপভোগ করতে সক্ষম করেন। এটি উপাসনার সমস্ত শীতল নিয়মানুগত্য বাদ দিতে হবে এবং এটি ঈশ্বরের প্রতি অর্ধহৃদয় ভক্তিকে দূর করবে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জীবনে বিভক্ত আনুগত্যের কোনো স্থান নেই। আমাদের আনুগত্য একমাত্র তাঁরই প্রতি। ব্যবস্থার যোগফল হল আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা, তিনি কে এবং তিনি যা করেন তাঁর জন্য তাঁকে ভালবাসা। এটি অবশ্যই, ঈশ্বর যা ভালোবাসেন– সেগুলিকে ভালবাসার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে– আমাদের ভাইদের ভালবাসতে, তাঁর ব্যবস্থাকে ভালবাসতে, তাঁর পবিত্রতাকে ভালবাসতে, বিশ্রামবারকে ভালবাসা, তাঁর আরাধনা ভালবাসতে ইত্যাদি।

সপ্তমত, আমাদের আছে ঈশ্বরের দয়া আছে। দয়ার অভিজ্ঞতা পাপের প্রেক্ষাপটে ঘটে। এটা আকর্ষণীয়– পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের চেয়ে চারগুণ বেশি দয়ার কথা বলে। আপনার এটি অধ্যয়ন করা উচিত। গীতসংহিতাগুলিতে, আমরা ঈশ্বরের দয়ার অনেক গান পাই ও করি, যা আমাদের প্রশিক্ষণ দেয়, তারপর করদাতার মতো চিৎকার করতে, "ঈশ্বর আমার প্রতি এই পাপীর প্রতি দয়া করুন।" আপনি দেখুন এটা কিভাবে আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। ঈশ্বরের দয়া কোমল, ঈশ্বরের দয়া প্রচুর। তিনি দয়াই ধনী, তাঁর দয়া উপচে পড়ছে, তাঁর চিরস্থায়ী দয়া রয়েছে। এই সমস্ত দয়া একটি স্থায়ী দল বর্ণনা করে। তখন আমাদের দয়া ত্যাগ করা বা তার অপব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ঈশ্বরের দয়া বিশ্বাসীকে একই সাথে সুখী ও নম্র করে তোলে। এটি তাদের প্রশংসা এবং ভালবাসায় পূর্ণ করে এবং এটি বিশ্বাসীকে অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে অনুপ্রাণিত করে নিজেও তা প্রাপ্ত হয়ে উৎসাহিত করে।

এই বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের অন্যান্য গুণাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আরও অনেক কিছু আছে যা আমরা আলোচনা করিনি, কিন্তু এটি আমাদের একটি কাঠামো প্রদান করে কিভাবে ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজের সম্পর্কে যা প্রকাশ করেছেন তা অধ্যয়ন করতে হয়, যা আমাদেরকে তাঁর সম্বন্ধে বৃহত্তর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করে।

পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের দিকে আমাদের মনোযোগ দেব এবং আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব, "বাইবেল আমাদের কাছে সেই এক ঈশ্বর সম্পর্কে কী প্রকাশ করে, যিনি তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা বিদ্যমান?"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৮

ত্রিত্ব ঈশ্বর

কিছু জিনিস শেখা সহজ এবং অন্যান্য জিনিস অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং কঠিন। উদাহারণস্বরূপ, গণনা শেখা, মোটামুটি সহজ। অন্যদিকে, মহাকাশে রকেট পাঠানোর জন্য যে বিজ্ঞান এবং গণিতের প্রয়োজন তা আমাদের জন্য জটিল হতে পারে। এই ধরণের গণিত শিখতে এবং রকেট বিজ্ঞানে এর প্রয়োগের জন্য বছরের পর বছর কষ্টকর অধ্যয়ন লাগে। তবে আমরা আশা করি যে এটি হবে। আমরা আশ্চর্য হই না, কারণ আমাদের জানা আছে যে এতে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, আপনি যদি এটিকে সহজ গণিতে কমিয়ে দেন তবে আপনি এটিকে বিপজ্জনক বলে মনে করবেন।

ঠিক আছে, যখন ঈশ্বরের অধ্যয়নের কথা আসে, তখন আমাদের একই রকম মানসিকতা থাকা দরকার। কিছু জিনিস খুব বেশি পরিশ্রম ছাড়াই উপলব্ধি করা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। কিন্তু আমরা যতই অধ্যয়ন করি এবং যতই গভীরে খনন করি, ততই আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর তাঁর মহিমায় আছেন তা বোঝার জন্য আমাদের মন প্রসারিত হয়। এটি বিশেষ করে সত্য যখন এটি আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের বিষয়ে আসি। আমরা সহজ বিবৃতিগুলি নিশ্চিত করতে পারি যেমন, "ঈশ্বর একজনের মধ্যে তিন," যা ভাল এবং উপযুক্ত। কিন্তু যখন আমরা আরও খনন করতে শুরু করি, তখন আমরা আরও জটিল সত্য খুঁজে পাই। মিথ্যা শিক্ষাতত্ত্ব থেকে সঠিক শিক্ষাতত্ত্বকে আলাদা করার চেষ্টা করার সময় এটি আরও জটিলতম হয়। এর জন্য আমাদের সতর্ক প্রতিফলন প্রয়োজন। এই বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু ভিন্ন এবং প্রকৃতপক্ষে একটি উপদেশ প্রচারে যা পাওয়া যায় তার থেকে আরও কঠিন। কিন্তু এই শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়ন আমাদের চিন্তাভাবনা, পড়া, প্রার্থনা এবং প্রচার করার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করে। আমাদের আরও গভীরে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বকে অতি সরলীকরণ করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অত্যাবশ্যক ত্রিত্ববাদী ধারণাগুলি বাদ দেওয়া আমাদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষাটি প্রয়োগ করতে বাধা দেবে। তার মানে আজ আমাদের উপাদানে প্রসারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর এই দ্বিতীয় মডিউলের বক্তৃতাগুলির সিরিজ ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা ঈশ্বর কী, অথবা ঈশ্বরের মধ্যে কী রয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমরা শিখেছি যে এক ঈশ্বর আছেন, অর্থাৎ এক এবং একমাত্র ঐশ্বরিক অন্তঃসার (divine essence)। আমরা অন্বেষণ করেছি ঈশ্বর তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর অন্ত:সার সম্পর্কে কী প্রকাশ করেন। বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বর কে সেই প্রশ্নে এবং সেইসঙ্গে ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের দিকে ফিরে আসি। একজন ঈশ্বর আছেন যিনি তিন ব্যক্তির মধ্যে মূর্তমান (subsists)। আমরা এই সব-গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী শিক্ষাতত্ত্বগুলির এক ভূমিকা দেবো।

প্রথমত, আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাকে স্পর্শ করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব। খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্যার শেষে, আমরা মথি ২৮:১৮-২০-এ এই কথাগুলি পড়ি, "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতা ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।।" যদিও ঈশ্বর তাঁর অস্তিত্ব এবং তাঁর কিছু গুণাবলী সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, তবুও পরিত্রাণের প্রকাশন, অর্থাৎ, আশীর্বাদপূর্ণ ত্রিত্বের পরিত্রাণের জ্ঞান, শুধুমাত্র তাঁর বাক্যের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

ত্রিত্বের প্রকাশন সুসমাচারের প্রকাশনের সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি আপনি এখানে মথি ২৮-এ দেখতে পাচ্ছেন। ঈশ্বর ত্রিত্ব এবং সুসমাচার উভয়ই একই সময়ে প্রকাশ করেছেন এবং একই উপায়ে, পুরাতন নিয়মের অস্পষ্টভাবে প্রত্যাশার মাধ্যমে এবং আরও স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে নতুন নিয়মে পরিপূর্ণতার মাধ্যমে।

ফলস্বরূপ, বাপ্তিষ্মের সাথে আবদ্ধ ত্রিত্বের এই উল্লেখ দেখে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়, যা নতুন নিয়মের এক অন্যতম মৌলিক অধ্যাদেশ। উদাহারণস্বরূপ, আপনি একই বিষয় শিখতে পারেন, প্রেরিতদের আশীষবচনে ২ করিন্থীয় ১৩:১৪-তে, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক; আমেন।" আমরা দেখি, মথি ২৮-এ, যে বিশ্বাসীকে বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয় "নামে" (একবচন),– "পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা-র" (বহুবচন) মধ্যে। সুতরাং, ঐশ্বরিক সত্তার ঐক্যে, তিন ব্যক্তি রয়েছেন এবং এই তিনজনই এক ঈশ্বর, এক সারবত্তাতে, সমস্ত অবিভাজ্য, ঐশ্বরিক গুণে সমান। এর মানে হল যে ত্রিত্বের প্রকাশন হল ঈশ্বরের স্ব-প্রকাশ, ঈশ্বর কে, সেই স্বর্গীয় সত্তার (divine being) অভ্যন্তরীণে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা একে অপরের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা বাইবেলের প্রথম তিনটি পদে বহুত্বের ছায়াময় উল্লেখ দেখতে পাই, উদাহরণস্বরূপ: "ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" আপনি জলের উপর আত্মার অবস্থিতির উল্লেখ দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনি এটিকে অন্যান্য স্থানের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন, যেখানে খ্রীষ্ট হলেন যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আপনি এটি বাইবেলের শুরুর পদে এবং পুরাতন নিয়মের বর্ণনা এবং গীতসংহিতা এবং ভাববাদীদের মধ্যে দেখতে পাবেন। কিন্তু নতুন নিয়মে আমরা সেই একই বহুত্ব, সমতার বহুত্ব সম্পর্কে আরও স্পষ্টতা আবিষ্কার করি। ১ করিন্থীয় ৮:৬, "তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে ও আমরা যাঁহারই জন্য এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা আছি।" ঈশ্বর এক এবং তিনজন সমান, যারা ঐশ্বরিক কাজ করেন এবং যারা আরাধনা ও আনুগত্যের যোগ্য। আমরা দেখতে পাব, যে এই তিনজন– তিন ঈশ্বর নন, কিন্তু এক ঈশ্বর তিন ব্যক্তিতে মূর্তমান (subsistences) বা বিদ্যমান–সেই আশীর্বাদধন্য পবিত্র ত্রিত্ব। আমরা এটা জানি কারণ ঈশ্বর এটা আমাদের কাছে শাস্ত্রে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ত্রিত্বের শিক্ষা আমাদের বোধগম্যতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা ঈশ্বরের অনেক গুণাবলী বিবেচনা করে আমাদের মনের দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছি। কিন্তু আমরা ত্রিত্বের সত্য সম্বন্ধে আরও প্রসারিত হই। কারণ এই পৃথিবীতে ত্রিত্বের সাথে তুলনীয় কিছু নেই এবং এটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন উপমা নেই। এই বক্তৃতায়, আমরা ত্রিত্বের শিক্ষাতত্ত্বের একটি ভূমিকা অন্বেষণ করব, কিছু মৌলিক বিভাগ এবং পরিভাষা প্রদান করব যা আমাদের সামনের দিনগুলিতে এই সত্যগুলি আরও অন্বেষণ করতে সজ্জিত করবে।

ত্রিত্বের শিক্ষাতত্ত্ব হল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা এবং তাই এটি সতর্ক মনোযোগের প্রয়োজন। কিন্তু এটি সবচেয়ে বাস্তব শিক্ষাও বটে। এটি বিশ্বাসীর পরিত্রাণের ভিত্তি এবং ঈশ্বরের সাথে সমস্ত যোগাযোগ, আমাদের জন্য কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদান করে। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক দিকে ফিরে যাওয়ার আগে, আমাদের অবশ্যই শিক্ষাতত্ত্ব দিয়ে শুরু করতে হবে। আমি যেমন উল্লেখ করেছি, এর জন্য কিছু ভারী কাজ এবং আমাদের পক্ষ থেকে কিছু পরিশ্রমী চিন্তার প্রয়োজন হবে। আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলছি, তাই এটা আমাদের অবাক করা উচিত নয় যে এটি কঠিন হবে। কিন্তু এর সমস্তই-গুরুত্বপূর্ণ।

তাই দ্বিতীয়ত, আসুন ত্রিত্বের শিক্ষাতত্ত্বের প্রকাশ বিবেচনা করি। এই শিক্ষাটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ৩-এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, যা বলে, "ঐশ্বরিক সমষ্টির ঐক্যে" (union of God-head) তিনটি ব্যক্তি রয়েছেন, যারা মূর্তমান (substance), শক্তি এবং অনন্তকাল-র প্রসঙ্গে এক; ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা। পিতা কারোর থেকে জাত নন, এমনকি তাঁর কোন উৎপত্তি হইনি নাই বা তিনি কারোর পূর্ববর্তী নন; পুত্র অনাদিকাল থেকে পিতা দ্বারা জাত; পবিত্রআত্মা অনাদিকাল থেকে পিতা এবং পুত্র থেকে নির্গত হয়ে এসেছেন। এই শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিক গুরুত্ব, সেইসাথে এতে যে অসুবিধা এবং জটিলতা রয়েছে, তা বিবেচনা করে, আমাদের শর্তাবলী এবং শ্রেণীগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে, শাস্ত্রীয় ভুল এবং ত্রুটির ক্ষতি এবং বিপদগুলি এড়াতে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন ঈশ্বর আছেন এবং

বাইবেল তিনজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করে। সুতরাং, আমরা কিভাবে এটি বুঝতে পারি? এই স্পষ্টতা সাধনায় আমাকে কিছু বিন্দু দিতে দিন।

প্রথমত, আসুন "ব্যক্তি" শব্দটি নিয়ে ভাবি– এক ঈশ্বর, তিন ব্যক্তি। তিনটি এই বর্ণনা করার জন্য "ব্যক্তি" শব্দটি ব্যবহার করার সময়, আমাদের বিভ্রান্তির একটি বিন্দুর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যখন আমরা "ব্যক্তি" শুনি, তখন আমাদের একজন মানব ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা না করা কঠিন। আমরা এটিকে অনিবার্যভাবে সসীম, সৃষ্ট, পৃথক সম্পর্কের ধারণার সাথে সংযুক্ত করি। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, মানব ব্যক্তি, পিতার মতো, পুত্রের মতো অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্ম দেয়। আমাদের সৃষ্ট ব্যক্তিদের অসম্পূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা উচিত নয়, যাদের একটি সীমিত অন্তঃসার রয়েছে, একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক। ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষায় আমরা একজন অসৃষ্ট ব্যক্তিকে উল্লেখ করছি, যা মানুষের ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা বিহীন ও সীমাবদ্ধতা বর্জিত। একটি উৎপত্তিহীন/অসৃষ্ট ব্যক্তি যিনি ঐশ্বরিক অন্তঃসারে, এক আপেক্ষিক বাস্তবতায় বিদ্যমান। আপনি বলবেন, "বাহ!, এটি দারুন ব্যাপার! এটা খুব জটিল শোনাচ্ছে। একজন অসৃষ্ট ব্যক্তি হল আপেক্ষিক বাস্তবতায় থাকা ঐশ্বরিক অন্তঃসার।" আসুন সেই শব্দগুলিকে আরও সংজ্ঞায়িত করা যাক, যাতে আমরা যা জটিল শোনায়– সেই শব্দগুলিকে বুঝে উঠতে পারি– এবং আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারি, "এই শব্দগুলির অর্থ নির্ধারণে?" কারণ আমরা যদি বুঝতে পারি যে সেগুলি কী বোঝায়, তবে হঠাৎ শব্দটি আমাদের কাছে এত বিভ্রান্তিকর মনে হবে না। আসুন "বিদ্যমান" এবং "আপেক্ষিক বাস্তবতা" শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত করি।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের মূর্তমান এই ধারণায় নিয়ে আসে। ত্রিত্বের মধ্যে "মূর্তমান" হল "ব্যক্তি"-র অন্য একটি শব্দ। তাই একে প্রতিশব্দ হিসেবে ভাবুন। এটি একটি নিখুঁত প্রতিশব্দ নয়, তবে ত্রিত্বে "ব্যক্তি" শব্দের একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিশব্দ। এখন, আমি বুঝতে পারি এটি বিমূর্ত, কিন্তু মূর্তমান মানে বিদ্যমান হইবার একটি পদ্ধতি, একটি পদ্ধতি বা বিদ্যমান হওয়ার এক উপায়। সুতরাং এর অর্থ হল যেভাবে এক ঈশ্বর, ঐশ্বরিক সত্তা, পিতার মধ্যে বিদ্যমান এবং অনন্তকাল থেকে পিতা দ্বারা পুত্র জাত, পুত্র অনন্তকাল থেকে জাত এবং পবিত্রআত্মা অনন্তকাল থেকে পিতা ও পুত্র থেকে নির্গত- একটি ঐশ্বরিক সত্তায় তিনটি মূর্তমান। এটি সেই উপায় যেভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বর বিদ্যমান। "মুর্তমান" শব্দটি আপনি ইংরেজিতেও শুনতে পারেন। "মূর্তমান" শব্দটি এক ঐশ্বরিক অন্তঃসারের ঐক্যের সাথে সংযুক্ত, যা মানব অন্তঃসারের বিপরীত, যেগুলি হল, আমি যেমন বলেছি, তা সসীম এবং একে অপরের থেকে পৃথক। সুতরাং দুটি মানুষ সাধারণভাবে একটি সাধারণ অন্তঃসার ভাগ করে– আমরা এটিকে "মানবতা" বা "মানব প্রকৃতি" হিসাবে উল্লেখ করি– তবে তারা নির্দিষ্টরূপে একই অন্তঃসার নন। তারা একে অপরের থেকে ভিন্ন মানুষ। এটি আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করে যে তিনটি ব্যক্তি ত্রিত্ব (triune), তিনগুন (triple) নয়। ঐশ্বরিক অন্তঃসার তিনটি ব্যক্তি ছাড়া বিদ্যমান নয়, আবার ঐশ্বরিক অন্তঃসার তিনটি ব্যক্তির মোট যোগফলও নয়। ঐশ্বরিক অন্তঃসার হল তিন ব্যক্তি বা মূর্তমান। মূর্তমান ঈশ্বরকে তিন ভাগে ভাগ করে না। ঐশ্বরিক সরলতা মতবাদ আমাদের আলোচনা মনে রাখবেন। ঈশ্বর অংশ নিয়ে গঠিত নন। তিনজন সত্তায় বিভক্ত নন, তবে তাদের আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা ভিন্ন। তাহলে আসুন সেই শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত করি। আসুন দেখি আমরা সেই ধারণাগুলি, "আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য" এবং "ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি" বুঝতে পারি কিনা।

সুতরাং, তৃতীয়ত, "আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য" হল ঐশ্বরিক সত্তার ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের নাম। তাঁরা ঈশ্বরের সাপেক্ষে ঈশ্বরের একটি কাজ বর্ণনা করে, কোন জীবের নয়– তাদের নিজের বাইরের কিছু নয়। ঐশ্বরিক সমষ্টির প্রত্যেককে অন্য দুই ব্যক্তির বিষয়গুলি আরোপিত করা যায় না। তাদের সমস্ত কিছু অভ্যন্তরীণ, তাই তাদের সৃষ্টি বা ঈশ্বর এবং বাইবেলের বাইরে কিছু বর্ণনা করে না। একজন অন্য থেকে জাত নন, কিন্তু আবার একাও নন-তিনি অনন্তকাল থেকে জাত। সুতরাং আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য হল প্রজন্ম, বা জাত, যা একজনকে ঐশ্বরিক ঐক্যে (divine essence) আলাদা করে। একইভাবে, বাইবেল এমন একজনের কথা বলে যিনি অনন্তকাল থেকে "জাত" এবং "সকলের মধ্যে প্রথম"। এখানে আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য হল অধিভুক্তি, জাত হওয়া, যা তাঁকে ঐশ্বরিক ঐক্যে আলাদা করে। সবশেষে, এমন একজন আছেন যিনি জাত হননি, কিন্তু যিনি

প্রথম এবং দ্বিতীয় থেকে অনন্তকাল ধরে নির্গত এবং এখানে আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য হল গমন, যা তাকে ঐশ্বরিক ঐক্যে আলাদা করে। সুতরাং একটি ঐশ্বরিক ঐক্য/অন্তঃসার আছে যা তিনটি আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যে বজায় থাকে, প্রত্যেকটিতে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক অন্তঃসার আছে, অন্তঃসারকে বিভক্ত না করেই।

এখন, আমরা আমাদের স্বচ্ছতার বোধকে শক্তিশালী করতে এটিতে আরও যোগ করতে পারি। এটি আমাদের নিয়ে আসে, চতুর্থত, "ব্যক্তিগত সম্পর্কে"। তাই ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এই আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত। ব্যক্তিগত সম্পর্ক হল সেই নামগুলি যা বাইবেল সরবরাহ করে। আপনি সম্ভবত এটি ইতিমধ্যেই অনুমান করেছেন। প্রথমত, আমরা পিতার কথা বলি। পুত্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পিতার পিতৃত্ব থেকে তাঁর নাম রয়েছে; তিনি অনন্তকাল ধরে পুত্র কে জাত করেন। যোহনের সুসমাচার, ১:১৪ এবং ১৮, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।" ১৮ পদ বলে, "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই;একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।" দ্বিতীয়ত, পিতার সাথে পুত্র ঈশ্বরের নাম রয়েছে, যিনি তাঁকে চিরকালের জন্য প্রদান দেন। সুতরাং চিরন্তন প্রজন্মের অর্থ হল পিতার এক এবং তাঁর সম্পূর্ণ সারবস্তু/অন্তঃসার গুণ বা বিভাজন ছাড়াই পুত্রের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। যোহন ১০:৩০ সম্পর্কে চিন্তা করুন, "আমি এবং আমার পিতা এক," অথবা সেই পুস্তকেই ১৪:১১ "আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর।" তৃতীয়ত, পিতা ও পুত্রের কাছ থেকে অনন্তকাল ধরে নির্গত হওয়ার প্রসঙ্গে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরের নাম হয়েছে। তিনি পিতা ও পুত্রের কাছ থেকে সম্পূর্ণ অবিভক্ত ঐশ্বরিক অন্তঃসার লাভ করেন। যোহন ১৫:২৬ -এ, যীশু বলেছেন, "যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন– যখন সেই সহায় আসিবেন– তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" তাঁকে রোমীয় ৮:৯-এ "খ্রীষ্টের আত্মা" এবং গালাতীয় ৪:৬-এ "পুত্রের আত্মা" বলা হয়েছে। বাইবেল ঐশ্বরিক ক্রিয়া এবং পরিপূর্ণতাকে পবিত্র আত্মার জন্য দায়ী করে।

সুতরাং ত্রিত্বের মতবাদটি শাস্ত্রের যত্ন সহকারে অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আমরা তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন ঈশ্বরকে খুঁজে পাই এবং একজনের মধ্যে তিনজনকে। এটি বোঝা কঠিন, কিন্তু এটি সমগ্র খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি প্রদান করে, তাই আমরা আমাদের নিজেদের বিপদের জন্য এটিকে অবহেলা করি।

পঞ্চমত, ঈশ্বরের ত্রি-ঐক্য বিবেচনায়, আমাদের অবশ্যই ত্রিত্বের একত্বকে নিশ্চিত করতে হবে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তিনজনের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ অবিভক্ত ঐশ্বরিক অন্তঃসার রয়েছে। সুতরাং উদাহারণস্বরূপ, আমাদের এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে, শুধুমাত্র পিতাই কোনো না কোনোভাবে সত্যিকারের ঈশ্বর এবং পুত্র এবং পবিত্র আত্মা নিম্নতর কিছু, যেন কেবলমাত্র একটি উদ্ভূত ঐশ্বরিকতা রয়েছে। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বর, সারমর্মে, শক্তি ও মহিমায় সমান। প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক অন্তঃসার রয়েছে। সুতরাং পুত্রের অন্তঃসার হল ঐশ্বরিক অন্তঃসার এবং পবিত্র আত্মার অন্তঃসার হল ঐশ্বরিক অন্তঃসার। একইভাবে, আমরা বলতে পারি পিতা নিজেই ঈশ্বর, পুত্র নিজেই ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা নিজেই ঈশ্বর। কিন্তু তারপরে, যখন আমরা মূর্তমান সম্পর্কে কথা বলতে ফিরে যাই এবং প্রশ্ন করি, "কোন উপায়ে, বা কীভাবে, প্রতিটি ব্যক্তির সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক অন্তঃসার আছে?" আমরা উত্তর দিই, "পিতা কারও থেকে জাত নন, পুত্র অনন্তকাল পিতা দ্বারা জাত এবং পবিত্র আত্মা-পিতা ও পুত্রে থেকে নির্গত।" প্রত্যেকের সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক সারমর্ম/অন্তঃসার রয়েছে এবং তবুও অন্তঃসার অবিভক্ত থাকে। পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে শিখেছি যা একক ঐশ্বরিক অন্তঃসারের অন্তর্গত এবং তাই পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনজন শাশ্বত বা তিনজন সর্বশক্তিমান (ঈশ্বর) নেই, কিন্তু একজন অনন্তকালিন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তিন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। তাই আমরা ত্রি-ঈশ্বরবাদের ত্রুটিকে প্রত্যাখ্যান করি– তিন ঈশ্বরের পাশাপাশি বহুঈশ্বরবাদকেও প্রত্যাখ্যান করি। আমরা নিশ্চিত করি, যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, একেশ্বরবাদ। এক ঈশ্বর আছেন।

ষষ্ঠত, যেহেতু ঐশ্বরিক অন্তঃসার সংখ্যাগতভাবে এক এবং ঐশ্বরিক ঐক্যের (Godhead) মধ্যে তিনটি ব্যক্তিতে অবস্থান করে, তাঁরা ব্যাক্তিগত সত্তার সঙ্গে একত্রিত। তারা একে অপরের সাথে বসবাস করে। পিতা-পুত্র এবং পবিত্র আত্মায় এবং পুত্র-পিতা ও আত্মায় এবং আত্মা-পিতা ও পুত্রের মধ্যে অবস্থান করেন। যোহন ১৪:১১-এ, যীশু বলেছেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন।" ঈশতত্ত্ববিদরা একে পেরিকোরেসিসের (perichoresis) মতবাদ বলে থাকেন– তিনজন ব্যক্তির পারস্পরিক বসবাস। ১ করিন্থীয় ২:১১, "কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে;তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন।" ত্রিত্ব ঈশ্বর সমস্ত আদিকাল থেকে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের নিখুঁত পূর্ণতা এবং পারস্পরিক আনন্দ উপভোগ করেন। পিতা পুত্র এবং আত্মাকে অসীম, অনন্তকাল এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে ভালবাসেন এবং আপনি আত্মা এবং পিতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা এবং পিতা ও পুত্রের প্রতি আত্মার ভালবাসা সম্পর্কে একই কথা বলতে পারেন। ঈশ্বরের সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সৃষ্টি বা নিজের বাইরের কিছুর প্রয়োজন নেই। সৃষ্টি ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করে, কিন্তু এটা ঈশ্বরের মহিমা ও আশীর্বাদের উৎস নয়।

সপ্তমত, আমরা ঈশ্বরের অভ্যন্তরীণ কাজ বা ক্রিয়াগুলির উল্লেখ করেছি: পিতার প্রদান করেন, পুত্র জাত হন, আত্মা নির্গত হন ইত্যাদি। আমরা ত্রিত্বের বাহ্যিক কাজ বা কাজের কথাও বলতে পারি, ঈশ্বরের বাইরে, সৃষ্টি সংক্রান্ত তাদের কর্মের উল্লেখ দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, ত্রিত্ব প্রকাশিত/উন্মোচিত হয়েছিল যখন পিতা ঈশ্বর, পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছিলেন। এই দুটি মিশন, পুত্র এবং আত্মার আগমন, ঈশ্বরের জীবনের একটি প্রকাশন। পিতা পুত্রকে পাঠাচ্ছেন এবং পবিত্র আত্মাকে পাঠাচ্ছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টের অবতার (দেহধারী হওয়া) এবং সময়মত পঞ্চশপ্তমীর দিনে আত্মার আগমন সংঘটিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে, আমরা ইতিমধ্যে যা তাঁর প্রকাশ সম্বন্ধে যা শিখেছি তার প্রকাশ প্রদান করে। ত্রিত্বের মধ্যে আদিকালের সম্পর্ক রয়েছে। অন্য কথায়, ঈশ্বরই ঈশ্বরকে পাঠাচ্ছেন। আছে, অভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক অন্তঃসারে তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি রয়েছেন।

অষ্টম এবং শেষ এই বিভাগের অধীনে, যেহেতু ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি অবিভাজ্যভাবে ঈশ্বর, তাই নিজের বাইরে ঈশ্বরের কাজ বা বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপগুলিও অবিভাজ্য। তিন ব্যক্তি যৌথভাবে সৃষ্টির বিষয়ে ঈশ্বরের কাজ সম্পাদন করেন। উদাহারণস্বরূপ, এটি দেখা যায়, সৃষ্টিতে, যা আমি আগে উল্লেখ করেছি। ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এর উল্লেখ আছে, সেখানে আত্মার একটি উল্লেখ আছে যে তিনি জলের উপর অবস্থিতি করছেন এবং তারপরে আমরা নতুন নিয়মে শিখি যে পিতা পুত্রের মাধ্যমে বিশ্ব, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, পুত্রই ছিলেন যিনি সব কিছু তৈরি করেছেন, ইত্যাদি। তিনজনই যৌথভাবে সৃষ্টির কাজে করছেন। মুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। পিতা পুত্রকে পাঠান এবং পুত্র পিতার দ্বারা প্রেরিত এবং পুত্র যা কিছু সম্পাদন করছেন তাতে আত্মার দ্বারা সমুন্নত হচ্ছে। আর এমনকি পরিত্রাণের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও, পিতা মনোনীতদের বেছে নিচ্ছেন, পুত্র মুক্তির জন্য ক্রয় করছেন, আত্মা তাদের জন্য সেই মুক্তিকে প্রয়োগ করছেন ইত্যাদি। আমরা এই সম্পর্কে দীর্ঘ কথা বলতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্বের মডিউলে এটি সম্পর্কে আরও শুনতে পাবেন। শাস্ত্র কিছু কাজের সাথে ত্রিত্বের কিছু ব্যক্তিদের সামনে নিয়ে আসে, যা ত্রিত্বের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের ক্রম প্রতিফলিত করে। কিন্তু এটি সর্বদাই ঈশ্বরের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস বা অধীনতা ছাড়াই তিনজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তৃতীয়ত, আমাদের এটিকে একটি বিতর্কিত কোণ থেকেও সংক্ষেপে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং আসুন এটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করি। প্রথমত এটি গুরুত্বপূর্ণ, আপনি যখন ত্রিত্ব সম্পর্কে প্রথমবার গভীরতার সঙ্গে চিন্তা করছেন, তখন আপনার উচিত ত্রিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য সৃষ্ট জগতের সমস্ত মানবিক উপমা বা চিত্রগুলিকে প্রতিরোধ করা এবং প্রত্যাখ্যান করা, কারণ এর ফলে ভুল হয়। তারা সবসময় এক বা অন্য ধরনের ভ্রান্তশিক্ষার ফলাফল হবে। তাদের মধ্যে আপনি হয়ত কিছু শুনে থাকবেন। লোকেরা বলে, "আচ্ছা, ত্রিত্ব হল জলের মতো। এটি হিমায়িত হলে এটি বরফ হতে পারে, বা এটি জলের সময় তরল হতে পারে, বা এটি একটি গ্যাস হতে পারে, এটি বাষ্প হতে পারে।" অথবা তারা বলবে, "ত্রিত্ব একটি গাছের মতো;মাটিতে এর শিকড় রয়েছে এবং এর একটি কাণ্ড রয়েছে এবং এর শাখা রয়েছে।" অথবা তারা বলবে,

"ত্রিত্ব এমন একজন ব্যক্তির মতো যিনি একজন পুত্র এবং একজন স্বামী এবং একজন পিতাও।" ঠিক আছে, ত্রিত্বের ক্ষেত্রে এই সমস্ত উপমাই ভ্রান্ত। আপনি ঈশ্বরকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করতে পারবেন না যার অস্তিত্বের তিনটি ভিন্ন উপায় রয়েছে, বা একজন ব্যক্তি যার নিজের থেকে বাইরের সাথে তিনটি ভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে, ইত্যাদি। এটি সব ধরণের ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। ত্রিত্বের শিক্ষাতত্ত্ব অব্যক্ত, এটি মহৎ, এটি সুন্দর, এটি রহস্যময় এবং বাইবেল আমাদের যা শিক্ষা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি পরিষ্কার। আমাদের শাস্ত্রের পাঠ্যের সাথে লেগে থাকতে হবে, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে ত্রিত্ব আমরা সৃষ্ট জগতে যা জানি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা– যে এখানে এমন কিছুই নেই যা এটি ব্যাখ্যা করাতে ন্যায়বিচার করে।

দ্বিতীয়ত, আমাকে দুটি বিপরীত ত্রুটি নির্দেশ করতে দিন। আমরা এটি দীর্ঘ বিবেচনা করতে যাচ্ছি না। একদিকে, মোডালিজমের (বিভিন্ন রূপ মতবাদ)বিভিন্ন রূপ রয়েছে। ধারণাটি হল যে ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন– ঈশ্বর হলেন একজন ব্যক্তি তিনটি ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। মোডালিজম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এটি কিছুটা সরল এবং এটি অনেকগুলি বিভিন্ন রূপ নেয়, তবে আমাদের এই ধারণা থেকে সতর্ক থাকতে হবে যে তিনজন এক বাক্তিতে আছেন এবং একজন ব্যক্তি তিনটি ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। বিপরীত ত্রুটি হল ত্রি-ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্বের সম্পর্কে বলার সময়, তিনটি ঐশ্বরিক অন্তঃসারকে উল্লেখ করা, যা এইভাবে একের পরিবর্তে তিনটি দেবতা হবে। আর এটি বিভিন্ন ধরণ, আকার এবং আয়তনের ইত্যাদি হতে পারে। সুতরাং ঐ দুটি বিপরীত ত্রুটি থেকে সাবধান থাকুন।

তৃতীয়ত, কেউ কেউ শেখায় যে ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পিতার অধীনস্থ। এখন আমরা শিখেছি যে তিনজন এক ঈশ্বর, অন্তঃসার একই। তাই আমাদের অবশ্যই এই ভুলটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে ঈশ্বর পুত্র তাঁর ঐশ্বরিকত্বে কোনো উপায়ে পিতার অধীনস্থ। তা কোন মতের হবে না। সুসমাচারের বিভিন্ন জায়গায় পুত্রের অধীনতা বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে ঐশ্ব-মানব হিসাবে খ্রীষ্টের দেহধারনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাক্য মাংসে মুর্তিমান। এটি ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতি খ্রীষ্টের মানব প্রকৃতির মানবিক ইচ্ছার আনুগত্যের কথা বলে, ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে একটি সম্পর্কের সাথে নয়। তাই ঐশ্বরিক সমষ্টির মধ্যে ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পিতার অধীনস্থ নন।

চতুর্থত, আপনি মাঝে মাঝে ত্রিত্বের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট (technical) শব্দের প্রতি আপত্তি শুনতে পাবেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট পার্থক্য করা প্রয়োজন এবং কারণ ভ্রান্ত শিক্ষাকারিরা সবাই বাইবেল ধরে রাখার দাবি করে। উদাহারনস্বরূপ, তারা বলতে পারে যীশু ঈশ্বর। কিন্তু যখন আপনি তাদের প্রশ্ন করেন বা আপনি তাদের কথা শোনেন, তখন আপনি আবিষ্কার করেন যে তারা বলতে চাচ্ছেন যে তিনি একজন সৃষ্ট ঈশ্বর, অথবা তিনি ঈশ্বরের অনুরূপ কিন্তু একই সারাংশ বা অন্তঃসারের নন। প্রচুর, প্রচুর এবং প্রচুর অন্যান্য বিকৃতি আছে। সুতরাং আপনি একজন ব্যক্তি কী বলছেন বা তারা কী বোঝাচ্ছেন তা বোঝাতে শুরু করার সাথে সাথে, আপনি কী বলছেন এবং আপনি কী ভাবছেন, আমাদের স্পষ্ট পার্থক্যগুলি নিয়োগ করতে হবে। আমাদের ভাষাকে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। এই সত্য অতি মূল্যবান, এটি বিকৃতি মেনে নেওয়া যায় না।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারি। প্রথমত, ত্রিত্ব হল বিশ্বাসীর পরিত্রাণের ভিত্তি। যোহন ১৭:৩, "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।" পুত্র ছাড়া পিতাকে চেনা অসম্ভব। যীশু যোহন ১৪:৬ বলা হয়েছে, "যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন;আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।" পবিত্র আত্মা প্রাপ্তি ছাড়া পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক করা অসম্ভব। রোমীয় ৮:৯ "কিন্তু তোমরা মাংসের অধীনে নও, আত্মার অধীনে রহিয়াছ, যদি বাস্তবিক ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়।"

দ্বিতীয়ত, ত্রিত্ব হল আমাদের সমস্ত উপাসনার ভিত্তি। প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৪ আমাদের ত্রিত্ববাদী উপাসনার চরিত্র তুলে ধরে। আপনি আসলে সেই সঙ্গে যিশাইয় ৬-এর সাথেও সংযোগ করতে পারেন। আমরা দেখতে পাই যে আমরা ত্রিত্ব নামে বাপ্তিষ্ম নিচ্ছি। এমনকি খ্রীষ্টীয় জীবনের সবচেয়ে সহজ, মৌলিক উপাদান, প্রার্থনা হল ত্রিত্ববাদী। আমরা পিতার কাছে প্রার্থনা করতে শিখি, আমরা পুত্রের নামে এবং পুত্রের মধ্যস্থতার

মাধ্যমে প্রার্থনা করতে শিখি এবং আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রার্থনা করতে শিখি। বাইবেল আমাদের শেখায় যে আমরা তিনজনের প্রত্যেকের প্রশংসা ও উপাসনা করি এবং তিনটি ঐশ্বরিক আশীর্বাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে চাই।

তৃতীয়ত, বিশ্বাসীর আনুগত্য ত্রিত্বের সাথে আবদ্ধ। পিতা আমাদের পুত্রকে "শুনতে" আদেশ করেন, মথি ১৭:৫। আমরা পুত্রের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই (যোহন ১, কলসীয় ১, ইব্রীয় ১)। পুত্র আমাদেরকে জাতিদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেমনটি আমরা মথি ২৮ -এ দেখেছি। সাধুদেরকে "আত্মা মণ্ডলীকে যা বলেন তা মানতে" বলা হয়েছে, যেমন আপনি প্রকাশিত বাক্য ২-এ দেখতে পাবেন।

চতুর্থত, বিশ্বাসীকে একত্রিত করা হয় ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাথে। যোহন ১৪:২৩ বলে, "যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য সকল পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।" বিশ্বাসী তাদের পরিত্রাণে খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হয়। পবিত্র আত্মা তাদের পরিত্রাণের সময় থেকে তাদের মধ্যে বসবাস করতে আসেন এবং এই ঐক্যতা ত্রিত্বের প্রতিটি ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের দিকে পরিচালিত করে। যোগাযোগ বা সহভাগিতা হল দেওয়া এবং গ্রহণ করা এবং বিশ্বাসীকে সময় এবং অনন্তকালের মধ্যে এটি উপভোগ করতে সক্ষম হওয়ার একটি মূল্যবান বিশেষাধিকারের মধ্যে নিয়ে আসা হয়, পিতা এবং পুত্র এবং আত্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত, সমস্ত ধন ও অনুগ্রহ উপভোগ করে যা তাকে দেওয়া হয়। আমাদের পরিত্রাণ, আমরা আমাদের ভালবাসা, আমাদের সেবা, আমাদের উপাসনা, আমাদের প্রশংসা, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রদান করে উপভোগ করি। ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে এই মিলনের ফলে যে যোগাযোগ বাস্তবায়িত হয়।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায় আমরা ত্রিত্বের শিক্ষাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করেছি। স্পষ্টতই আরও অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু এটি বাইবেলের ত্রিত্ববাদী পাঠের জন্য কিছু সহায়তা প্রদান করে। এটি আমাদেরকে এক ঈশ্বরের বৃহত্তর জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করবে যিনি তিন ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক আদেশের মতবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেব, যা কিছু ঘটবে তা পূর্বনির্ধারিত করার তাঁর চিরন্তন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ৯

ঈশ্বরের ফরমান (Decree)

ইতিহাস পড়া আকর্ষণীয় হতে পারে। অনেকগুলি মোড় এবং বাঁক রয়েছে এবং অনেকগুলি অপ্রত্যাশিত এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে যা উন্মোচিত হয়। বাইবেলে লিপিবদ্ধ ইতিহাসেও আমরা এটি দেখতে পাই। যোষেফের জটিল ঘটনার কথা ভাবুন। তাঁর একটি স্বপ্ন দেখেছে, যেখানে তাঁকে বলা হয়েছে যে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সামনে মাথা নত করবে এবং তারপর যা কিছু উদ্ঘাটিত হয় তা তাঁর বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাঁকে দাসত্বে বিক্রি করা হয়েছে, তাঁকে একটি দূর দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁকে তাঁর প্রভুর বাড়ির দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, তাঁকে কারাগারে রাখা হয়েছে এবং সেখানে ভুলে জাওয় হয়েছে এবং সেখানে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। আপনি যখন প্রথম ঘটনাটি শুনবেন, তখন আপনি নিজেকে আপনার স্থানে বসে ভাববেন, "এরপর কী হবে?" বিভিন্ন পয়েন্টে, এটা মনে হয় যেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে এবং যোষেফের জন্য সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র আরেকটি মোড় এবং একটি খোলা দরজা আবিষ্কার করার জন্য, যা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যায়। উদাহারণস্বরূপ, একই কথা সত্য পুরাতন নিয়মের শেষে, ইষ্টেরের ঘটনায়। আপনি মনে করেন, ইস্রায়েলের লোকেরা বিলুপ্তির পথের কতই সন্নিকট এসেছে। তবুও প্রভু জিনিসগুলিকে একটি বিভক্ত সেকেন্ডের মধ্যে পরিণত করেন এবং প্রচুর ভাল বিষয় নিয়ে আসেন। অন্যান্য অনেক ঘটনাই একই কথা সত্য। আপনি এটিকে বাইবেলের বাইরেও খুঁজে পেতে পারেন, বিশ্বের ইতিহাসের মাধ্যমে এবং বিশেষ করে যুগ যুগ ধরে মণ্ডলীর ইতিহাসের মধ্যেও।এমনকি আমাদের বর্তমান সমসাময়িক প্রেক্ষাপটেও, বিশ্বাসী প্রায়ই ভাবতে পারে, "এই ঘটনাগুলিতে ঈশ্বর কী করছেন? এটি কোথায় পরিচালিত করবে? কী ফলাফল হবে? তাঁর উদ্দেশ্য কী?" যদিও আমরা সবসময় নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তরগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে নাও পারি, তবে বিশ্বাসীর কাছে আমাদের আরও মৌলিক সত্য প্রকাশিত হয়, যা একটি ভিত্তি প্রদান করে যার উপর আমরা আমাদের বিশ্বাসকে বিশ্রাম দিতে পারি। আমরা জানি যে ঈশ্বর ইতিহাসের শীর্ষে আছেন। আমরা জানি কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। আমরা জানি যে তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা অবশ্যই ঘটবে এবং আমরা জানি যে তাঁর পরিকল্পনা তাঁর মহিমা এবং খ্রীষ্টের রাজ্যের অগ্রগতির সেবা করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দৃষ্টি অস্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সেই পরিস্থিতির পিছনে ঈশ্বরকে স্পষ্টভাবে দেখে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউল বা পাঠে বক্তৃতাগুলির সিরিজ ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা ঐক্য এবং ত্রিত্ব উভয় ক্ষেত্রেই বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করেছি। এই পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা আমাদের মনোযোগ ঈশ্বরের বাইরের সমস্ত জিনিসের দিকে, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে ফিরিয়ে দেব। আমরা শিখি যে যা কিছু আছে, সবই বিদ্যমান কারণ ঈশ্বর সেগুলির অস্তিত্বের আদেশ দিয়েছেন। তাই আমরা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, "কেন এবং কী উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন?" ঈশ্বরের ফরমানে এর উত্তর পাওয়া যায়। আমরা এই সব-গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক শিক্ষার একটি ভূমিকা বিবেচনা করব। কিন্তু আমাদের প্যাটার্ন হিসাবে, প্রথমত, আমরা ঐশ্বরিক ফরমানের বিষয়ে আমাদের বিবেচনাকে পরিস্ফুটিত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদটি সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব।

আমরা যিশাইয় ৪৬:৯ এবং ১০-এ এই কথাগুলি পড়ি, "সেকালের পুরাতন কার্য সকল স্মরণ কর;কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই। আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা পূর্বে জানাই, আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, আমি আপনার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব।" এই অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কী করেন। তিনি এই বলে শুরু করেন, "আমিই ঈশ্বর" ইত্যাদি। আপনি যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়ন করবেন, তখন আপনি আবিষ্কার করবেন যে বাইবেলের অন্যান্য

সকল শিক্ষাতত্ত্ব স্বয়ং ঈশ্বরের মতবাদ থেকে প্রবাহিত। ঈশ্বর কে, তা আমাদের জ্ঞাত করে যে ঈশ্বর নিজের বাইরে সৃষ্ট মহাবিশ্বে কী করেন। ঈশ্বর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় এবং সর্বজ্ঞানী ও সার্বভৌম। যেহেতু তিনি ঈশ্বর, তাই তাঁর সবচেয়ে পবিত্র সংকল্পগুলি সর্বদাই ঘটা বাঞ্ছনীয়। স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর হিসাবে, তিনি কিছু করার কারণে হিসেবে নিজের বাইরে তাকান না। সমস্ত কিছু তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছা অনুসারে সম্পন্ন হয় এবং সর্বদা তাঁর স্বার্থ এবং মহিমা পরিবেশন করতে হবে। যিশাইয়ের এই পাঠ্যটি বলে যে তিনি শুরু থেকে শেষ ঘোষণা করেন। তাই ইতিহাসে কিছু ঘটার আগে, ঈশ্বর ঘোষণা করেন যা ঘটবে, সব কিছুর শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন, তিনি এটি ঘোষণা করেন কারণ তিনি নিজেই এটি নির্ধারণ করেন এবং তিনি যা নির্ধারণ করেন তা ন্যূনতম মাত্রায় পরিবর্তন করা যায় না। যেমন যিশাইয়ের অনুচ্ছেদ বলে, "আমার মন্ত্রণা স্থির থাকবে এবং আমি আমার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করব।" ঈশ্বর এই বিশ্বের জিনিসগুলির প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে কিছু সিদ্ধান্ত নেন না। তিনি যা আদেশ করেন তা মানুষের মধ্যে কোন কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না।

এখন আমরা এই সত্যটি জানি, কারণ ঈশ্বর এটি আমাদের কাছে শাস্ত্রে প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি যে ঈশ্বর যা কিছু ঘটতে পারে তা নির্ধারণ করেন, কিন্তু আমরা তা ঘটানোর আগে তিনি কী আদেশ করেছিলেন তা জানি না। দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯ এর কথাগুলি মনে রাখবেন, "নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার;কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।" তাই আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, যা স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যে গোপন এবং অন্যদিকে, ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা তাঁর বাক্যে, অর্থাৎ শাস্ত্রে প্রকাশিত। পূর্বের উল্লেখ অনুসারে, তাঁর ফরমান, ঈশ্বরের চিরন্তন উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁর মন্ত্রণা অনুসারে যা কিছু তিনি নির্ধারণ করেছেন সেইমত সম্পন্ন হয়।

এই বক্তৃতায়, আমরা ঐশ্বরিক ফরমানের শিক্ষাতত্ত্বের একটি ভূমিকা অন্বেষণ করব, কিছু মৌলিক বিভাগ এবং পরিভাষা প্রদান করব যা আমাদের সামনের দিনগুলিতে এই সত্যগুলি আরও অন্বেষণ করতে সজ্জিত করবে। ফরমান শিক্ষা আবার আমাদের মনকে প্রসারিত করে, আমাদের নম্র করে এবং আমাদের ঈশ্বরের উপাসনার জন্য পরিচালিত করে। তাই এটি একটি সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলের শিক্ষা হিসাবে সাবধানে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, আসুন ঐশ্বরিক ফরমানের শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিবেচনা করি। এই বিষয়টি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ১-এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "সমস্ত অনন্তকাল থেকে ঈশ্বর, তাঁর নিজের ইচ্ছার সবচেয়ে জ্ঞানী এবং পবিত্র পরামর্শ দ্বারা, স্বাধীনভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে যা কিছু ঘটতে পারে তা নির্ধারণ করেছেন: তবুও, এর ফলে ঈশ্বর পাপের রচয়িতাও নন, বা হিংসার ইচ্ছার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। জীব, বা দ্বিতীয় কারণের স্বাধীনতা বা আকস্মিকতা কেড়ে নেওয়া হয় না, বরং প্রতিষ্ঠিত হয়।" সুতরাং এটি ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ১-এর এই মতবাদটি ব্যাখ্যা করার জন্য, এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থির করা উচিত।

প্রথমত, আসুন আমাদের শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত করি। ঐশ্বরিক "ফরমান (মন্ত্রণা)" বলতে ঈশ্বরের কাজকে বোঝায়, যার দ্বারা তিনি নিজের বাইরের সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যত নির্ধারণ করেন। ঈশ্বর হলেন প্রথম কারণ এবং পরিচালক এবং সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রণকর্তা। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার কারণ হিসাবে সব জিনিস ফিরে দেখি। দ্যা ওয়েস্টমিনস্টার সরট্যাঁর ক্যাটাকিজম, প্রশ্নোত্তর ৭, প্রদান করে যা আমি মনে করি একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। এটি বলে, "ঈশ্বরের ফরমান হল, তাঁর অনন্তকালিন উদ্দেশ্য, তাঁর ইচ্ছার মন্ত্রণা অনুসারে, যার দ্বারা, তাঁর নিজের গৌরবের জন্য, যা ঘটবে তা তিনি পূর্বনির্ধারিত করেছেন।" সুতরাং লক্ষ্য করুন যে এটি "ফরমান গুলি" বলে, বহুবচন, তাঁর "উদ্দেশ্য" দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা একবচনে রয়েছে। তাই ঈশ্বরের একটি একক অনন্তকালীন উদ্দেশ্য আছে। সময় বা বিবেচনার মধ্যে পারম্পর্যর ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করবেন না। আপনি আরও লক্ষ্য করুন যে ফরমানের লক্ষ্য হল একমাত্র ঈশ্বরের মহিমা।

দ্বিতীয়ত, ফরমান অনন্তকালিন। এর কোনো শুরু নেই, শেষ নেই, সময়ের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। এখন আমাদের দিক থেকে, আমরা সময় এবং স্থানের ঘটনাগুলির স্বতন্ত্র প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, তবে এটি ঈশ্বরের ফরমানের প্রভাব। যা ঘটে তা হল ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পরিকল্পনার কার্যকারিতা। সুতরাং ঈশ্বরের আদেশ তাঁর নিজের মতই সরল এবং অনন্তকালিন। আমরা এই বক্তৃতার শুরুতে যিশাইয় ৪৬:৯-১০-এ দেখেছি, "আমি

শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি" এটা অনন্তকালিন।

তৃতীয়ত, ফরমান একটি মুক্ত কাজ। আমরা এর দ্বারা কী বোঝাতে চাই? আদেশের উৎপত্তি স্বয়ং ঈশ্বরে। এটি এই জগতে তাঁর বাইরের কিছু দ্বারা নির্ধারিত নয়। ইফিষীয় ১:১১ পদে পৌলের কথাগুলো চিন্তা করুন, যা ঈশ্বরের কাজ করার কথা বলে, "যিনি নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কিছু করেন তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে।" অথবা ইয়োব ২৩:১৩ -এর কথাগুলো ভাবুন, "কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্ত; কে তাঁহাকে ফিরাইতে পারে? তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন।" তাই ঈশ্বর কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে কিছু নির্ধারণ করেননি যা তিনি প্রাণীদের মধ্যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন– এটি একটি স্বাধীন কাজ ছিল। প্রভু নিজের বাইরের কিছুর দ্বারা বাধ্য হননি।

চতুর্থত, এর অর্থ হল ঈশ্বরের ফরমান শর্তাধীন নয়– এটি অন্য কিছুর উপর শর্তযুক্ত নয়। আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৩-এ ফিরে যান, এটি অনুচ্ছেদ ২-এ এই শব্দগুলির সাথে এগিয়ে যায়, "যদিও ঈশ্বর জানেন যে সমস্ত অনুমিত (supposed) অবস্থার মধ্যে যা কিছু ঘটতে পারে বা হতে পারে, তবুও তিনি কোন কিছুই ফরমান এইজন্য দেননি কারণ তিনি এটিকে ভবিষ্যত হিসাবে দেখেছিলেন, অথবা এটি বিষয় শর্ত সাপেক্ষে ঘটবে।" তাই যদি আমরা বলি যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ফরমান জারি করেছেন কারণ তিনি এটি পূর্বেই দেখেছিলেন এবং সৃষ্টির মধ্যে এটির প্রতি প্রতিক্রিয়া করেছিলেন, তাহলে আমরা তাদের অস্তিত্বকে ঈশ্বরের থেকে স্বাধীন বলে মনে করব, যা আমরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিখেছি তার সবকিছুই উন্মোচন করবে। ঈশ্বর ফরমান ব্যতীত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব প্রথমে হয়নি, সেইসাথে এর থেকে যা কিছু আসে সেই সবের জন্য ঈশ্বর প্রথমে ফরমান জারি করেছেন তবে সেগুলি অস্তিত্বে এসেছে। তাই, আমরা যখন ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি, তখন আমরা মনে করি না, "আচ্ছা, মানুষ যদি এইরকম করে বা সেইরকম করে, তাহলে প্রভু অন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" এটা শর্তসাপেক্ষ নয়।

পঞ্চমত, ফরমান হল পরিবর্তনাতীত। এটা অপরিবর্তনীয়। যদি অন্য কিছুই ঈশ্বরের ফরমানের কারণ না হয়, বরং তাঁর অনন্তকালিন ফরমান সবকিছুর কারণ হয়, তাহলে ফরমান হল একটি পরিবর্তনাতীত ঈশ্বরের একটি পরিবর্তনাতীত আদেশ, একটি অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের একটি অপরিবর্তনীয় আদেশ। ঈশ্বর যা ফরমান করেছেন তা ঘটবে, পরিবর্তন ছাড়া, সমন্বয় বা উন্নতি ছাড়াই। গণনাপুস্তক ২৩:১৯ -এ, আমরা পড়ি, "ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন; তিনি কহিয়া কি কার্য করিবেন না?"

ষষ্ঠত, আমরা দেখি ঐশ্বরিক ফরমান বোধশক্তিসম্পন্ন। যা কিছু ঘটে এটি সেই সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করে। আবার, আপনি ইফিষীয় ১:১১-এ "সবকিছু" শব্দগুলি লক্ষ্য করবেন, "যিনি নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কিছু করেন তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে।" ঈশ্বরের সর্বব্যাপী, সার্বজনীন ইচ্ছা থেকে বাদ দেওয়া হয় না যা কিছু বিদ্যমান বা ঘটে। তাই এটি বোধশক্তিসম্পন্ন । আমরা সংরক্ষণের শিক্ষাতত্ত্বের বক্তৃতায় এটি সম্পর্কে আরও কথা বলব।

সপ্তমত, ঈশ্বর যদি প্রথম কারণ হয়ে থাকেন, সব কিছুর ফরমান করেন, তাহলে দ্বিতীয় কারণের কী হবে? আর রোবটের মতো কিছু না হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানুষের মুক্ত স্বাধীনতার কী হবে? আমরা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ১-এ দেখেছি যে এটি বলে, "নাইবা প্রাণীদের ইচ্ছার জন্য সহিংসতা দেওয়া হয়, নাইবা দ্বিতীয় কারণগুলির স্বাধীনতা বা আকস্মিকতা কেড়ে নেওয়া হয়, বরং প্রতিষ্ঠিত হয়।" সুতরাং ঈশ্বরই প্রথম কারণ, একটি প্রথম কারণ নন; ঈশ্বরই প্রথম কারণ। আর তারপর অন্য সবকিছু, কারণ এবং প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু গৌণ, বা দ্বিতীয়। ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রথম কারণ এবং অন্য সমস্ত লঘু কারণ হিসাবে কাজ করে ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝার ক্ষেত্রে; সেই সম্পর্কটিকে সহমতের মতবাদ (doctrine of concurrence) বলা হয়। সহমতে দুটি বিষয় একসঙ্গে বা পাশাপাশি চলার ধারণা জড়িত। আপনি সঙ্গমকারী নদীর কথা ভাবতে পারেন– দুটি নদী যেগুলি একত্রিত হচ্ছে, অথবা দুটি নদী একে অপরের পাশে বয়ে চলেছে–তারা একমত। এই দুটি জিনিস যা আমরা বলছি তা হল প্রথম কারণ এবং বাকি সমস্তই হল দ্বিতীয় কারণ, তাই শুধুমাত্র দুটি বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করবেন না। এই ধরনের মৌলিক ভুল মানুষ করে। তারা কেবল দুটি বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবে– হয় ঈশ্বর কিছু করেন, বা মানুষ তা করে। তারা সেগুলিকে দুটি বিকল্প হিসাবে মনে করে। তবে এটি ধরে নেওয়া হবে যে সমস্ত কারণই হল প্রথম কারণ, যা অবশ্যই অসম্ভব। তাই মানুষরা তাদের ইচ্ছার সুযোগ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে। সেই সুযোগটি কী তা নিয়ে আমরা আরও কথা বলব, কারণ পতিত মানুষ, পাপী মানুষ, তার নিজের পতিত চরিত্রের দ্বারা তার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষরা তাদের ইচ্ছার পরিধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে

এবং ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পন্ন করেন, তারা যা করে, নিখুঁতভাবে, অপরিবর্তনীয়ভাবে, চিরন্তনভাবে– যা আমরা আগে দেখেছি। সুতরাং প্রথম কারণ দ্বিতীয় কারণের সাথে একমত। আপনি এটি বাইবেলে দেখতে পাবেন, হিতোপদেশ ১৯:২১-এ "মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে।" অথবা আমরা যোষেফের যে ঘটনাটি দিয়ে শুরু করেছিলাম তাই আপনি মনে করতে পারেন। আদিপুস্তক ৫০:২০-এ আপনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং যোষেফ নিজের ভাইদের সাথে কথা বলছেন এবং তিনি বলেছেন, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন; অদ্য যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।" সুতরাং তাঁর ভাইয়েরা যা করেছে, তারা তাদের নিজের পছন্দ এবং ইচ্ছায় করেছে এবং তারা যা করেছে তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী– তারা পাপ করেছে। কিন্তু ঈশ্বর কিছু একটা করছিলেন এবং তিনি তাঁর ফরমান বাস্তবায়িত করছিলেন, যার ফলস্বরূপ বিস্ময়কর কিছু হতে চলেছে। এখন, ক্রুশের চেয়ে এটি দেখার জন্য আর কোনও ভাল স্থান নেই। প্রেরিত ২:২৩-এ কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা কি আপনার মনে আছে; "তিনি," অর্থাৎ খ্রীষ্ট, "ঈশ্বরের দৃঢ় পরামর্শ এবং পূর্বজ্ঞান দ্বারা সমর্পিত হচ্ছেন"– তাই ঈশ্বর এই ফরমান দিয়েছেন, তিনি ফরমান দিয়েছেন যে তাঁকে সমর্পণ করা হবে। পিতর তখন তাদের বলেন, "তোমরা তাঁকে গ্রহণ করেছ" ত্রাণকর্তাকে– "তোমরা গ্রহণ করেছ" প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে, অথবা, পাঠ্যের শব্দগুলি ব্যবহার করলে, "তোমরা তাঁহাকে অধর্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে"। তাই আপনি এখানে বিষয়টি বুঝতে পারছেন; মোদ্দা কথা হল যে ঈশ্বর কিছু নির্ধারণ করেছিলেন এবং মানুষেরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে সেই বিষয়টি বাস্তবায়িত করছিল। একইভাবে, প্রেরিত ৪:২৭-২৮-এ, "কেননা সত্যই তোমার পবিত্র দাস যীশু, যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ, তাঁহার বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত জাতিগণের ও ইস্রায়েল-লোকদের সঙ্গে এই নগরে একত্র হইয়াছিল, যেন তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণা দ্বারা পূর্বাবধি যে সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা সমপন্ন করে।" তাই এই দুষ্ট ব্যক্তিরা তাদের দুষ্ট ফন্দিতে যা করতে চায় তা করছে, কিন্তু তারা আসলে ঈশ্বর যা নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁর নিজের পরামর্শে তা বাস্তবায়িত করছিল। সুতরাং আমরা দেখি যে মানুষেরা নিজেদের বাইরের শক্তি দ্বারা কিছু করতে বাধ্য হয় না। তারা তাদের সীমাবদ্ধতার সুযোগের মধ্যে তাদের স্বাধীন উপকরণ দ্বারা কাজ করছে। কিন্তু আমরা এটাও দেখি যে তারা যা করে তা ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা পূরণ করে। এখন আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এটি আরও আলোচনা করব। তাই এটি আমাদের শিক্ষাতত্ত্বের প্রকাশের একটি ওভারভিউ প্রদান করে।

তৃতীয়ত, আমরা এই শিক্ষাতত্ত্বকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করি। আপত্তিগুলি কী? প্রথমত, লোকেরা এই বাইবেলের শিক্ষাটি শুনবে এবং তারা মনে মনে ভাববে, "আচ্ছা, ঈশ্বর পাপের জনক।" আপনার মনে আছে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ১, এটিকে সম্বোধন করে: "ঈশ্বর অনন্তকাল থেকে করেছেন, তাঁর নিজের ইচ্ছার সবচেয়ে জ্ঞানী এবং পবিত্র মন্ত্রণা দ্বারা, স্বাধীনভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে যা কিছু ঘটতে পারে তা নির্ধারণ করেছেন, তবুও এর মাধ্যমে ঈশ্বরও পাপের রচয়িতা নন।" সুতরাং এটি জোরালোভাবে অস্বীকার করা হয়েছে যে ঈশ্বর পাপের জনক। এটি অবশ্যই হতে হবে, কারণ বাইবেল এটি শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর পাপের রচয়িতা নন। তিনি মানুষকে পাপে প্রলুব্ধ করেন না বা বাধ্য করেন না। ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে পাপের ফরমানের অনুমতি দেন। তিনি এতে নিষ্ক্রিয় নন– তিনি সক্রিয়ভাবে এটির ফরমান দিচ্ছেন, তবে এটি পাপের অনুমতি দেওয়ার একটি ফরমান। তিনি আসলে মানুষদের মধ্যে পাপকে কার্যকারী করেন না– তারা সেই অপরাধ বহন করে। তাই আপনার কাছে ঈশ্বরের পরিবর্তনাতীত ফরমান আছে যা বাস্তবায়িত হয়েছে তাদের পাপ করার মধ্য দিয়ে, যেন ঈশ্বরের মহিমার বৃহত্তর উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ বলবে, "আচ্ছা, এটি মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করে।" আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তিও এটিকে সম্বোধন করেছে। এটি মানুষের স্বাধীনতা এবং সে যা করতে চায় তা করার পছন্দকে বাদ দেয় না। না, মানুষের দায়িত্ব এবং মানুষের অপরাধ বোধ বজায় থাকে। তাই মানুষেরা নিজের জন্য চিন্তা করছে, নিজের জন্য কথা বলছে, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে;আর তারা যা করা বেছে নেয়, তার জন্য তারা ঈশ্বরের সামনে দায়ী এবং পাপ ও বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এর জন্য দোষী। তাই সেই স্বাধীন ইচ্ছা বজায় রাখা হয়, কিন্তু এই সত্যটি বাতিল করা যায় না যে যা বাস্তবায়িত হবে তা পুরোপুরি ঈশ্বরের ফরমান অনুসারে হয়।

তৃতীয়ত, কেউ কেউ বলবেন যে এটি মানুষের উদাসীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, অনুপ্রাণিত পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদির

জন্ম দেয়। কিন্তু এটা আসলে উল্টো। বিশ্বাসীদের জন্য, এটি সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বরের উপর আমাদের নির্ভরতাকে উৎসাহিত করে। এটি আমাদেরকে প্রভুর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং এটি স্বীকার করছে যে সমস্ত কিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল, আমাদের অবশ্যই তাঁর হাত থেকে তাঁকে খুশি করতে এবং তাঁর গৌরব করার ক্ষমতা পেতে হবে। তাই, যখন আপনি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ, তাঁর নিজের ইচ্ছার সার্বভৌম বাস্তবায়নের অনুভূতি, আমাদের নিজস্ব দায়িত্বের সাথে মিলিত হন, তখন আমরা প্রভুর সামনে অধ্যবসায় এবং কার্যকলাপের অবস্থানে এবং তাঁর সেবার অন্বেষণের জন্য বাধ্য হয়। কারণ আমরা জানি যে, বিশ্বাসীর জন্য, প্রভুর উপর আস্থা রাখা, প্রভুকে অনুসরণ করা, প্রভুর সেবা করা, প্রভুর জন্য আত্মাহুতি দেওয়া এবং আরও অনেক কিছু, যা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সাজিয়েছেন এবং তিনি সেগুলি ব্যবহার করছেন তাঁর মহিমা প্রদর্শনের এবং তাঁর নিজের কারণকে সামনে আনার জন্য।

চতুর্থত, আমাদের বাস্তবিকভাবে এটি বিবেচনা করা উচিত। আমরা নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। এখানে মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয় দেওয়া হল। প্রথমত, আমরা স্বীকার করি ঐশ্বরিক ফরমানের শিক্ষাতত্ত্বকে অবশ্যই জ্ঞান এবং বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। আমরা এখানে পবিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করছি: ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কি করেন। আমরা এমনভাবে কথা বলতে চাই না যা এই জিনিসগুলির নিরর্থক বা শূন্য বা অসম্মানজনক বা হালকা করবে। এই ধরনের শিক্ষাতত্ত্বগুলি আলোচনা করার সময় আমাদের ঈশ্বরের ভয়ে এগোনো উচিত এবং যারা সম্ভবত তাদের বোধগম্যতা এবং এই বিষয়গুলি বোঝার ক্ষমতার শুরুয়াতি দিকে রয়েছে তাদের প্রতি সংবেদনশীলতা দেখানো প্রয়োজন। আমরা তাদের অযথা বিভ্রান্ত করতে চাই না। আমরা তাদের সত্যের স্পষ্টতার সাথে নেতৃত্ব দিতে চাই।

দ্বিতীয়ত, মানুষের দায়িত্ব এবং বিশেষ করে সুসমাচার প্রচার এবং তাঁর রাজ্যের অগ্রগতির মতো বিষয়গুলির প্রতি বিপরীতমুখী হওয়ার পরিবর্তে, এটি এই বিষয়টিকে শক্তিশালী করে। এটা প্রভুর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। আমরা স্বীকার করি যে আমরা তাঁর রাজ্যের জন্য যা করছি তা এমন কিছু যা ঈশ্বর নিজেই করছেন এবং এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমাদের ফলাফল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ঈশ্বর এই জিনিসগুলিতে তাঁর নিজের কারণে সাফল্য নিশ্চিত করতে চলেছেন। এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও, এটি অনেক অসুবিধা, পরীক্ষা, কষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর অনেক কিছুর মধ্যেও আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। আমরা এই মতবাদে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি, জেনেছি যে আমরা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত এবং আমরা প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখতে পারি যা তিনি প্রকাশ করছেন।

তৃতীয়ত, এটি আমাদের অহংকারকে ধ্বংস করবে এবং নম্রতাকে উদ্দীপিত করবে। মানুষ এই শিক্ষা দ্বারা ধূলিকণা সম করা হয়। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে মহিমান্বিত হন। ঈশ্বর কে সর্বত্র দেখা যায় এবং ফলাফল স্বরূপ মানুষ অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায়। তাই এটা আমাদের নম্র করে।

কিন্তু এটি ঈশ্বরের প্রতি আজীবন আমাদের কৃতজ্ঞতাও তৈরি করা উচিত। তিনি মানুষদের সমস্ত বিষয়ে শাসন চালান ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই, আমরা চাই যে সমস্ত গৌরব এবং সম্মান যেন তাঁর কাছে যায়, মানুষের কাছে বা মানুষের কৃতিত্বের দিকে নয়। আমরা এই জিনিসগুলির দাবি করতে পারি না। আমরা শুধুয়াত্র প্রভুর প্রশংসা করি।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায়, আমরা ঐশী ফরমান শিক্ষাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করেছি। অবশ্যই শেখার আরও অনেক কিছু আছে, তবে এটি পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ বোঝার জন্য কিছু সাহায্য প্রদান করবে, যা আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে বৃহত্তর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে পূর্বনির্ধারণের মতবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেব, যা ঈশ্বরের নিজের গৌরবের জন্য মানুষদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রের মধ্যে ঐশ্বরিক ফরমানকে সম্বোধন করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ১০

পূর্ব নিরূপণ

ঈশ্বর যখন বাইবেলে বলেন যে স্বাভাবিক, মনপরিবর্তন করেনি এমন ব্যক্তিরা অন্যায় এবং পাপে মৃত, তখন অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে। তারা এই বলে উত্তর দিতে পারে, "আমি মৃত অনুভব করি না, আমি মৃত বলে মনে করি না। আমার দিকে তাকাও আমি খাই এবং দৌড়াই ইত্যাদি।" সমস্যাটি রয়েছে তাদের সনাক্তকরণের ব্যার্থতায়, যে মানুষদের একটি শরীর এবং একটি আত্মা উভয়ই রয়েছে। তাদের শরীর জীবিত এবং সক্রিয় হতে পারে, একই সাথে তাদের আত্মা মৃত হতে পারে। তাহলে একজন ব্যক্তির আত্মা পাপে মৃত হওয়ার ইঙ্গিতগুলো কী? সবচেয়ে সহজ উপায়টি হল শরীরের সাথে সমান্তরাল ভাবে চিন্তা করা। যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত তারা ঈশ্বরের সত্যের আলো দেখতে পারে না। তারা বিশ্বাসের দ্বারা বাক্য শুনতে এবং বিশ্বাস করতে পারে না। তারা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের বিস্ময় আস্বাদন এবং স্বাদ গ্রহণ করে না। তারা সত্যের প্রতি সাড়া দিতে পারে না বা ঈশ্বরের আদেশের পথে চলতে পারে না। একটি মৃত লাশের মত, তারা আধ্যাত্মিকভাবে প্রাণহীন।

এটি বাস্তবতার একটি ভয়ঙ্কর ছবি চিত্রায়িত করে। নিজের ভরসায় ছেড়ে দেওয়া লোকেরা তাদের কল্পনার চেয়ে অনেক খারাপ– তারা আশাহীনভাবে হারিয়ে গেছে। যাদের মনপরিবর্তনহীন মানুষেরা কেবল অসুস্থ বা দুর্বল নয়, তারা আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ, অজ্ঞ এবং পাপে মৃত। এর মানে হল যে যদি একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তারা সম্ভবত সুসমাচারের প্রতি সাড়া দিতে পারে না এবং তাদের পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে না, কবরে থাকা একজন ব্যক্তিও নিজে চিৎকার করে কাউকে সাড়া দিতে পারে না। পাপীর যা প্রয়োজন তা কেবল ঈশ্বরই দিতে পারেন। তাকে অতিপ্রাকৃতভাবে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন দেওয়ার উদ্যোগ দেখাতে হবে। অন্যথায়, মৃত পাপী তার পাপে মারা যাবে এবং নরকে ঐশ্বরিক শাস্তির অনন্ত মৃত্যু ভোগ করবে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি সন্তুষ্ট, করুণাপূর্ণ এবং দয়াময়, নিজের জন্য লোকদের মনোনয়নে, তাদের অন্বেষণে, তাদের উদ্ধারে, তাদের জীবন দানে এবং যীশু খ্রীষ্টতে তাদের পুর্নাঙ্গ এবং শাশ্বত জীবন দান করার ক্ষেত্রে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির সিরিজটি ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা অন্বেষণ করেছি যে বাইবেল ঈশ্বরের একতা এবং ত্রিত্বতা সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়। কিন্তু পরবর্তী অংশে, ৯ থেকে ১২তম বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের বাইরের সমস্ত জিনিসের দিকে আমাদের মনোযোগ দিচ্ছি– যেমন হল, সৃষ্টি। আপনি নিশ্চয় মনে করবেন যে আগের বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের ফরমানের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে ঈশ্বরের ফরমান ইতিহাসে ঈশ্বরের শাসকত্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক সৃষ্টি থেকে শুরু করে ঈশ্বরের বাইরে যা কিছু ঘটে তা নির্ধারণ করে। কিন্তু আমরা সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের দিকে ফিরে যাওয়ার আগে, আমরা পূর্ব নির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করতে যাচ্ছি। আর এটি করার মাধ্যমে, আমরা ঈশ্বরের ফরমানের বিস্তৃত ধারণা থেকে, মুক্তির প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের ঐশ্বরিক ফরমানের সংকীর্ণ ধারনার দিকে পরিচালিত হয়। পূর্ব নির্ধারণ ব্যাখ্যা করতে, আমরা আমাদের সমস্ত বক্তৃতায় যে প্যাটার্ন ব্যবহার করেছি তা অনুসরণ করব।

সর্বপ্রথম, আমরা শুরু করব, পূর্ব নির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের আরও বিবেচনার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে দেখার মাধ্যমে। আমরা ইফিষীয় ১:৪-৬-এ এই কথাগুলি পড়ি: "যেমন তিনি জগতের গোড়াপত্তনের আগে তাঁর মধ্যে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন, যেন আমরা প্রেমে তাঁর সামনে পবিত্র ও নির্দোষ থাকি: সন্তান গ্রহণের জন্য আমাদের পূর্ব নির্ধারিত করে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা নিজের কাছে, তাঁর ইচ্ছার

ভাল আনন্দ অনুসারে, তাঁর করুণার মহিমার প্রশংসার জন্য, যেখানে তিনি আমাদের প্রিয়জনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।" পৌল ১১ এবং ১২ পদে ক্রমগত বলে গেছেন, "যাঁর মধ্যে আমরাও উত্তরাধিকার পেয়েছি, যিনি তাঁর নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কিছু কাজ করেন তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে পূর্বনির্ধারিত হয়েছি: যাতে আমরা ঈশ্বরের কাছে থাকতে পারি। তাঁর মহিমার প্রশংসা, যিনি প্রথমে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিলেন।" তাই পৌল খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা যে আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি পান তা তুলে ধরে তার পত্রটি শুরু করেন। এটি করার মাধ্যমে, তিনি তাঁর মনকে জগতের শুরুর আগে আদিকালের দিকে প্রসারিত করেন এবং তারপরে তিনি তাঁর মনকে সামনের জগতে বিশ্বাসীর স্বর্গীয় উত্তরাধিকারের দিকে প্রসারিত করেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু আমি চাই আমরা বিশেষ করে অতীতে লিপিবদ্ধ পরিত্রাণের আশীর্বাদের প্রতি তার প্রসঙ্গের দিকে মনোনিবেশ করি। আমরা পড়ি যে ঈশ্বর খ্রীষ্টে তাঁর লোকেদেরকে "মনোনীত করেছেন" (পদ ৪), যা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের জন্য "পূর্বনির্ধারিত" করেছেন (পদ ৫ এবং ১১)। লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বরই মনোনয়ন এবং পূর্বনির্ধারণ করছেন। তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি কাকে বাঁচাবেন।

দ্বিতীয়ত, আমরা এটাও দেখি যে ঈশ্বর এই সংকল্পটি "জগতের ভিত্তি স্থাপনের আগে" করেছিলেন– সময়ের শুরুর আগে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে, প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষের অস্তিত্বের আগে। স্বতন্ত্র লোকেরা কী করবে তা দেখার পরে তিনি এই সংরক্ষণের সুবিধাগুলি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেননি।

তৃতীয়ত, এটি ৫ পদের শব্দগুলি দ্বারা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। আমরা পড়ি যে ঈশ্বর "নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে" এবং ১১ নং পদে "তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে, যিনি সমস্ত কাজ করেন" একটি জাতিকে পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন, তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে করেছিলেন।" সুতরাং একটি লোককে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণের পেছনের কারণটি তাঁর নিজের হিতসঙ্কল্প, তাঁর নিজের ইচ্ছা এবং তাঁর নিজস্ব ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত। এটা মানুষের ইচ্ছা, বা মানুষের স্বভাব বা কর্মের উপর ভিত্তি করে নয়।

অবশেষে, আমরা এই সব শেষ দেখি। ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণের ফলে "তাঁর অনুগ্রহের মহিমার প্রশংসা" (পদ ৬ এবং ১২)। পূর্বনির্ধারণ ঈশ্বরের করুণাকে সুদৃঢ় করে। পরিত্রাণ হল ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি উপহার যা তাঁর নিজের হিতসঙ্কল্প থেকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরিত্রাণের মনোনয়ন ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ভূত হয়, সমস্ত প্রশংসা এবং গৌরব ঈশ্বরের কাছে যায়। যদি মানুষ নিজ পরিত্রাণের কৃতিত্বের কিছু দাবি করতে পারে – ঈশ্বরের দ্বারা তার বিজ্ঞ নির্বাচনে, তাহলে মানুষ মহিমার অংশীদার হবে। কিন্তু এটা যাতে না হয়। ঈশ্বর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গৌরব নিজের জন্য সংরক্ষণ করেন এবং একজন অযোগ্য লোককে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য তাঁর সার্বভৌম অনুগ্রহের মাধ্যমে সেই মহিমাকে মহিমান্বিত করেন।

এই বক্তৃতায়, আমরা পূর্বনির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্বের একটি ভূমিকা দেখবো, কিছু বুনিয়াদী বিভাগ এবং পরিভাষা প্রদান করব যা আমাদের সামনের দিনগুলিতে এই সত্যগুলি আরও অন্বেষণ করতে সজ্জিত করবে। পূর্বনির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্ব ঈশ্বরের মহিমা এবং শক্তি এবং প্রেমকে প্রকাশ করে, এইভাবে আমাদের নম্র করে এবং তাঁর অপূর্ব করুণার জন্য তাঁর ভক্তি ও প্রশংসা করার জন্য আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে।

দ্বিতীয়ত, আসুন পূর্বনির্ধারিত এই বিষয়টির মতবাদিক ব্যাখ্যা বিবেচনা করি। ঐশ্বরিক আদেশ সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি তা পূর্বনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরমানের মতো, পূর্বনির্ধারণ চিরন্তন, এটি অপরিবর্তনীয়, এটি শর্তসাপেক্ষ নয় ইত্যাদি। এই শিক্ষাটি ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ৩ এবং ৪-এ বলা হয়েছে, যা বলে, "ঈশ্বরের ফরমান দ্বারা, তাঁর মহিমা প্রকাশের জন্য, কিছু মানুষ এবং স্বর্গদূতদের অনন্ত জীবনের জন্য পূর্বনির্ধারিত করা হয়েছে এবং অন্যদের মৃত্যুর জন্য পূর্বনির্ধারিত করা হয়েছে। এই স্বর্গদূতরা এবং পুরুষদের, এইভাবে পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বকল্পিত হয়েছে, যে তারা বিশেষভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে গঠিত এবং তাদের সংখ্যা এতটাই নির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট যে তা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায় না।" সুতরাং এই শিক্ষাতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য, এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থির করে রাখতে হবে।

প্রথমত, আমাদের শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত করা যাক। পূর্বনির্ধারণ হল ঈশ্বরের ফরমান বা রায় যা সমস্ত মানুষের শাশ্বত নিয়তি (ভবিষ্যৎ) নির্ধারণ করে। ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছার দ্বারা, পূর্বকল্পিত– তিনি পূর্বনির্ধারণ করেন; তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নেন কে পরিত্রাণ পাবে আর কে রক্ষা পাবে না। আমরা পূর্বনির্ধারণকে দুটি পক্ষের সমন্বয়ে ভাবতে পারি: নির্বাচন (ঈশ্বর বেছে নিচ্ছেন যাকে তিনি বাঁচাবেন) এবং তিরস্কার (ঈশ্বরের বাছাই করা যাকে তিনি রক্ষা করবেন না)। আমরা এই দুটি বিবেচনা করব। নির্বাচনের শিক্ষাটি ঈশ্বরের সার্বভৌম ফরমানকে বোঝায় যাতে তিনি নিজের জন্য একজন মানুষকে মুক্ত করতে পারেন। সুতরাং আপনি যখন "নির্বাচন" শব্দটি শুনবেন, তখন ভাবুন "মনোনয়ন"– ঈশ্বরের মনোনয়ন। উদাহরণের স্বরূপ, অনেক দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, নাগরিকরা তাদের সরকারী কর্মকর্তাদের "মনোনয়ন" বা "চয়ন করে"। হয়তো এটি আপনাকে মনে রাখতে সাহায্য করবে, মনোনয়ন হল পাপীদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর চয়ন। এখন, এটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশনের একই অধ্যায়ে, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬-এ দেখতে পাবেন, যদি আপনি সেগুলি উল্লেখ করতে চান। কিন্তু আমরা যেমন ইফিষীয় ১-এ দেখেছি, ঈশ্বরের মনোনয়নের উৎস হল তাঁর নিজের সন্তুষ্টি। আমরা রোমীয় ৯:১১-এ পড়ি, "যখন সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই এবং ভাল মন্দ কিছুই করে নাই, তখন ঈশ্বরের নির্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম হেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু।" তাই তাঁর লোকেদের নির্বাচন করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়। রোমীয় ৮:২৯-৩০-এ আমরা পড়ি, "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তিতে অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন। আর তিনি যাহাদিগকে পূর্বে নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্মিক গণিতও করিলেন; আর যাহাদিগকে ধার্মিক গণিত করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন।" নির্বাচিত করার জন্য ঈশ্বরের চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে, আপনি ২ তিমথি ২:১৯ বা ইফিষীয় ১ থেকে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাও দেখতে পারেন। যেমনটি আমরা স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ৬-এ দেখতে পাই, এটি বলে, "অন্য কেউ খ্রীষ্টের দ্বারা, কার্যকরভাবে, ন্যায়সঙ্গত রূপে, গৃহীত, পবিত্র এবং সংরক্ষিত হয় নাই, কেউ মুক্ত করা যায় নাই, কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচিতরা হয়েছে।"

নির্বাচনও হয় নিঃশর্ত। রোমীয় ৯-এ সম্পর্কে কথা বলে। কিন্তু আপনি যদি প্রেরিত ১৩:৪৮-এর দিকে তাকান, তাতে বলা হয়েছে, "ইহা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহ্লাদিত হইল ও প্রভুর বাক্যের গৌরব করিতে লাগিল এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল।" আবার, ওয়েস্টমিনিস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ৫ বলে, "তাঁর নিছক বিনামূল্যে অনুগ্রহ এবং ভালবাসার বাইরে, বিশ্বাস বা ভাল কাজগুলির কোনও দূরদর্শিতা ছাড়াই, বা উভয়ের মধ্যে অধ্যবসায়, বা জীবের অন্য কোনও জিনিস, শর্ত হিসাবে, বা তাকে সেখানে স্থানান্তরিত করে এবং সমস্তই তাঁর মহিমান্বিত করুণার প্রশংসার জন্য।" সুতরাং এটি শাস্ত্রে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা আরও শক্তিশালী করছে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যা দেখেছেন তার উপর ভিত্তি করে বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছুর উপর ভিত্তি করে তাঁর নির্বাচন করেননি। প্রকৃতপক্ষে, যীশু যোহন ১৫:১৬ তে বলেছেন, "তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।" প্রভু দেখাচ্ছেন যে তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিঃশর্তভাবে তাঁর নিজের লোকদের চয়ন করেন; এটা বিপরীত ভাবে হয় না।

কিন্তু এর অর্থ এই যে ঐশ্বরিক নির্বাচন অত্যন্ত করুণাময়। রোমীয় ৯, যা এই শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি নিবেদিত, ১৫-১৬ পদে বলে, "কারণ তিনি মোশিকে বলেন, আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা করিব। অতএব যে ইচ্ছা করে, বা যে দৌড়ে, তাহা হইতে এটি হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর হইতে হয়।" তাই ঈশ্বরই সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর করুণাময়, দয়া, অনুকম্পামূলক ভালবাসা প্রদর্শন করছেন, একটি মানুষকে চয়ন করে নেওয়ার এবং পরিত্রাণের জন্য। আমরা লুদিয়ার সাথে প্রেরিত ১৬:১৪-এ এটি দেখতে পাই, যেখানে আমাদের বলা হয়েছে যে, "আর থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী

একটি ঈশ্বর ভক্ত স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেন, আমাদের কথা শুনিতেছিলেন; আর প্রভু তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন, যেন তিনি পৌলের কোথায় মনোযোগ করেন।" মানুষের আধ্যাত্মিক মৃত্যু এবং অক্ষমতার পটভূমিতে ঈশ্বরের করুণা বৃদ্ধি পায়। আবার, যীশু যোহন ৬:৩৭ এবং ৪৪ -এ বলেছেন, "পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে এবং যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে রাহিরে ফেলিয়া দিব না। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করিলে কেহ আমার কাছে আসিতে পারে না, আর আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।" সুতরাং নির্বাচন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা মনোনয়নে কথা বলে।

অন্য দিকে, বিপরীতভাবে, তিরস্কারের মতবাদটি বাকী মানবজাতিকে তাদের পাপে ধ্বংস হতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের ফরমানকে নির্দেশ করে। ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ৭ বলে, "বাকী মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর নিজের ইচ্ছার সুগভীর জ্ঞান অনুসারে, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার মহিমার জন্য, তিনি স্বইচ্ছাতে নিজ করুণা প্রসারিত করেন বা ধরে রাখেন, তাদের পাপের জন্য তাদেরকে অদেখা করতে বা তাদের ন্যায়বিচারের দণ্ড দিতে ও অসন্মানিত করতে আদেশ করেন।" অথবা যেমন আপনি রোমীয় ৯:১৮ তে দেখতে পাচ্ছেন, "অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দয়া করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন।"

স্বচ্ছতার জন্য, তিরস্কারে দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, ঈশতত্ত্ববিদরা যাকে প্রিটারেশন (preterition) বলে থাকেন, যার অর্থ "পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া" বা "অতিক্রম করা"। প্রিটারেশন হল সার্বভৌম, নিঃশর্ত ফরমান যা, অ-নির্বাচিত বা তিরস্কৃত দের, তাদের পাপে ছেড়ে দেয়। আপনি এই ভাষাটি দেখেছেন যা আমি এইমাত্র ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ থেকে উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে। সুতরাং একদিকে প্রিটারেশন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে দণ্ডও রয়েছে। মানুষদের পাপপূর্ণতা হল সক্রিয় স্থল যা তাদের অভিশাপ দেয়। প্রকৃতপক্ষে যা মানুষদের নরকে দণ্ডিত করে তা হল তাদের নিজের পাপ। তারা কেবলমাত্র যা তাদের যোগ্যতা এবং প্রাপ্য তা পায়। তিরস্কারে, ঈশ্বর তাদের তাঁর ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের অধীনে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন। তাই আমরা পূর্বনির্ধারণকে মনোনয়ন এবং তিরস্কারের সমন্বয়ে ভাবি। আর যখন আমরা ঈশ্বরের তিরস্কারের আদেশ সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা প্রিটারেশনের কথা ভাবতে পারি (তিনি এগিয়ে যান, তিরস্কৃতদের নিজেদের দশায় রেখে যান) এবং দণ্ডিত (এটি তাদের নিজেদের পাপ যা তাদের দণ্ডিত করে)। জন ক্যালভিন লিখেছেন, "যে কেউ ধর্মীয় ভাবতে চায় সে পূর্বনির্ধারণকে অস্বীকার করার সাহস করে না, যার দ্বারা ঈশ্বর কাউকে জীবনের আশায় গ্রহণ করেন এবং অন্যদের অনন্ত মৃত্যুর শাস্তি দেন।" ঠিক আছে এটি পূর্বনির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ।

তৃতীয়ত, আসুন এই মতবাদটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করি; এখানে কিছু বিষয় আছে। প্রথমত, কেউ কেউ আপত্তি করবে যে এই মতবাদটি ন্যায্য নয়। মানুষ যদি ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত না হয় তবে কীভাবে দায়ী হতে পারে? ঠিক আছে, রোমীয় ৯ জুড়ে পূর্বনির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করার সময় পৌল এই সাধারণ আপত্তির পূর্বাভাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৯-২০ পদে, "ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে, তবে তিনি আবার দোষ ধরেন কেন? কারণ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করে? হে মনুষ্য, বরং, তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ? নির্ম্মিত বস্তু কি নির্ম্মাতাকে বলিতে পারে, আমাকে এরূপ কেন গড়িলে?" আপনি দেখুন, আপত্তি মানুষের উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং ঈশ্বরের প্রতি নিচু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়, যার ফলে আমরা আমাদের জায়গাটি ভুলে যাই। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সাথে যা খুশি তাই করতে স্বতন্ত্র। তিনি কুমোর; আমরা মাটি। অধিকন্তু, এটি এই সত্যটিকে আরও শক্তিশালী করে যে আমাদের কখনই যা ন্যায্য তা চাই না। যদি সমস্ত মানুষ তাদের সত্যিকারের প্রাপ্যতা পায় তবে সমস্ত মানুষ চিরতরে হারিয়ে যাবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি যা ন্যায্য তা দেন না। তাঁর করুণাতে, তিনি তাঁর করুণার মহিমার প্রশংসার জন্য একজন অযোগ্য লোককে বেছে নিতে এবং বাঁচাতে সন্তুষ্ট হন। সমান্তরালভাবে, ভাবুন ইস্রায়েল জাতির– পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের কথা। ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তিনি মিশর বা কনানীয় বা অন্যদের বেছে নেননি। আচ্ছা, কেন তিনি তাদের বেছে নিলেন? এটির কারণ তারা কি সুযোগ্য ছিল? না, এটি ছিল ঈশ্বরের সার্বভৌম

প্রেমের স্বাধীন মনোনয়ন। দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৭-৮-এ আমরা পড়ি, "অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এই জন্য যে সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্নেহ করিয়াছেন ও মনোনীত করিয়াছেন, তাহা নয়;কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক ছিলে। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে প্রেম করেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করেন, তন্নিমিত্তে সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন এবং দাসগৃহ হইতে, মিসর-রাজ ফরৌণের হস্ত হইতে, তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়ত, আরেকটা আপত্তি হল, কেউ কেউ নরকে যাওয়ার কারণ হল ঈশ্বর। এই আপত্তি ঐশ্বরিক কার্যকলাপের পদ্ধতিকে বিভ্রান্ত করে। ঈশ্বর ইতিবাচকভাবে আত্মা প্রদান করেন এবং মনোনীতদের পুনর্জন্ম এবং বিশ্বাস প্রদান করেন তাঁর অনুগ্রহের একক কাজ দ্বারা। কিন্তু ঈশ্বর তিরস্কৃতদের জীবনে পাপ বা অবিশ্বাস - এর মধ্যে এককভাবে কাজ করেন না। মনেরগিস্ম (morengism) এর মানে "একভাবে কাজ করা।" তাই ঈশ্বর এককভাবে দেন, আত্মা, নতুন হৃদয় এবং বিশ্বাস কিন্তু তিনি তিরস্কৃতদের জীবনে পাপ এবং অবিশ্বাস -এ কাজ করেন না। বরং, তিনি তাদের কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহের একক কাজকে আটকে রাখেন এবং তাদের পাপের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। তিরস্কৃত পাপীরা তাদের নিজের শাস্তির জন্য দোষ এবং দায় বহন করে।

এমন কিছু লোক আছে যারা আপত্তি করবে যে এই শিক্ষাতত্ত্বের অর্থ হল এমন মানুষ আছে, যারা আন্তরিকভাবে মন-পরিবর্তন করতে চায় কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যিত হয়েছে এবং পরিত্রাণ থেকে বাদ পড়েছে;কিন্তু এটি সত্য নয়। আধ্যাত্মিকভাবে মৃত আত্মা সম্পর্কে ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা মনে রাখবেন। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কেউ কখনও খ্রীষ্টের কাছে আসতে চাইবে না এবং যারা আসে তারা সবাই এই জন্যই আসে কারণ তারা তাঁর অপূর্ব করুণা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। পিতা যাদের মনোনীত করেছেন তারা অবশ্যই রক্ষা পাবে। যোহন ৬:৩৭ "পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে;এবং যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না।"

চতুর্থত, এমন কিছু লোক আছে যারা এই বাইবেলের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যুগে যুগে মিথ্যা শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে। তাই আদি মণ্ডলীতে আমাদের কাছে অগাস্টিন রয়েছে, যিনি একজন ধার্মিক, বিশ্বস্ত, বাইবেলের ঈশতত্ত্ববিদ ছিলেন। পেলাজিয়াস নামে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিবাদ ছিল। পেলাজিয়ানবাদে পরিত্রাণের একটি প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যেখানে মানুষকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োগ করা শক্তি নিজের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই শিশুরা কলুষিত প্রকৃতি ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে, ইত্যাদি। আপনি অবিলম্বে সেখানে ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারেন। তারপর পরবর্তী সময়ে, সেমি-পেলাজিয়ানিজম নামে পরিচিত ছিল, যা এই যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং মধ্যযুগের সময়কালের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং আর্মিনিয়ানবাদের ঐতিহাসিক শিকড় প্রদান করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি জোর দিয়েছিল যে মানুষ ঈশ্বরের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করে। একইভাবে, আর্মিনিয়ানিজম, যা সংস্কারের (reformation) এর সময় উদ্ভূত হয়েছিল, এটি শিখিয়েছিল যে ঈশ্বরের সার্বজনীন, প্রতিরোধমূলক অনুগ্রহে, মানুষের একটি স্বাধীন ইচ্ছা এবং সুসমাচারের প্রতি সঞ্চয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা রয়েছে। তাই ঈশ্বরের কাছে পূর্বনির্ধারণকে হ্রাস করা হয় এবং বলা হয় যে কে খ্রীষ্টকে বেছে নেবে তা ঈশ্বর পূর্বেই দেখেছেন। একইভাবে, লুথারের ইরাসমাসের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীতে, রেমনস্ট্র্যান্টস নামে একটি দলের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় ডর্টের সিনড (Synod of Dort) এর উদ্ভব হয়েছিল। রিমনস্ট্রেন্টরা এই আর্মিনিয়ান মতবাদ শিক্ষা দিচ্ছিল। সিনড অফ ডর্ট, তাদের রায়, তাদের ক্যানন সহ, আমরা এখানে যে বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করছি তা সমর্থন করে এবং রিমনস্ট্র্যান্টদের ত্রুটিগুলি খণ্ডন করে। আপনি পরবর্তী শতাব্দীতে দেখতে পাবেন, কীভাবে জর্জ হোয়াইটফিল্ড, বিখ্যাত সুসমাচার প্রচারক যিনি পূর্বনির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্বকে ধরে রেখেছিলেন, তাঁকে জন ওয়েসলির সঙ্গে দন্ধ করতে হয়েছিল, যিনি একজন আর্মিনিয়ান ছিলেন, যিনি এই শিক্ষাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমার বক্তব্য হল, এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে এবং তাই প্রতিটি প্রজন্মে, আমাদের জুড ৩-এর কথাগুলি মনে রাখতে হবে, "প্রিয়তমেরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লিখিতে

নিতান্ত যত্নবান্ হওয়াতে আমি বুঝিলাম, পবিত্রগণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে তোমাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখা আবশ্যক।" শাস্ত্র আমাদের যা শিক্ষা দেয় তা আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। আসলে, ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি এটি করে। এর চূড়ান্ত অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ ৮ অধ্যায় ৩-এ, এটি বলে "পূর্বনির্ধারণের এই উচ্চ রহস্যের তত্ত্বটি বিশেষ বিচক্ষণতা এবং যত্ন সহকারে আলোচনা করা উচিত, যে লোকেরা তাঁর বাক্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সচেতন থাকে এবং আনুগত্য করে, তাদের কার্যকরী পেশার নিশ্চিততা থেকে, তারা শাশ্বত নির্বাচনের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং এই মতবাদটি ঈশ্বরের প্রশংসা, শ্রদ্ধা এবং উপাসনা এবং যারা আন্তরিকভাবে সুসমাচার মেনে চলে তাদের জন্য নম্রতা, পরিশ্রম এবং প্রচুর সান্ত্বনার বিষয় বহন করবে।" তাই ঐশ্বরিক ফরমানের শিক্ষাকে অবশ্যই জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। আপনি মনে রাখবেন, ঈশ্বরের ফরমান গুপ্ত। আমাদের কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে, বিশেষ করে, তাঁর বাক্যে যা প্রকাশ করা হয়েছে তার উপর দৃষ্টি রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯ মনে রাখবেন, "নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।" শাস্ত্র পাপীদের কাছে সুসমাচার উপস্থাপন করে। এই সুসমাচারটি মানুষদের সামনে প্রচারের জন্য তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই মানুষদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হয়েছে। এটি যা প্রকাশ করা হয় তার উপর লক্ষ্য করে, গুপ্ত বিষয়ে নয়।

দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষা আমাদেরকে প্রভুর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। আমরা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে শিখাতে পারি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর পবিত্র আত্মা দিতে পারেন, আমাদের একটি নতুন হৃদয় দিতে পারেন এবং আমাদের বিশ্বাসের উপহার দিতে পারেন। যে বিশ্বাসী বিশ্বাসের দ্বারা সুসমাচারে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই সমস্ত গৌরব ও সম্মান ঈশ্বরকে দিতে হবে। এই শিক্ষা অহংকারকে ধ্বংস করে এবং এটি নম্রতাকে উৎসাহিত করে। আমরা তাঁর সার্বভৌম প্রেম এবং অনুগ্রহে বিস্মিত হয়েছি, যারা তাঁর করুণার অযোগ্য তাদের জন্য পরিত্রাণ খোঁজার এবং সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে। এটি ঈশ্বরে আনন্দিত করে এবং তাঁর উপাসনা ও আরাধনা করার ইচ্ছা জাগায়।

চতুর্থত, এই শিক্ষাটি পরিত্রাণের নিশ্চয়তা শক্তিশালী করবে হ্রাস নয়। পরিত্রাণ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান হাতে, আমাদের নিজেদের দুর্বল হাতে আশ্রিত নয়। আমাদের হাতে থাকলে কী আশ্বাস, কী আস্থা থাকত? সুসমাচারের ফল এবং সুসমাচারের অনুগ্রহের ফল এবং কার্যকর আহ্বান বিশ্বাসীর চিরন্তন নির্বাচনে একটি আস্থা ও প্ররোচনা নিশ্চিত করতে পারে।

এই বক্তৃতায়, আমরা পূর্বনির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করেছি। কিন্তু আপনি তিনটি সংক্ষিপ্ত, সহজ শব্দে আমরা যা শিখেছি তা সংক্ষিপ্ত করতে পারেন– ঈশ্বর পাপীদের রক্ষাকর্তা। ঈশ্বর এমন একজন যিনি নির্বাচন এবং পূর্ব আয়োজন করেন, মানুষ করে না। ঈশ্বর নিছক বাঁচানোর চেষ্টা করেন না, তিনি বাঁচান-অপ্রতিরোধ্যভাবে নির্বাচিতদের রক্ষা করেন। তিনি অযোগ্য পাপীদের রক্ষা করেন, যারা নিজেদের হালে ছেড়ে দিলে, অন্যথায় হারিয়ে যাবে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে সৃষ্টির মতবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেব, যেটি মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে আনার বিষয়ে ঈশ্বরের বিষয়ে ঐশ্বরিক আদেশকে সম্বোধন করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ১১

সৃষ্টি

এই পৃথিবীতে, আমরা অনেক কঠিন কিন্তু মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হই। এই চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত: জীবনে আমার উদ্দেশ্য কী? আমার আসল পরিচয় কী? জীবন কোথায় নিয়ে যায়? অথবা, আমি কোথায় যাচ্ছি? বাস্তব কী? কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল? আমি যে জিনিসগুলি জানি তা কীভাবে জানব? আমার মূল কী? কেন কিছু জিনিস বিদ্যমান? কিন্তু অন্যদের কিছু স্তর নিচে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন থাকে যা হল; কেন কোন কিছু বিদ্যমান? এটি একটি চাপা প্রশ্ন যার একটি বুদ্ধিমান উত্তর প্রয়োজন। এটি অন্যান্য সম্পর্কিত প্রশ্নের সাথে যুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, কোন জিনিসের অস্তিত্ব কিভাবে বিদ্যমান তা জানা আমাদেরকে এটি জানতে সাহায্য করবে কেন সেগুলি বিদ্যমান। স্বাভাবিক, অবিশ্বাসী মানুষেরা এই প্রশ্নগুলোর সব ধরনের মূর্খ উত্তরের স্বপ্ন দেখতে পারে। বাস্তবতা হল যে, নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া হলে, এসবের উত্তরগুলি জানা অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে অন্ধকার, বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত অবস্থায় আমাদের থাকতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের উত্তর বলেন। তিনি তাঁর অনুপ্রাণিত, নির্ভুল এবং অভ্রান্ত শাস্ত্রে আমাদের যা জানা দরকার তা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর, কেন কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে? আমরা সৃষ্টির বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্বে এটি আবিষ্কার করি, যে বিষয়ের দিকে আমরা এই বক্তৃতায় ফিরে এসেছি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউলের বক্তৃতাগুলির সিরিজটি ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত। আমরা এখানে যা দেখবো, উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বরের সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। তাই প্রারম্ভিক বক্তৃতাগুলিতে, আমরা অন্বেষণ করেছি যে বাইবেল কী বলে যে ঈশ্বর নিজের মধ্যে, তিনি কে। এই পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে, বক্তৃতা ৯ থেকে ১২, আমরা আমাদের মনোযোগ ঈশ্বরের বাইরের সমস্ত জিনিসের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, যথা, সৃষ্টির মধ্যে। আপনি স্মরণ করবেন যে লেকচার ৯-এ, আমরা ঈশ্বরের ফরমানের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেছি। আমরা দেখেছি যে ঐশ্বরিক ফরমানগুলি ঈশ্বরের বাইরে যা কিছু ঘটে তা নির্ধারণ করে, আদি সৃষ্টি থেকে ইতিহাসে ঈশ্বরের শাসন ব্যবস্থার বিচক্ষণ পরিচালনা পর্যন্ত। শেষ বক্তৃতায়, আমরা পূর্বনির্ধারণের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করেছি, যা আমাদেরকে মানুষের অনন্তকালিন পরিণতির বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। আমরা এখন সৃষ্টির দিকে ফিরে যাই। সৃষ্টিও ঐশ্বরিক আদেশ থেকে প্রবাহিত হয়। ৮ নং প্রশ্নে শর্টার ক্যাটিসিজম বলে, "সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের কাজে ঈশ্বর তাঁর আদেশগুলি কার্যকর করেন।"

আমরা সৃষ্টির মতবাদ সম্পর্কে আমাদের আরও বিবেচনার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব। আমরা গীতসংহিতা ৩৩:৬-৯-এ এই শব্দগুলি পড়ি, "আকাশমণ্ডল নির্ম্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে। তিনি সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় সঞ্চিত করেন, তিনি জলধি সকল ভাণ্ডারে রাখেন। সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক; জগন্নিবাসী সকলে তাঁহা হইতে ভীত হউক। তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল।" গীতসংহিতা "প্রভুতে আনন্দ কর" এবং তাঁর প্রশংসা করার আহ্বান দিয়ে শুরু হয় এবং এটি ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কী করেন তা দেখার একটি প্রতিক্রিয়া। ৬ থেকে ৯ পদে, যা আমরা এইমাত্র উদ্ধৃত করেছি, আমাদের মন সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টির কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই প্রথমত, আমরা পড়ি যে প্রভু মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এখন সেটা নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য ভাবুন। ভাবুন মহাবিশ্ব কত বিশাল। বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র মহাকাশের একটি অংশের দিকে তাকাতে পারেন, কিন্তু তারা এর সীমানার কাছাকাছি আসতে পারে না। গ্যালাক্সির সংখ্যা এবং সমস্ত তারা এবং

গ্রহ যা সেগুলি পূর্ণ করে তা বিস্ময়কর। এটি আমাদের মনকে বিচলিত করে। তথাপি ঈশ্বর নিছক কথা বলেছেন এবং তারা অস্তিত্বে এসেছে। আর কথা বলাকে আমরা কিছু ক্ষমতাশীল মনে করি না, তাই না? মানুষের শ্বাস দুর্বল– এটি কেবলমাত্র মুখ দিয়ে বায়ু প্রবাহিত মাত্র। তবুও ঈশ্বর এই রূপক, এই চিত্রটি ব্যবহার করেন, প্রকাশ করার জন্য যে তিনি সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিসটি করেছেন, মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন, যাকে আমরা দুর্বলতম অর্থ হিসাবে ভাবি, যা গীতসংহিতা ৩৩ বলে "তাঁর মুখের নিঃশ্বাস"। ঠিক আছে, এটি তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মহিমা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, আমরা এও শিখি যে এমন একটি বিন্দু ছিল যেখানে মহাবিশ্ব– যা আমরা দেখি এবং জানি– অস্তিত্বে ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরই পৃথিবীর পূর্বে ছিলেন। স্বর্গ এবং পৃথিবীর একটি শুরু আছে, যার অর্থ হল সমস্ত সময় এবং সমস্ত স্থানের একটি সূচনা আছে এবং ঈশ্বরই একমাত্র কারণ যা বিদ্যমান সমস্ত কিছু নিয়ে এসেছেন।

তদুপরি, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্ট মহাবিশ্বের নকশা করেছেন। গীতসংহিতা ৩৩ বলে, "তিনি সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় সঞ্চিত করেন, তিনি জলধি সকল ভাণ্ডারে রাখেন।" তাই এটা তাঁরই হাতের কাজ। নকশাটি ডিজাইনারের উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মহিমা প্রদর্শন করা। তাই আমাদের এই আশা করতে শেখানো হয় যে, আমরা যখন সৃষ্ট জগতকে দেখব এবং অধ্যয়ন করব, তখন আমরা স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্ময়কর সত্য আবিষ্কার করব।

চতুর্থত, এই সত্য একটি বাস্তব প্রভাব বহন করে। গীতসংহিতা ৩৩ এর শব্দগুলি লক্ষ্য করুন, "সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক; জগন্নিবাসী সকলে তাঁহা হইতে ভীত হউক। তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল।" সৃষ্টির মতবাদ আমাদেরকে ঈশ্বরের ভয়ের দিকে নিয়ে যায়– ঈশ্বরকে ভয় করার দিকে। তাই আমাদেরকে ঈশ্বরের সীমা অতিক্রম করার একটা চেতনা থাকতে হবে– যে তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে এবং ঈশ্বর সব কিছু দেখেন; যে তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র বিরাজমান; আমরা যে বাস করি এবং নড়াচড়া করি এবং তাঁর মধ্যে আমাদের সত্তা আছে; আমরা যে একজন সর্বদর্শী ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এই পৃথিবীতে কাজ করি এবং প্রভু আমাদের কাছ থেকে কী চান সে সম্পর্কে আমাদের কিছু সচেতনতা থাকতে হবে। এটি ঈশ্বরের ভয়কে প্ররোচিত করে। এর ফলে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটিই গীতসংহিতা ৩৩ বলে। যখন আমরা চিন্তা করি এবং যখন আমরা ঈশ্বর এবং সৃষ্টির কাজ দেখি, তখন আমরা বিস্মিত হই, আরাধনা করি। এটি দায়ুদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গীতসংহিতা ৮:৩-৪ চিন্তা করুন। তিনি বলেন, " আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্ম্মিত আকাশমণ্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি, [বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর?" এখানে প্রভুর সামনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার এক প্রকাশপ্রাপ্তি রয়েছে।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায়, আমরা সৃষ্টির শিক্ষাতত্ত্বের একটি ভূমিকা অন্বেষণ করব, আবার কিছু মৌলিক বিভাগ এবং পরিভাষা প্রদান করব যা আমাদের সামনের দিনগুলিতে এই সত্যগুলি আরও অন্বেষণ করতে সজ্জিত করবে। সৃষ্টির শিক্ষাতত্ত্ব ঈশ্বরের মহিমা এবং শক্তি এবং মঙ্গলময়তা প্রকাশ করে, এইভাবে তা আমাদের হৃদয়কে উপাসনা ও প্রশংসা করার জন্য আলোড়িত করে।

শাস্ত্রীয়ভাবে গীতসংহিতা ৩৩-এ সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করার পরে, দ্বিতীয়ত, আসুন সৃষ্টির শিক্ষাটির প্রকাশ বিবেচনা করি। এই শিক্ষাটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ ১-এ বলা হয়েছে, "আদিতে শূন্য থেকে সৃষ্টি করা এবং জগত ও যা কিছু দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সব কিছুই ছয় দিনের ব্যবধানে সৃষ্টি করা, ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে সন্তুষ্ট করেছিল, তাঁর শাশ্বত শক্তি, প্রজ্ঞা এবং মঙ্গলের মহিমা প্রকাশের জন্য এবং এই সব কিছু ছিল উত্তম।" এই শিক্ষাতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য, এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থির করে রাখতে হবে।

প্রথমত, সৃষ্টির লেখক হলেন পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। প্রতিটি খ্রীষ্টীয় শিক্ষাতত্ত্বের সূচনা বিন্দু হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। আপনি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ-এ এই শব্দগুলি দেখতে পান, "এটি ঈশ্বরকে খুশি করেছে।" এটি ঈশ্বরের ইচ্ছুক সৃষ্টি, যা ঐশ্বরিক ফরমানকে নির্দেশ করে,

ঈশ্বর "সবকিছু তাঁর নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন," ইফিষীয় ১:১১। "এটি ঈশ্বর কে আনন্দিত করে।" প্রকাশিত বাক্য ৪:১১-তে আমরা পড়ি, "হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য;কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।" সৃষ্ট আদেশ অগত্যা বিদ্যমান ছিল না। ঈশ্বর নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু চান না। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের শুধুমাত্র কারণ ত্রিত্ব ঈশ্বর এটির অস্তিত্ব চেয়েছিলেন। ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর আপনি মনে রাখবেন যে ত্রিত্বের সমস্ত বাহ্যিক কাজ অবিভক্ত। একটি ঐশ্বরিক ইচ্ছা আছে: ১ করিন্থীয় ৮:৬ বলে "তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে, ও আমরা যাঁহারই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা আছি।" আপনি আদিপুস্তকের শুরু থেকে সৃষ্টির কাজে ত্রিত্বের তিনটি ব্যক্তির উল্লেখ দেখতে পান। বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ লক্ষ্য করুন। এটি পিতাকে নির্দেশ করে: "আদিতে, ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।" পদ ২-এ আমরা পড়ি "এবং ঈশ্বরের আত্মা জলধির উপরে অধিষ্ঠান করছিলেন," এটি পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করে। আমরা একইভাবে, ইয়োব ২৬:১৩-তে পড়ি, "তাঁহার শ্বাসে আকাশ পরিষ্কার হয়; তাঁহারই স্তম্ভ পলায়মান নাগকে বিদ্ধ করিয়াছে।" কিন্তু আমরা পুত্রের উল্লেখও দেখি, ৩ পদে। আদিপুস্তক ১:৩ পদে বলা হয়েছে, "পড়ে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, আর দীপ্তি হইল।" খ্রীষ্ট, অবশ্যই, চিরন্তন বাক্য। খ্রীষ্টকে এখানে আদিপুস্তক ১:৩ -এ দেখা কি ঠিক? এটি আকর্ষণীয় কারণ যোহনের সুসমাচারের শুরুর শব্দগুলি আদিপুস্তক ১:১ এর সাথে প্রায় অভিন্ন, তবে এটি খ্রীষ্টকে প্রতিস্থাপন করে, যা হল "বাক্য"। এটি বলে, "আদিতে বাক্য ছিল।" এটি আদিপুস্তকের শুরুর পদগুলিতে খ্রীষ্টকে স্থান দেয়। এটি বলে "আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিল।" এই একই বিষয় শুরুতে ঈশ্বরের সঙ্গেও হয়েছিল। "সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।" খ্রীষ্ট প্রথম আদিপুস্তক ১-এ আবির্ভূত হন, মথি ১ অধ্যায়ে নয়। এটি খ্রীষ্টের জগৎ। তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরে এতে মানবরূপে নিয়ে প্রবেশ করেন, এটিকে উদ্ধার করার জন্য এবং যেভাবে এটি শুরু হয়েছিল তাঁর উর্দ্ধে এটিকে উন্নীত করার জন্য। ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সৃষ্টির লেখক। আর তাই আদিপুস্তক ১:২৬ -এ ব্যবহৃত সর্বনামগুলি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি।" সৃষ্টির লেখক হলেন ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির লক্ষ্য হল ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ। সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে: ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যেন মানুষ এবং স্বর্গদূতদের দ্বারা পরিচিত, ভালবাসা, সেবা এবং উপাসনা পান। যখন আমরা বলি "প্রকাশ", তখন আমরা ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ এবং তাঁর ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতার কথা বলছি। রোমীয় ১:২০ পদ এটি বলে, "ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই।" সৃষ্টিতে ঈশ্বরের এই প্রকাশন তাঁর জ্ঞানের আলোয় আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে। আমরা গীতসংহিতা ১৯:১-৩ -এ এই গান করি, "আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে। দিবস দিবসের কাছে বাক্য উচ্চারণ করে, রাত্রি রাত্রির কাছে জ্ঞান প্রচার করে। বাক্য নাই, ভাষাও নাই, তাহাদের রব শুনা যায় না।" যা আছে সব ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। যেমন আমরা রোমীয় ১১:৩৬ -এ পড়ি, "যেহেতুক সকলই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত। যুগে যুগে তাঁহারই গৌরব হউক। আমেন।"

তৃতীয়ত, সৃষ্টির সূচনা ছিল "আদিতে"। আদিপুস্তক ১:১ পদে, বাইবেল এই শব্দগুলির সাথে শুরু হয়, "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে সবকিছুর একটি শুরু ছিল। তার মানে এই যে এটি ছিল সময়ের শুরু, যা সম্পূর্ণ সৃষ্টির অনান্য বিষয়ের সঙ্গে একটি সসীম, সীমিত এবং পরিমাপযোগ্য অংশ। সৃষ্টির আগে, শুধুমাত্র শাশ্বত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল। ঈশ্বর সব কিছুই শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোনো পূর্ব-বিদ্যমান উপাদান ছাড়াই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ হল কোন উপাদান

চিরন্তন নয় অথবা শুরু থেকেই অস্তিত্বে ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরই চিরন্তন বা শাশ্বত। আমরা গীতসংহিতা ৩৩:৬ –এ পড়ি, "আকাশমণ্ডল নির্ম্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।" তিনি শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের ফরমান থেকে।

চতুর্থত, সৃষ্টির পরিধি ছিল ঈশ্বরের বাইরের সমস্ত জিনিস। পৌল করিন্থীয় ১:১৬-তে এই সম্পর্কে বলেছেন, "আর স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তাইজ করিয়াছি, আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজ করিয়াছি, তাহা জানি না।" ঈশ্বর অদৃশ্য স্বর্গ এবং স্বর্গদূত সৃষ্টি করেছেন, এমনকি মহাবিশ্বের বাইরের প্রান্ত পর্যন্ত সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুই তাঁর সৃষ্ট কাজের কম্পাসের মধ্যে পড়ে– সবকিছু, অবশ্যই সবকিছু, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতিরেকে, বাকি সবকিছু।

পঞ্চমত, সৃষ্টির সময়কাল ছিল ছয় দিনের মধ্যে। বাইবেল শেখায় যে ঈশ্বর মহাবিশ্বকে ছয়টি সাধারণ দিনে সৃষ্টি করেছেন, বিবর্তনের পৌরাণিক কাহিনীর বিপরীতে, যা শিক্ষা দেয় যে, বিশ্ব, মহাবিশ্ব কোটি কোটি বছরধরে অস্তিত্বে এসেছে। এখন ঈশ্বর যে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন তা শাস্ত্র থেকে স্পষ্ট। আপনি এটি আদিপুস্তক ১-এ দেখতে পাবেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে সেখানে "দিন" শব্দটি "সন্ধ্যা এবং সকাল" দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে, যার ফলে আমরা একটি সাধারণত যেমন এক দিন সম্বন্ধে ভাবি সেই সময়সীমায় এটিকে সীমাবদ্ধ করে। আমরা আদিপুস্তক ১ জুড়ে প্রায় এই বিষয়টি দেখতে পাই। পদ ১৪ তে সূর্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সময়কাল (আবার একটি নিয়মিত দিন) সংজ্ঞায়িত করার জন্য চতুর্থ দিনে "দিন" ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিবার "দিন" শব্দটি– যে হিব্রু শব্দটিকে "দিন" অনুবাদ করা হয়েছে– একটি সংখ্যাসূচক বিশেষণের সাথে ব্যবহার করা হয়, যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিন, পঞ্চম "দিন", এটি সর্বদা বাইবেলে একটি আক্ষরিক দিন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম জুড়ে সৃষ্টির "দিন" এর বহুবচনের ব্যবহার সর্বদা আক্ষরিক দিনগুলিকে বোঝায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, যদি আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট না থাকে, যাত্রাপুস্তক ২০:১১ তে দশটি আজ্ঞার প্রেক্ষাপটে, আপনি চতুর্থ আদেশটি লক্ষ্য করুন। চতুর্থ আদেশে, মানুষের কর্মসপ্তাহ– "ছয় দিন পরিশ্রম করবে," এবং সপ্তম দিনে, বিশ্রাম করবে। মানুষের কর্মসপ্তাহ ঈশ্বরের কর্ম সপ্তাহের অনুরূপ। তাই এটিও এই সত্যকে শক্তিশালী করে যে এটি একটি প্রকৃত সপ্তাহ এবং প্রকৃত দিন। মোশি যদি ছয় যুগকে বোঝাতেন, তাহলে তিনি একটি ভিন্ন হিব্রু শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন, যে শব্দটিকে আমরা "দিন" অনুবাদ করি তা না বরং হিব্রু শব্দ "ওলাম", যার অর্থ "যুগ" ব্যবহার করতেন। সুতরাং সময়কাল স্পষ্টভাবে ছয় দিনের মধ্যে।

তারপর শেষ এবং সংক্ষেপে, আমাদের সৃষ্টির প্রকৃতি লক্ষ্য করা উচিত। এটা ছিল "সবকিছু উত্তম।" এটি তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে ঈশ্বরের ঘোষণা। ঈশ্বর মহান। তিনি যা করেন সবই ভালো। তাই, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল-উত্তম। তাই আমাদের যে কোন ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে সেই ভৌতিক ব্যাপার সহজাত মন্দ নয়, কেননা ঈশ্বর বলেছেন যে এটি "উত্তম" তৈরি করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত, আমাদের এই মতবাদকে তর্ক-বিতর্কের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আর এখানে কিছু জিনিস আছে। প্রথমত, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কেউ কেউ জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে মহাবিশ্ব নিজেই চিরন্তন, কোন শুরু ছাড়াই। এই মিথ্যা সব ধরণের অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। এমনকি বেশিরভাগ বিজ্ঞানী তাদের বিবর্তন তত্ত্বকে ধরে রেখে বলবেন যে, একটি বিগ ব্যাং হয়েছিল, সেখানে সবকিছু শুরুতে বিস্ফোরিত হয়েছিল, ইত্যাদি; সেটিই ছিল মহাবিশ্বের শুরু। এর দ্বারাও তারা দাবি করেন যে একটি শুরু আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৃষ্ট জগৎ চিরন্তন হওয়ার এই ধারণা, তার মানে কী? প্রতিটি প্রভাবের একটি কারণ আছে। সুতরাং আমাদের গর্ভধারণের জন্য আমাদের পিতামাতাকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আর তাদের পিতামাতা এবং তাদের পিতামাতা তাদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছিল। আপনি প্রাণীর জীবন এবং গাছপালা সম্পর্কে একই কথা বলতে পারেন। যদি আপনি পেছনে ফিরে যেতে থাকেন, আপনি ফিরে যেতে পারেন, পেছনে, পেছনে আপনার মনে অনেক পেছনে ফিরে যেতে পারেন; অবশেষে, কী হয়? আপনি এমন এক স্থানে যাবেন যেখানে এই জিনিসগুলি সর্বদা বিদ্যমান ছিল না, কারণ সেখানে সেটি থাকবে যাকে দার্শনিকরা অসীম প্রত্যাবর্তন (ইনফিন্যাইট রিগ্রেস) বলে। তাই আপনাকে ক্রমাগত

পেছনে ফিরে যেতে হবে পেছনে, পেছনে। যদি উৎপত্তি থেকে শুরু না হয়, তাহলে অবশেষে আপনি এখন এখানে থাকবেন না। তবে কোন বর্তমান থাকবে না। আপনার একটি স্থান থেকে প্রয়োজন যেখান থেকে শুরু করতে হবে, যাতে ধারাবাহিক ঘটনা অনুসরণ করতে পারে। যদি এটি অসীমভাবে অতীতে যেতে থাকে, তবে আপনি কখনই সেখানে পৌঁছাতে পারবেন না, যেমনটি ক্রমাগত অগ্রগতিতে ছিল, কারণ এটি অসীম অতীতে– কোন শুরু নেই। তাই এটি একটি যৌক্তিক দ্বন্দ্ব এবং সব ধরনের বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। না, একটি সৃষ্ট জগতের অস্তিত্বের জন্য একটি সূচনা হওয়া উচিত, যা এমন একজন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যিনি সময় এবং স্থানের উর্দ্ধে, যিনি চিরন্তন এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে নিজেই সৃষ্টি এবং অন্য সব শুরুর কারণ।আমরা যখন ঈশ্বরের অনন্তকাল সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম তখন আমরা এর কিছু বিবেচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস জুড়ে, মিথ্যা ঈশতত্ত্ব এবং পৌত্তলিক দর্শনের বিভিন্ন রূপ শিখিয়েছে যে যা ভৌতিক তা মন্দ এবং যা ভৌতিক নয় তা ভাল। সৃষ্টির প্রকৃত শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের এই বাইবেল বিহীন দ্বিধা বিভক্তিকে প্রত্যাখ্যান করতে শেখায়। ত্রুটি বিকৃতি নিয়ে আসে। কেন? শুধুমাত্র সেই কারণেই নয় যেগুলি আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, ঈশ্বরের কাজগুলি ভাল হওয়ার কারণ সেগুলি একজন ভাল ঈশ্বর এবং অন্যান্য জিনিস থেকে এসেছে, বরং ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন এবং নিজে একজন সত্যিকারের ভৌতিক শরীর এবং এক আত্মা ধারণ করে নিয়েছেন। সৃষ্ট মনুষ্যত্ব অসৃষ্ট ঈশ্বরত্বের সাথে যুক্ত হয়েছিল। আমাদের চারপাশের জগতে ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজের মঙ্গলকে নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় যা বাইবেল যা শিক্ষা দেয় সেইসব কিছুর বিরোধিতা করে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির সাথে মন্দকে সংযুক্ত করব।

তৃতীয়ত, অবিশ্বাস পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে অযৌক্তিক মিথ্যের দিকে নিয়ে যায়। পৌত্তলিকদের কাছে এটি ছিল এবং আধুনিক ও অবিশ্বাসী বিশ্বের এটি রয়েছে। একটি প্রধান উদাহরণ হল বিজ্ঞানের মিথ্যা ছদ্মবেশে বিবর্তনের ত্রুটি। কিন্তু আপনাকে এখানে সাবধানে চিন্তা করতে হবে, কারণ উৎপত্তির প্রশ্নটি আসলে একটি ঈশতাত্ত্বিক প্রশ্ন, বৈজ্ঞানিক নয়। আপনি বলুন, "আচ্ছা, এরূপ কেন?" বিজ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। তাই আমাদের আছে গবেষণাগার, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ এবং আরও অনেক কিছু আছে এবং বিজ্ঞান যা অধ্যয়ন করে তা হল ভৌত জগত। এটি অভিজ্ঞতামূলক তথ্য, প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে আসে। কিন্তু বাস্তবতা হল যে শুরুতে কোনও বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন না এবং এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নাগালের বাইরে এবং সময়ের সূচনা সম্পর্কে পোন্টিফিকেশন (নিয়ন্ত্রণ) করতে সক্ষম নয়। সেখানে কেবল একজনই ছিল, আর তা হল স্বয়ং ঈশ্বর। সৌভাগ্যক্রমে, ঈশ্বর আমাদেরকে যা ঘটেছে তার একটি রেকর্ড দিয়েছেন, তিনি প্রধান সাক্ষী। সুতরাং এটি একটি ঈশতাত্ত্বিক সমস্যা এবং প্রধানত এবং সর্বাগ্রে একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা নয়। কিন্তু বিবর্তনের এই ত্রুটিটিও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। আমরা তাদের অনেকের তালিকা করতে পারি, কিন্তু বিবর্তনের নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করুন। বিবর্তন বলে যে, মূলত, মানব জাতি আদিম পাঁক অথবা জেলি জাতীয় পদার্থ (প্রিমরদিয়েল স্লাইম) থেকে উঠে এসেছে, আর আমরা সময়ের সাথে সাথে, হোমো স্যাপিয়েন্স হওয়ার জন্য খাদ্য শৃঙ্খলে আরোহণ করেছি, যে আমরা নিজেরা অন্যান্য প্রাণীর মতো প্রাণী, যেগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যদি তা সত্য হয়, যা নয়, তাহলে আমরা বাকি প্রাণী জগতের সমতুল্য। তবে যখন একটি সিংহ আফ্রিকার সমভূমিতে একটি হরিণ খায়, তখন কেউ এটিকে নৈতিকভাবে নিন্দনীয় বলে মনে করে না। কেউ প্রতিবাদ করে না এবং বলে না, "আহ!, এটা ভয়ানক। একটি হরিণ একটি সিংহ দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে।" না, আমরা বলি যে একটি সিংহ তার প্রবৃত্তি অনুসারে যা করছে, সে তার শিকারকে খাচ্ছে। ঠিক আছে, যদি বিবর্তনের কল্পকাহিনীটি সত্য হয়, তাহলে নীতিগত প্রভাব হল যে আমি একটি প্রাণী, আপনি একটি প্রাণী; একটি প্রাণী অন্যের সাথে যা করে তা নৈতিকভাবে অনৈতিক/নীতিহীন-এর কোনো নৈতিক প্রভাব নেই। সুতরাং যদি একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে হত্যা করে, আপনি সত্যিই এতে আপত্তি করতে পারবেন না– এটি কেবল একটি প্রাণী অন্য প্রাণীর সাথে যা ইচ্ছা করে। অবশ্যই, আমরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং ঠিকই করেছি। আমরা বলি, না, এটা ভুল। মানুষের আসলে মর্যাদা আছে, মানুষের জীবনে অন্তর্নিহিত মূল্য আছে, বাইবেল শেখায় যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, মানুষ সৃষ্ট বৈচিত্রের বাকি অংশ থেকে আলাদা। তাই বাইবেলের সৃষ্টির শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে আমাদের জীবন

রক্ষার জন্য নৈতিক কাঠামো এবং ভিত্তি প্রদান করে, যেখানে বিবর্তন এটিকে দুর্বল করে, যদি তারা যৌগিকতা পূর্ণ হয়। তাই আমরা যে নিশ্চিত করতে ঈশ্বর একাই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং বাইবেলের মত তিনি ছয় দিনের ব্যবধানে তা করেছিলেন।

চতুর্থত, আমরা এখন নিজেদের জন্য কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, বাইবেল আমাদেরকে ঈশ্বরের সমস্ত কাজ অধ্যয়ন করার আহ্বান জানায়। সেটি তাঁর সৃষ্টির কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। গীতসংহিতা ১৯ আমাদের শেখায় যে একইভাবে ঈশ্বরের মহিমা "স্বর্গ ঘোষণা করে" বা তারা প্রচার করে। তাই বিশ্বাসীরা তাদের চারপাশের জগতের প্রতি অনাগ্রহী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, দায়ূদ ঈশ্বরের মহিমা এবং স্বর্গের বিস্তৃতি দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। কিন্তু গীতসংহিতাগুলিও সৃষ্ট আদেশের সমস্ত অংশের উল্লেখে পূর্ণ। বিজ্ঞানের সরঞ্জামগুলির সঠিক ব্যবহার বিশ্বাসীকে ছায়াপথ, পর্বত, সমুদ্রের গভীরতা, গাছপালা, প্রাণীজগত এমনকি মানবদেহে ঈশ্বরের বিস্ময়কর বিষয়গুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সেই অধ্যয়ন হল ঈশ্বরের মহিমা দেখার শেষ উপায়। তাই বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা অবিশ্বাসীদের থেকে ভিন্নভাবে বিষয়গুলির প্রতি ধাবমান হয়। ঈশ্বর তাঁর নিজের জগতের নকশায় যা রেখেছেন তা তারা বের করতে চায়। সুসমাচারে যীশুর যে দৃষ্টান্ত এবং বিবরণ রয়েছে তা আপনি মনে করুন। তিনি মাঠের ছোট ফুলকে উল্লেখ করেছেন, তিনি চড়ুইকে উল্লেখ করেছেন। এটা এমন নয় যে প্রভু কিছু দেখছেন এবং তারপর একটি আধ্যাত্মিক সাদৃশ্যে চিন্তা করার চেষ্টা করছেন। না, তিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর যা ডিজাইন করেছিলেন তা বের করে আনছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক পাঠগুলি আসলে তৈরি করা হয়েছিল নিজেরই তৈরি করা নিয়মে, যাতে আমরা যখন সৃষ্টির কাজ দেখতে যাই, তখন আমরা আসলে চিন্তা করি এবং বের করি, যে ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্বন্ধে আমাদের কী দেখাচ্ছেন, তিনি আমাদের থেকে কী চান এবং তার মধ্যে প্রধান ও আবশ্যিক হল তাঁর মহিমা।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সৃষ্টি আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করতে পরিচালিত করবে। তাঁর সৃষ্টির কাজ আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করতে পরিচালিত করা উচিত। তাঁকে দেখার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবশ্যই তিনি কে সেই ভিত্তিতে তাঁর ভক্তি ও সম্মান করতে হবে। আমরা গীতসংহিতা গাই ১০৪ এবং গীতসংহিতা ১০৪ ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজের জন্য তাঁর প্রশংসায় নিবেদিত। অনেক কিছুই বলা হয়েছে, কিন্তু ২৪ পদে এবং আবার ৩৩ এবং ৩৪ পদে আমরা এই কথাগুলি পড়ি, "আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব; আমি যতকাল বাঁচিয়া থাকি, আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিব। তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মধুর হউক; আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব।" আর তাই আরাধনাই হল লক্ষ্য। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এটিকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তাঁর মহিমা প্রকাশ করতে পারেন, যাতে এটি তাঁকে পরিচিত, ভালবাসা, সেবা এবং উপাসনা পাবার দিকে নিয়ে যায়। তাই সৃষ্টির এই শিক্ষাতত্ত্ব, আবারও, ঈশ্বরের মহিমাকে তুলে ধরার জন্য আমাদেরকে তাঁর উপাসনা করতে এবং তাঁকে প্রশংসা করতে পরিচালিত করে।

এই বক্তৃতায়, আমরা সৃষ্টির মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করেছি। সৃষ্টির কাজে ঈশ্বর তাঁর ফরমান বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বিনামূল্যে এবং করুণাপূর্ণভাবে তা করেছিলেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করার জন্য। ঈশ্বর তাঁর সংরক্ষণের কাজেও তাঁর ফরমানকে কার্যকর করেন। তাই পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আমাদের বিবেচনাকে সংরক্ষণের শিক্ষার দিকে ঘুরিয়ে দেব, যা আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি, তাঁর সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীদের সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ২ – বক্তৃতা ১২

ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনা/ঈশ্বরের পূর্ব আয়োজন

গাড়ি চালানো শেখার মধ্যে একযোগে বেশ কয়েকটি বিবরণের উপর লক্ষ্য করতে হয়। গাড়ির বাইরে কী ঘটছে তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে, রাস্তার লাইন, দাঁড়াবার সংকেত এবং ট্রাফিক লাইট, অন্যান্য গাড়ি যা আপনাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তার মধ্যে আসতে পারে, সেই সঙ্গে সকল মোড়/বাঁক এবং পাহাড় রয়েছে, ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর নজর রাখতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে গাড়ির ভেতরের জিনিসগুলোর দিকেও মনোযোগী হতে হবে। আপনার আয়না আছে যা আপনাকে দেখতে হবে; আপনার একটি এক্সেলেটর প্যাডেল এবং একটি ব্রেক প্যাডেল আছে; সেখানে গিয়ারও আছে এবং সবচেয়ে বেশি, স্টিয়ারিং এর উপর ধ্যান দিতে হবে যা আপনি যে দিকে চালাতে যাচ্ছেন তা নির্ধারণ করে। এগুলি ছাড়াও, আপনাকে আপনার দিকনির্দেশ জানতে হবে– আপনি কোথায় আছেন এবং আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আর নিরাপদে ও সফলভাবে গাড়ি চালানোর জন্য এসবের সমন্বয় করতে হবে। চালককে সব সময় গাড়ির নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। ঠিক আছে, আপনি যদি গাড়ি চালাতে জানেন তবে আপনি নিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্বের অনুভূতি জানেন। কিন্তু আমরা কেবল একজন ব্যক্তি এবং একটি গাড়ির কথা বলছি। সমগ্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে চিন্তা করুন? ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে সমস্ত কিছুকে, সর্বদা, সমস্ত স্থানে, কোষ এবং অণুর মাইক্রোস্কোপিক জগত থেকে শুরু করে গ্রহ এবং ছায়াপথের মতো বৃহৎ আকারের বিষয়গুলি এবং এর মধ্যের প্রতিটি বিবরণ নিয়ন্ত্রণ করেন। এটাকেই আমরা ঐশ্বরিক বিচক্ষনতা বা পূর্ব আয়োজন বলি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউলে বক্তৃতাগুলির সিরিজ, ঈশতত্ত্বে অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অন্বেষণ করা। প্রারম্ভিক বক্তৃতাগুলিতে, আমরা অন্বেষণ করেছি বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে, তাঁর সত্তা সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়। বক্তৃতা ৯ থেকে ১২ তে আমরা আমাদের মনোযোগ ঈশ্বরের বাইরের সমস্ত জিনিসের দিকে, যথা, সৃষ্টির জিনিসগুলির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। আপনি স্মরণ করবেন যে লেকচার ৯-এ, আমরা ঈশ্বরের ফরমানের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেছি। সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের প্রাথমিক সৃষ্টি থেকে সমস্ত সংরক্ষণে কীভাবে তিনি তাঁর বাইরের সমস্ত বিষয় তাঁর ফরমান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন তা দেখেছি। এই বক্তৃতায়, আমরা সংরক্ষণের শিক্ষাতত্ত্বটি বিবেচনা করব– যা হল ঈশ্বরের, তাঁর সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীদের এবং সেই সকলের কর্মকে শাসন করার কাজ।

আমরা শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে দেখে শুরু করব, যেন আমাদের সংরক্ষণের শিক্ষা সম্পর্কে আরও বিবেচনা করা যায়। দানিয়েল ৪:৩৪-৩৫-এ, আমরা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের এই কথাগুলি পড়ি: "আর সেই সময়ের শেষে আমি নবূখদ্‌নিৎসর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিলাম, ও আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আসিল; তাহাতে আমি পরাৎপরের ধন্যবাদ করিলাম, এবং অনন্তজীবী ঈশ্বরের প্রশংসা ও সমাদর করিলাম; কারণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব ও তাঁহার রাজ্য পুরুষানুক্রমে স্থায়ী; আর পৃথিবীনিবাসিগণ সকলে অবস্তুবৎ গণ্য; তিনি স্বর্গীয় বাহিনীর ও পৃথিবীনিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন;এবং এমন কেহ নাই যে, তাঁহার হস্ত থামাইয়া দিবে, কিম্বা তাঁহাকে বলিবে, তুমি কি করিতেছ?" এই কথাগুলো গল্পের উপসংহারে এসেছে। এই বিবরণের শুরুতে, আমরা পড়ি নবূখদ্‌নিৎসর তার প্রাসাদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কীভাবে তিনি তার নিজের মহিমা প্রদর্শনের জন্য তার নিজের শক্তিতে তার বিশাল রাজ্য তৈরি করেছেন তা নিয়ে গর্ব করছেন। বিশাল অঞ্চল এবং ক্ষমতা সহ সে সময়ের বিশ্ব সাম্রাজ্যের নেতা হিসাবে তিনি মহান খ্যাতি এবং সম্পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি তার অহংকারে বুক ফুলিয়েছিলেন এবং শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে "বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব।" যেমনটি আমরা হিতোপদেশ ১৬:১৮-তে দেখতে পাই। তাই,

যেমন দানিয়েল আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ঈশ্বর নবূখদ্‌নিৎসরকে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাকে নত করেছিলেন। তার মন/মতি ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং তাকে তার প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তিনি পশুর মতো মাঠে বাস করেছিলেন। আকাশের শিশিরে তার কাপড় ভিজেছিল; তার চুল বেড়েছিল; তার নখ পশুদের নখের মত হয়ে গেল। অর্থ হল যে, এটা পরম অপমানের ছবি। সাত বছর পর, ঈশ্বর নবূখদ্‌নিৎসরের মতি ভ্রষ্টতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তিনি রাজা হিসাবে তার অবস্থানে ফিরে আসেন। দানিয়েল সেই পাঠ্যটিতে আমরা যে শব্দগুলি বিবেচনা করছিলাম, তা আমাদের শেখায়, নবূখদ্‌নিৎসরের নিজের মুখ থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কী শিখেছিলেন। আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? তিনি নিজেকে ঈশ্বরের হাতের নীচে নত করার জন্য পরিচালিত হন। তিনি নিজেকে উপাসনা করা থেকে ঘুরে দাঁড়ায়, প্রভুর উপাসনা করে। তিনি স্বীকার করেন যে প্রভু অন্য সকলের উপরে উপরে, তিনিই "সর্বোচ্চ" ঈশ্বর। সকলই বিনষ্ট হয় এর বিপরীতে, প্রভু চিরন্তন– তিনি চিরকাল বেঁচে থাকেন। ঈশ্বরের রাজ্য নিজ বিস্তৃতি এবং দীর্ঘতায় এই বিশ্বের রাজ্যগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। তুলনামূলক ভাবে, এমনকি এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং প্রাণীরাও তাঁর কাছে "কিছুর মধ্যেই গন্য" নয়, যেমনটি আমরা যিশাইয় ৪০:১৭-১৮-তে পড়ি: "তাঁহার সম্মুখে সমস্ত জাতি অবস্তুবৎ, তিনি তাহাদিগকে অসার ও শূন্য জ্ঞান করেন। তবে তোমরা কাহার সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবে? তাঁহার সদৃশ বলিয়া কি প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত করিবে?" নবূখদ্‌নিৎসরও সংরক্ষণের শিক্ষাতত্ত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁর অসীম কাজকে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "তিনি"–অর্থাৎ ঈশ্বর– "স্বর্গের সেনাবাহিনীতে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর ইচ্ছানুসারে করেন।" ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর সংরক্ষণের শাসন নিশ্চিত, সম্পূর্ণ, ব্যাপক, অপ্রতিরোধ্য। নবূখদ্‌নিৎসর এটি নিশ্চিত করছেন, "এবং কেউই তাঁর হাতকে আটকে থেকে তাঁকে বলতে পারে না, তুমি এটি কী করছো?" নবূখদ্‌নিৎসর সংরক্ষণের শিক্ষা ঘোষণা করেন, যা তিনি তার নিজের অপমানের মাধ্যমে কঠিন পথ দিয়ে এসে দেখেছিলেন। এই শিক্ষাকে জানার এবং বোঝার জন্য আমাদের শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে এবং এই শিক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে আমরা ভাল করব।

এই বক্তৃতায়, আমরা সংরক্ষণের শিক্ষার একটি ভূমিকা অন্বেষণ করব, কিছু মৌলিক বিভাগ এবং পরিভাষা প্রদান করব যা আমাদের সামনের দিনগুলিতে এই সত্যগুলি আরও অন্বেষণ করতে সজ্জিত করবে। সংরক্ষণের শিক্ষা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের সমস্ত কর্মকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায়, সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।

দ্বিতীয়ত, আসুন সংরক্ষণের শিক্ষাতত্ত্বটির ব্যাখ্যা বিবেচনা করি। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ ১-এ এই মতবাদটি সহজভাবে বলা হয়েছে: "ঈশ্বর, সমস্ত কিছুর মহান স্রষ্টা সমস্ত প্রাণী, তাদের ক্রিয়া এবং সব জিনিসগুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ থেকে ন্যূনতম পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেন, নির্দেশ দেন, নিষ্পত্তি করেন এবং পরিচালনা করেন, তাঁর সবচেয়ে জ্ঞানী এবং পবিত্র বিচক্ষণতা দ্বারা।" এই শিক্ষাটি ব্যাখ্যা করার জন্য, এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থির করতে হবে।

প্রথমত, সৃষ্টি ও বিচক্ষণ পরিচালনা উভয় কাজেই ঈশ্বর তাঁর ফরমান বাস্তবায়ন করেন। আগের লেকচারে আমরা সৃষ্টিকে বিবেচনা করেছি;এখানে এই বক্তৃতায় সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের কাজটি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর কে। এটি এই সত্যকে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর একেবারে সার্বভৌম এবং সেই সার্বভৌমত্বের অনুশীলন পবিত্র, জ্ঞানী এবং উত্তম। ঈশ্বর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ এবং সংকল্পের বাইরে কিছু হওয়ার অর্থ এই যে তিনি ঈশ্বর নন।

দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণের প্রকৃতির বিষয়ে, আমরা দেখতে পাই যে এটি ব্যাপক এবং সর্বব্যাপী। ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর ১০০% এবং তাদের সমস্ত কর্মের ১০০% শাসন করেন এবং বজায় রাখেন। সবকিছুই "তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে যিনি সমস্ত কিছু নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন", যেমনটি আমরা ইফিষীয় ১:১১-তে দেখতে পাই।

তৃতীয়ত, সৃষ্টির প্রতিটি কাজে ঈশ্বর অবিলম্বে সক্রিয়। মানুষের কর্ম পূর্বনির্ধারণে তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে তাদের কর্ম নির্ধারণে সেই প্রাণীর কী ভূমিকা আছে?

বাইবেল নিশ্চিত করে যে তারা তাদের নিজের ইচ্ছায় বাস্তব চয়ন করে এবং আমরা সেই সিদ্ধান্তগুলির জন্য দায়ী এবং দোষী। এটি বোঝার জন্য, আপনি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩-এ লক্ষ্য করবেন যে আমাদের প্রথম কারণ এবং দ্বিতীয় কারণগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। ঈশ্বর হলেন প্রথম কারণ, তাঁর চিরন্তন ফরমান অনুসারে সমস্ত কিছুকে নির্ধারণ করেন। যাইহোক, তিনি দ্বিতীয় কারণগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং কাজ করেন, আর সেগুলি সবই প্রকৃত ও বাস্তব কারণ, সেগুলি কেবলমাত্র ঈশ্বরের ফরমান জনিত কাজ নয়। এটি ফিলিপীয় ২:১২-১৩, একটি পরিচিত অনুচ্ছেদ থেকে প্রকাশিত হয়, যেখানে আমাদের বলা হয়েছে, "অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী।" সুতরাং আপনি এখানে দুটি কাজ দুটি সক্রিয় দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের বলা হচ্ছে "ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী।" তাই ঈশ্বর উভয়ই উপায় এবং শেষ দুটিই নির্ধারণ করছেন। এটাকেই আমরা সহঘটনের (concurrence) শিক্ষা বলি। সহঘটনের শিক্ষা ঈশ্বর এবং মানুষের এককালে ঘটিত কর্মের সম্পর্ককে সম্বোধন করে। আপনি এটি প্রায়শই শাস্ত্রে দেখতে পান। আমি আপনাকে কিছু উদাহরণ দেব। প্রেরিত ২:২৩-এ, "সেই ব্যক্তি"অর্থাৎ খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে অধর্ম্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে।" সুতরাং এখানে ইহুদিরা রয়েছে, যারা প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাদের নিজস্ব দুষ্ট কর্মের জন্য দোষী এবং একইসঙ্গে এখানে, ঈশ্বরের নিজস্ব পরামর্শ এবং পূর্বনির্ধারণ অনুসারে তাঁর মৃত্যু ঘটতে চলেছে। অথবা আপনি আদিপুস্তক ৫০:২০ এর কথা ভাবুন, যেখানে যোষেফ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ভাইদের সাথে কথা বলার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যোষেফ বলেন, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন; অদ্য যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।" অতএব ভাইয়েরা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল, যা ছিল পাপপূর্ণ এবং বিদ্রোহী এবং তবুও ঈশ্বর তাঁর সংরক্ষণে জিনিসগুলিকে এতটাই আদেশ দিয়েছিলেন, যেন এর থেকে কিছু সুন্দর এবং ভাল বের করে আনা যায়। ২ শমূয়েল ১৬:১১ হল আরেকটি উদাহরণ: "দাযূদ অবীশয়কে ও আপনার সমস্ত দাসকে আরও কহিলেন, দেখ, আমার ঔরসজাত পুত্র আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, তবে ঐ বিন্যামীনীয় কি না করিবে? উহাকে থাকিতে দেও;ও শাপ দিউক, কেননা সদাপ্রভু উহাকে অনুমতি দিয়াছেন।" এখানে দাউদ জেরুশালেম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং সেখানে সেই লোকটি এসেছে যে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে এবং তাকে অভিশাপ দিচ্ছে। অবিশয় তাকে হত্যা করতে চায়, আর দাউদ বলছেন, না, না, না, প্রভু এটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রভু, তাঁর সংরক্ষণে, তাকে তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য পাঠাচ্ছেন– "প্রভু তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন," যেমন এই অনুচ্ছেদটি বলে।

ঠিক আছে, আমাদের এটাও মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বর কোনভাবেই তাঁর শেষের জন্য উপায় ব্যবহার করার সাথে আবদ্ধ নয়। উদাহরণস্বরূপ, অলৌকিক ঘটনাগুলি হল সংরক্ষণের অসাধারণ কাজ, যেখানে ঈশ্বর কোন উপায় ব্যবহার না করে অলৌকিকভাবে কাজ করেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই বিন্দুর অধীনে, ঈশ্বরের সার্বভৌম ফরমানের সঙ্গে তাঁর সংরক্ষণের মাধ্যমে সবকিছু বাস্তবায়িত করার এক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে তিনি মানুষের সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন এবং তাঁর ইচ্ছাকে নিখুঁতভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে বাস্তবায়ন করছেন এবং একই সাথে, মানুষেরা চয়ন করছে, বাস্তব চয়ন, যার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এই দুটি বিষয় একসঙ্গে আনা হয়। যদিও এটি আমাদের জন্য রহস্যময় এবং আমাদের মন বোধগম্য হওয়া কঠিন, তবুও, এটি পরস্পরবিরোধী নয় এবং এটিই হল যা বাইবেল শিক্ষা দেয় এবং বিশ্বাসের দ্বারা আমরা যা গ্রহণ করতে পারি। এই বিষয়গুলি কীভাবে সত্য তা না বুঝেই আমরা জানতে পারি যে এই সমস্ত জিনিসগুলি সত্য– কীভাবে ঈশ্বর এবং তাঁর ফরমানের সম্পর্ক মানুষের সিদ্ধান্ত এবং চয়নগুলির সাথে সংযুক্ত।

তাহলে সংক্ষেপে, চতুর্থত, আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া কঠিন বিষয়গুলো কী? তাহলে ঈশ্বর কি তাঁর

সংরক্ষণে, বিশ্বাসীদের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেছেন? উত্তরটি হল হ্যাঁ। আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সান্ত্বনা উভয়ই সম্পর্কে শিখি যাতে বিশ্বাসীর দুঃখকষ্টগুলিকে সার্বভৌমভাবে নিষ্পত্তি করা যায়।

তাই প্রথমত, আমাদের কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। আমরা অনেক কারণ দেখতে পাচ্ছি কেন প্রভু তাঁর লোকেদের পরীক্ষার ঋতুতে প্রবেশ করতে দেন। তাদের মধ্যে একটি আমাদের পরীক্ষা করে দেখা। ১ পিতর ১:৩-৭ আমাদের বিশ্বাসের এই পরীক্ষা সম্পর্কে কথা বলে, যার দ্বারা প্রভু তাঁর লোকেদের শুদ্ধ করেন, যেন তিনি তাদের গঠন করেন এবং সোনার মতো উজ্জ্বল করতে তাদের সামনে নিয়ে আসেন।

আমরা এটাও দেখি যে পরীক্ষাগুলো হয় আমাদের পাপগুলোকে প্রকাশ করার জন্য। এটি ইয়োব ৪২:৫ -৬ পদে পরিস্ফুটিত হয়।পরীক্ষার মাঝখানে, প্রায়শই বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার যাত্রাতে, পরীক্ষার মধ্যে যখন বিশ্বাসীরা নিজেদের পর্যালোচনা করে এবং প্রভুকে তাঁর বাক্যে এবং প্রার্থনায় অনুসন্ধান করে, প্রভু এই পরীক্ষার মাধ্যমে, পূর্বের অজানা পাপগুলিকে সামনে নিয়ে আসেন। তাই এটি আমাদের উপর একটি ভাল স্বাস্থ্যবর্ধক কর্তৃত্ব বা প্রভাব ফেলে, সেই পাপগুলিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যা তারপরে স্বীকার করতে হবে এবং তা আমাদের অনুতাপের এবং সেই পাপগুলি থেকে প্রভুর দিকে ফিরে চালনা করে। সুতরাং এটি একটি সুন্দর জিনিস, একটি ইতিবাচক বিষয়।

পরীক্ষাগুলিও তাঁর লোকেদের ঐশ্বরিক চরিত্র গঠন করে। যাকোব ১:২-৪, যেখানে আমরা দেখি যে আমরা ঈশ্বরের দেওয়া পরীক্ষাগুলিকে বিবেচনা করতে হবে, আমাদের সেই পরীক্ষাগুলিকে আনন্দের সাথে দেখতে হবে, এই জেনে যে সেগুলি ধৈর্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তা ঈশ্বর যে ভাল কাজটিকে নিখুঁত করে করছেন, তাঁর লোকেদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত করে তুলতে সেইদিকে চালিত করে।

সেগুলি আমাদের ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানতে সাহায্য করে। আর তাই পরীক্ষার মাধ্যমে, আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত বিষয়গুলি দেখতে দেওয়া হয় এবং এটিও দেখতে দেওয়া হয় যে তিনি কে এবং তিনি কী করেন, আর এটি এমন উপায়ে করা হয় যা আমরা আগে কখনও দেখিনি। প্রভু আমাদের অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যান, যেন তাঁর বিশ্বাসী লোকেদের কাছে তাঁর মহিমা এবং সৌন্দর্যের প্রকাশগুলি খোলা হয়। তাই তারা আমাদের ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানতে এবং তাঁর সাথে আমাদেরকে আরও মধুর যোগাযোগ এবং সহভাগীতায় নিয়ে আসে।

আমাদের জীবনে ফল উৎপন্ন করতে এবং উপযোগীতার জন্য আমাদের প্রস্তুত করতেও ঈশ্বরের দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ব্যবহার করা হয়। প্রভু আসেন, যেমন যোহন ১৫:১-৮ আমাদের বলে, প্রভু তাঁর লোকদের ছাঁটাই করবেন, যেন পিতার মহিমার জন্য আরও বেশি ফল তৈরি করা যায় এবং তাঁর লোকেদেরকে একটি বৃহত্তর উপযোগীতার জন্য সজ্জিত করার জন্য। আপনি এটি ২ করিন্থীয় ১২:৭-৯-এ দেখতে পাবেন, যেখানে পৌলকে তাঁর অভিজ্ঞতায় শরীরে এক কণ্টক দিয়ে আনা হচ্ছে, যেন তিনি দেখতে পারেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরীক্ষায় প্রচুররূপে রয়েছে এবং ঈশ্বর তাঁর শক্তিকে তাঁর লোকেদের দুর্বলতায় নিখুঁত করে তুলছেন।

পরিশেষে, এই পরীক্ষাগুলি ঈশ্বরকে আমাদের সর্বেসর্বায় পরিণত করতে এবং তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে পরিচালিত করে। আপনি এটি দেখতে পাবেন যখন আপনি গীতসংহিতা ৭৩-এ আসফের গান গাইবেন। সেগুলি আমাদের ঈশ্বরকে আমাদের সবকিছুতে পরিণত করতে পরিচালিত করে। হঠাৎ করেই এই পৃথিবীর জিনিস, আমাদের স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত জিনিস, আমাদের অর্থ, আমাদের সম্পর্ক, এই অন্যান্য জিনিসগুলি যা কখনও কখনও আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ– সেগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। প্রভুই হয়ে ওঠেন তিনি যাকে আমরা আমাদের সবকিছু করে তুলি। তিনি আমাদের স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করছেন, এই পৃথিবী থেকে দুধ পান ছাড়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছেন, যেন আমরা তাঁর সাথে মহিমায় থাকতে পারি।

কিন্তু এই বিন্দুর অধীনে, দুঃখকষ্টের ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক নিষ্পত্তিতে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যই নেই, আমরা দুঃখকষ্টের মধ্যেও বিশ্বাসীরা সান্ত্বনাও খুঁজে পাই। উদাহারণস্বরূপ, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আমাদের সমস্ত পরীক্ষার পিছনে ঈশ্বরের ভালবাসা রয়েছে– রোমীয় ৮:২৮-২৯, এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বিশ্বাসীরা প্রায়শই সন্দেহ করে এবং অবিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হয়, কারণ তাদের ব্যথায় তারা অনুভব করে, যে

এটি যেন ঈশ্বরের প্রেমের অনুপস্থিতির প্রকাশ। যদিও, প্রকৃতপক্ষে, এটি ঈশ্বরের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং বিশ্বাসীকে তাঁর উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখার জন্য বলা হচ্ছে। আমরা এটাও স্বীকার করি যে প্রায়শই কোন তাৎক্ষণিক উত্তর পাওয়া যায় না– ইয়োব ১:২১। কোন তাৎক্ষণিক উত্তর নেই কারণ কখনও কখনও প্রভু আমাদের সাথে, আমাদের মধ্যে আমাদের দ্বারা, আমাদের মাধ্যমে কিছু করছেন– তিনি এমন কিছু করছেন যা আসলে আমাদের জন্য নয়। কাজেই ইয়োবের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর শয়তান এবং স্বর্গদূতদের সামনে স্বর্গে নিজের জন্য গৌরব পেয়েছিলেন এবং ইয়োবকে এটি বুঝতে দেওয়া হয়নি। তাকে দুখের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পেছনে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্যে তা তিনি জানতেন না। কিন্তু এটাও আমাদেরকে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার গভীর অনুশীলনের দিকে নিয়ে যায়। সমাধান হল ঈশ্বরের নৈকট্যতা গড়ে তোলা। গীতসংহিতা ১১৯– এর বেশিরভাগ অংশ দুঃখ-কষ্টের প্রতি সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যিহোবার সাথে যোগাযোগ বিষয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এও স্বীকার করি যে আমাদের দুঃখকষ্টের ফল সর্বদা করুণার সাথে বড় হবে– যাকোব ৫:১১। প্রভু শেষ পর্যন্ত, আমাদের অসুবিধার উপরে তাঁর মহিমাকে উচ্চিকৃত করবেন।

আমরা হয়তো কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনা বুঝতে সক্ষম হয় এবং আমরা বলতে সক্ষম হতে পারি, ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর সবকিছু সুসমন্বয়ে পরিচালনা করছেন, ঈশ্বর হলেন এমন একজন যিনি সার্বভৌমভাবে আমার পরিস্থিতির সমস্ত বিবরণ পরিচালনা করছেন, সেটি পরীক্ষা বা কষ্ট উভয় বিষয়েও হোক না কেন। কিন্তু বিশ্বাসীর পাপের সংরক্ষণের সম্পর্কে কী বলবেন? এটি একটি ভিন্ন বিষয় বলে মনে হচ্ছে। আমরা পাপ এবং ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনা বোঝার চেয়ে কষ্ট এবং বিচক্ষণতা বেশি ভালো বুঝতে পারি। আমি আপনাকে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ ৫ দেখার জন্য উৎসাহিত করব। এটি এই প্রশ্নগুলির সমাধান করে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, এটি আমার ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের অন্যতম প্রিয় অংশ। এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন, শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায়, বিশ্বাসীর পাপের বিষয়ে ঈশ্বরের পূর্ব আয়োজন সম্পর্কে আমরা বাইবেল থেকে কী শিখতে পারি। প্রথমত, আমরা ঈশ্বরের ভূমিকা– ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করছি। তিনি জ্ঞানী, তিনি ধার্মিক, তিনি আমাদের সাথে তাঁর আচরণে করুণাময়। তাই তিনি অনুমতি দেন, অথবা তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ছেড়ে দেন আমাদের নিজের মত চলতে এবং কখনও কখনও এক সম্পূর্ণ সময়ের জন্য। প্রভু আমাদেরকে আমাদের নিজের পরিস্থিতিতে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেবেন এবং প্রলোভনের সাথে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেবেন এবং পাপের বিপদের মুখোমুখি হতে দেবেন এবং প্রভু আমাদের এর ফলে অনেক কিছু দেখতে সক্ষম করবেন। তাই আমরা পাপের সাথে বিশ্বাসীর সংগ্রামের সুসমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা দেখতে পাই। কিন্তু এটা আমাদের বিশ্বাসী সম্পর্কে চিন্তা করার বিষয়ে নিয়ে আসে। বিশ্বাসী এখনও দায়ী। বহুবিধ প্রলোভন সহ বাকি থাকা অবস্থায় বিশ্বাসী এখনও দায়ী, কারণ পাপ ঈশ্বরের হাত থেকে আসে না, কেননা পাপ আমাদের নিজেদের কলুষিত হৃদয় থেকে, এমনকি যখন আমরা বিশ্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া দিই এবং শয়তানের প্রলোভন এবং আরও অনেক কিছু থেকে আসে। আমাদের জীবনে পাওয়া প্রতিটি পাপের জন্য আমরাই দোষী এবং দায়ী।

তাই এই ঋতুর বা সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য কী? এখানে সেই উদ্দেশ্যগুলির একটি উদাহরণ দেওয়া হল। প্রথমটি প্রেমময় শাসন। ইব্রিয় ১২ আমাদের বলে যে "প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন।" তাই কখনও কখনও প্রভু আমাদেরকে আমাদের নিজেদের হৃদয়ের কলুষতার কাছে ছেড়ে দেবেন আমাদেরকে প্রেমের সাথে শাসন করার উপায় হিসাবে, আমাদের পূর্বের পাপের খারিত শাস্তি দেওয়ার জন্য। প্রভু আমাদের কাছে আমাদের দুর্নীতির লুকানো শক্তি আবিষ্কার করার জন্য এটি ব্যবহার করবেন। আমরা আমাদের নিজেদের পবিত্রতা বা অন্য কিছু সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারি এবং প্রভু আমাদেরকে আমাদের মধ্যে থাকা দুর্নীতির লুকানো শক্তি আবিষ্কার করার অনুমতি দেবেন। কখনও কখনও তিনি এটি ব্যবহার করবেন আমাদের নিজের হৃদয়ের প্রতারণা আবিষ্কার করার জন্য, আমাদের মধ্যে শত্রুদের থেকে লুকিয়ে থাকা বিপদগুলি দেখানোর জন্য এবং সেইজন্য, আমাদের আরও সতর্ক করে তুলবেন। কখনও কখনও তিনি এই ঋতুগুলিকে অনুমতি দেবেন, যেন আমরা নত হতে পারি, কারণ ঈশ্বর যারা নত তাদের আরও অনুগ্রহ দেন। তিনি এটি ব্যবহার করেন বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের প্রতি তাদের আরও ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছিন্ন নির্ভরতার জন্য

এবং আমি যেমন বলেছি, ভবিষ্যতের সমস্ত পাপের ঘটনার বিরুদ্ধে তাদের আরও সতর্ক করে তুলতে, যেন তারা পাপের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে আসে এবং স্বীকারোক্তি, অনুতাপ পাপের বিরুদ্ধে নজরদারি করার জন্য একটি বৃহত্তর সতর্কতা রাখে। আরও অনেক কারণ রয়েছে যে প্রভু তাঁর অসীম জ্ঞানে এই জিনিসগুলিকে অনুমতি দেন।

ঈশ্বর কীভাবে আমাদের পাপকে ভালোর জন্য ব্যবহার করেন তার একটি দৃষ্টান্ত দায়ুদের জীবনে পাওয়া যায়। দাউদ বৎশেবার স্বামী ঊরিয়াকে হত্যা করে এবং তারপরে বৎশেবাকে নিয়ে গিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করার গল্প আপনারা সবাই জানেন। এটি দুঃখজনক– এটি একটি জঘন্য পাপ এবং একটি ঘৃণ্য কলঙ্ক যা দাউদ এবং সামগ্রিকভাবে ইস্রায়েলের জন্য বড় ক্ষতি করেছে। কিন্তু এর মধ্যে, আমাদের কাছে গীতসংহিতা ৫১ আছে। তাই দায়ুদের পাপের ফলগুলির মধ্যে একটি হল অনুশোচনার একটি গান যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মন্ডলীর মধ্যে থেকে যায়, যাতে আমরা নিজেরাই অনুপ্রাণিত বাক্যগুলি গ্রহণ করতে পারি। পবিত্র আত্মা, দাউদ দ্বারা লিখিত এবং আমাদের নিজস্ব পাপের জন্য আমাদের নিজস্ব অনুতাপের অভিব্যক্তি হিসাবে সেগুলি ব্যবহার করার জন্য রেখে দিয়েছেন। আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে এটি দাউদ এবং বৎশেবার মিলনের ফলে পরবর্তীকালে, শলোমনের জন্ম হয় এবং শলোমন, অবশ্যই, মশীহের বংশের সারিতে আছেন। তাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনে বাস্তবায়িত করায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, যা এক সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, আর বিশ্বের ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে সুন্দর– তিনি এটি দাউদের বৎশেবাকে নিজের করে নেওয়া পাপের ধ্বংসাবশেষ থেকে বের করে আনেন। তাই প্রভু তাঁর লোকেদের পাপের উপর শাসন করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তিনি ধ্বংসাবশেষ থেকে সৌন্দর্য বের করে আনেন।

সবশেষে, আমরা যা বিবেচনা করেছি সবই বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনা এবং তিরস্কার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? এটি ওয়েস্টমিনিস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ ৬-এ অন্তর্ভুক্ত। খুব সংক্ষেপে, ঈশ্বর একজন ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারক, তাই মানুষদের সাথে ঈশ্বরের ক্রোধপূর্ণ আচরণ তাদের পাপের কারণে হয় এবং তিনি সেই পাপের জন্য তাঁর সংরক্ষণের শাস্তি দানে সঠিক। কখনও কখনও, ঈশ্বর পাপীদের আইনত কঠোরতার মাধ্যমে এটি করেন। ঈশ্বর তাদের অন্ধ করবেন;ঈশ্বর তাদের কঠোর করবেন;সে অনুগ্রহকে আটকে রাখবে;তিনি তাদের কাছ থেকে তাদের উপহার ফিরিয়ে নেবেন;তিনি তাদের পাপের সুযোগের কাছে উন্মুক্ত করবেন; তিনি তাদের নিজস্ব লালসা, জগতের প্রলোভন, শয়তানের শক্তির হাতে তুলে দেবেন। প্রভু এটিকে শাস্তি দেওয়ার একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপী, যদিও মাঝে মাঝে, প্রভু অন্যদের নরম করার জন্য একই জিনিসগুলি ব্যবহার করেন।

ঠিক আছে, তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্বকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। খুব সংক্ষেপে, সংরক্ষণের মিথ্যা শিক্ষাও আছে। সুতরাং একদিকে, প্রথমত, এমন ব্যক্তিরা আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে বিচক্ষণ পরিচালনা কেবলমাত্র পূর্বজ্ঞান, এই অর্থে ঘটনাগুলি ঘটার আগে ঈশ্বরের একটি পূর্বদৃষ্টি ছিল। তাই লোকেরা ইতিহাসের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এরূপ দেখে যে ঈশ্বর নীচের দিকে তাকান এবং কীভাবে জিনিসগুলি প্রকাশিত হবে তা দেখেন এবং সেইজন্য সেগুলি কীভাবে ঘটবে তা নির্ধারণ করে। কিন্তু এটি ঈশ্বরের ফরমান সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি সেইসাথে সংরক্ষণের কাজের সম্পর্কে আমরা এখানে যা শিখছি সেই সব কিছু বিরোধিতা করে।

অন্যদিকে, এমন কিছু লোক আছে যারা সেটি ধারণ করে যাকে আমরা বলি ডিইসম– যে ঈশ্বর সৃষ্টিকে শাসন করেন না এবং টিকিয়ে রাখেন না, সৃষ্টি নিজেই পরিচালিত হয়। যে ছবিটি প্রায়শই ব্যবহার করা হয় তা হল কেউ একটি ঘড়ির কাঁটা বন্ধ করে এবং তারপরে এটিকে তাকের উপর রেখে দেয় এবং তারপরে এটি নিজে থেকে চলে, যেন ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন এবং তারপরে এটি নিজেই চলছে। এটি মিথ্যা-এটি আমরা নবূখদ্‌নিৎসরের কথা থেকে বা এই বিভাগে আলোচিত অন্য কোনও উপাদান থেকে যা শিখেছি তা নয়।

তারপর নিয়তিবাদের ধারণা আছে। একটি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের মাধ্যমে ঐশ্বরিক সংরক্ষণের পরিবর্তে, সময় এবং স্থানের ঘটনাগুলিকে সুসমন্বয়সাধন করে, নিয়তিবাদ হল একটি অব্যক্তিগত অন্ধ সঙ্কল্পবাদের এই

ধারণা, যে পৃথিবী ভাগ্যের বিষয় হিসাবে উদ্ভাসিত হয় বা যেমনটি আমরা প্রাচ্যের কিছু ধর্মে কর্মা ইত্যাদি রূপে দেখি। এটি এই অব্যক্তিগত ধরণের অন্ধ সঙ্কল্পবাদ। এটি বাইবেল যা বলে তার বিপরীত। বাইবেল আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর হলেন তিনি যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন এবং টিকিয়ে রাখেন।

সবশেষে, আমরা আগে যা আলোচনা করেছি তার পাশাপাশি আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি একটি সান্ত্বনাদায়ক শিক্ষা– সংরক্ষণের শিক্ষা। বিশ্বাসীরা সর্বদা নিরাপদ। বিশ্বাসীরা সর্বদা নিশ্চিন্তে থাকে। বিশ্বাসীরা সর্বদা ঈশ্বরের হাতে থাকে। মোশির কথায়, "নীচে আছে চিরস্থায়ী হস্ত।" তাই এটি মণ্ডলীর জন্য সর্বদা ভাল। প্রভু যা কিছু করছেন, প্রভু যা কিছু আয়োজন করছেন, তা ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর অসীম জ্ঞানী, ভাল এবং পবিত্র উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, এমনভাবে যা তাঁর লোকেদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বপ্রেমময় উভয়ই। তাই এটি কেবল প্রেমময় নয়, তিনি যেভাবে এটি সাজিয়েছেন তাতে তিনি জ্ঞানী। তাই বিশ্বাসীদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। আমাদের সমস্ত অস্থায়ী ব্যথা এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বের বিভ্রান্তিতে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই এটি একটি স্বস্তিদায়ক শিক্ষা।

এটি একটি নম্র শিক্ষাও বটে। আমরা আমাদের জীবনে ভালো কিছুর কৃতিত্ব নিতে পারি না। সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। ১ করিন্থীয় ৪:৭ বলে, "আপনার কি আছে যা আপনি পাননি?" আমরা যা জানি, আমরা যা কিছুর মালিক, বা আমরা যা রয়েছি এবং হয়েছি, যা কিছু আমরা ভালোর জন্য করেছি– এসবই ঈশ্বরের হাত থেকে। তিনি গৌরব পাবার যোগ্য। আমরা সেগুলি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। যাকে আমরা আমাদের নিজেদের বলতে পারি তা আমাদের পাপ। সুতরাং এটি একটি দোষীকৃত করারও শিক্ষা। আমরা প্রতিদিন নিজেকে– নিজের থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি এবং প্রভুর উপর আত্মসচেতন করে তাঁতে নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছি। একমাত্র তিনিই আমাদের রক্ষা করেন। একমাত্র তিনিই ইস্রায়েলের রক্ষক, যিনি আমাদের দেহ এবং আমাদের আত্মা উভয়ই আমাদের বাইরে যাওয়া এবং আমাদের ভেতরে আসা ইত্যাদিতে রক্ষা করেন। তাই এটা আমাদের প্রভুর উপর নির্ভর করতে পরিচালিত করে।

ঠিক আছে, উপসংহারে, আমরা এই বক্তৃতায়, সংরক্ষণের মতবাদের একটি সমীক্ষা বিবেচনা করেছি। ঈশ্বরের সংরক্ষণের কাজে তাঁর ফরমান কার্যকর করেছিলেন। এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের সবচেয়ে পবিত্র, জ্ঞানী এবং শক্তিশালী তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের পূর্ব আয়োজন ও পরিচালনার শিক্ষা দেয়।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতাটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই দ্বিতীয় মডিউলটিকে একটি উপসংহারে নিয়ে আসে। এই বক্তৃতাগুলির সময়, আমরা ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষার উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছি, ঈশ্বর কে, সে সম্পর্কে আরও শিখতে পেরেছি, কারণ তিনি তাঁর বাক্য এবং তাঁর কাজ উভয়েই মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য আরও অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু আমরা আশা করি যে এটি আপনাকে মহিমান্বিত মহান ঈশ্বর সম্বন্ধে শেখার একটি গভীর জ্ঞানের জন্য বুনিয়াদী সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করবে।